কাদিয়ানী রদ

ষষ্ঠ ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা হাদিয়ে জামান-সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ ফকিহ
শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

ও

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব পীরজাদা মাওলানা **মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ রহঃ** এর পুত্রগণের পক্ষে মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক বশিরহাট "নবনুর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

★ তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৯ সাল ★

সাহায্য মূল্য ৩০ টাকা মাত্র

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

কাদিয়ানি রদ্দ

ষষ্ঠ ভাগ

—•:※:•—

মির্জার অহি ও এলহামের অসারতা

মির্জা গোলাম আহমদ কাদেয়ানি ছাহেব প্রথমতঃ মোজাদ্দেদ, এমাম-জ্জামান, মোহাদ্দাছ (এলহাম প্রাপ্ত) ইছলাম প্রচারক ও সংস্কারক এবং খোদাতায়ালার খলিফা ও প্রতিনিধি হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন। তিনি বারাহিনে-আহমদীয়ার ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

یہ عاجز مؤلف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جل شانہ کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ بنی اسرائیلی مسیح کے طرز پر کمال مسکینی و فروتنی اور غربت و تذلل و تواضع سے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے ⊙

"এই বিনীত বারাহিনে-আহমদিয়া প্রণেতা মহিমান্বিত হজরত সর্ব্বশক্তি-মান খোদার পক্ষ হইতে আদিষ্ট হইয়াছে যে, ইছরাইল বংশধরগণের মছিহের তুল্য—অতিশয় দরিদ্রতা, বিনয়, দৈন্য, লাঞ্ছনা ও নম্রতা সহ মনুষ্যদিগের সংস্কার করার জন্য চেষ্টা করে।"

প্রিয় পাঠক! মির্জা ছাহেব ইছলামের সংস্কারক ছিলেন কি না, তাহা পরে আলোচনা করিব, কিন্তু তিনি যে হজরত ইছা বেনে-মরয়েমের (আঃ) সহিত কয়েকটা বিষয়ে নিজের তুলনা দিয়াছিলেন, ইহা কতদূর সত্য

তাহাই বিবেচ্য বিষয়। হজরত ইছা বেনে মরয়েম কখন ঘরবাড়ী প্রস্তুত করেন নাই, বন জঙ্গলে প্রান্তর ও পর্ব্বত গুহায় অনেক সময় বাস করিতেন, টাকাকড়ি সঞ্চয় করেন নাই, অরণ্যের বৃক্ষের ফল পত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, পক্ষান্তরে মির্জা ছাহেব নিজেই লিখিয়াছেন :—

جہاں مجھے دس روپے ماہوار کی امید نہ تھی لاکھوں تک نوبت پہنچی ●

"যেস্থলে আমার ১০ টাকা মাসিক বেতনের আশা ছিল না, সেই স্থলে লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সুযোগ হইল।" মির্জা ছাহেবের এক স্ত্রীর গহনার মূল্য ৩৩০৭ টাকা ছিল, ইহা মির্জা সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত একখানা বন্ধকী দলীলের বরাত দিয়া ফজলে-রহমানি নামক কেতাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিনি নবাবী খাদ্য ব্যতীত ভক্ষণ করিতেন না। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, তিনি দরিদ্রতা সম্বন্ধে যে হজরত ইছা (আঃ) এর সহিত নিজের তুলনা দিয়াছেন, ইহা একেবারে বাতীল দাবী।

হজরত ইছা নবীর নম্রতা ও বিনয় এতদূর ছিল যে, কেহ তাঁহার এক গালে চপেটাঘাত করিলে, তিনি দ্বিতীয় গাল ফিরাইয়া দিতেন, তিনি নিজেকে মনুষ্য পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেন, পক্ষান্তরে মির্জা ছাহেব কোর-আন ও হাদিছের বিপরীত বহু কথা লিখিয়াছেন, এইরূপে যাহা পরায়ণ বিদ্বানগণ তাঁহার উক্ত কথাগুলির প্রতিবাদ করিলে, তিনি উগ্র স্বভাব পরবশ হইয়া অনেক স্থানে গালিগালাজ করিয়াছেন। মির্জা নিজের গৌরব প্রকাশ করিতে গিয়া মাত্রা সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছেন, নিজেকে খোদার পুত্র, সব নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, কাহারও পক্ষে হজরত ইছা (আঃ) এর তুল্য হওয়া তাঁহার আকাঙ্খামাত্র অদ্ভুত কথা।"

মির্জা ছাহেব এজালায়ে আওহাম কেতাবের ১১০ পৃষ্ঠায়, আইনায়-কামালাতে-ইছলামের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় ও এজালায় আওহামের ১৮৬ পৃষ্ঠায় নিজের মোজাদ্দেদ হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

আবুদাউদে বর্ণিত আছে :—

قال ان الله عز وجل يبعث لهذه الامة على راس كل مائة

سنة من يجدد لها دينها ●

হজরত রাছুল (আঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় মহিমান্বিত আল্লাহ এই উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথম (কিম্বা শেষ) ভাগে এইরূপ লোক প্রেরণ করিবেন যে, তাঁহারা তাহাদের দীনের সংস্কার করিবেন।"

মেরকাতে এই শেষাংশের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে :—

يبين السنة عن البدعة و يكثر العلم و يعز اهله و يقمع البدعة ۞

"সেই মোজাদ্দেদ ছুন্নত ও বেদয়াতের প্রভেদ করিয়া দেখাইবেন, এলমের উন্নতি করিয়া আলেমগণকে গৌরবান্বিত করিবেন, বেদয়াত ধ্বংস ও বেদয়াতি-গণের মুলোৎপাটন করিবেন।"

আরও বয়হকি লিখিয়াছেন :—

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تاويل الجاهلين ۞

"হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, প্রত্যেক পরবর্ত্তী দল হইতে তাহাদের বিশ্বাস পরায়ণ সম্প্রদায় এই এলম শিক্ষা করিবেন, বেদয়াতি দল কোর-আন ও হাদিছের যে অর্থ পরিবর্ত্তন করিবে, বাতীল মতাবলম্বিগণ উহাতে যে মিথ্যাকথা যোগ করিবে এবং অজ্ঞলোকেরা উহার যে বাতীল অর্থ প্রকাশ করিবে, তাঁহারা উহা হইতে ঐসমস্ত রদ করিয়া দিবেন।

এই দুইটী হাদিছে প্রত্যেক শতাব্দীর মোজাদ্দেদগণের লক্ষণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

এক্ষণে আসুন, মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব মোজাদ্দেদ ও ইছলামের সংস্কারক ছিলেন কি না, তাহার আলোচনা করা যাউক।

(১) কোর-আন শরিফে খ্রীষ্টানি ত্রিত্ববাদের (তছলিছের) প্রতিবাদ করা হইয়াছে, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব সেই ত্রিত্ববাদের মত গ্রহণ করিয়া উহা পবিত্র বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) কোর-আন শরিফে খোদার নিরাকার হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাতে ছুন্নত অল্-জামায়াতের বিদ্বানগণ একমতাবলম্বী, কিন্তু মির্জ্জা তাহাকে হিন্দুদিগের ন্যায় সাকার সাব্যস্ত করার প্রয়াস পাইয়াছেন।

(৩) কোর-আন শরিফে খোদার পিতা ও পুত্র হওয়ার অসারতা প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব খোদার পিতা, আবার পুত্র হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

(৪) কোর-আন শরিফে খোদার মানবীয় গুণ হইতে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব তাঁহার মানবীয় ভাবাপন্ন হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

(৫) কোর-আন শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবীতে কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারেনা, হজরত মুছা (আঃ) এর ঘটনা ইহার জলন্ত প্রমাণ, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব এই দুনইয়াতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করার দাবি করিয়াছেন।

(৬) কোর-আন শরিফে অবতারবাদের ঘোর প্রতিবাদ করা হইয়াছে, নিজে মির্জ্জা ছাহেব এজালাতোল-আওহামের ৪৭৫।৪৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, লোক মরিয়া গিয়া কেয়ামতের পূর্ব্বে দুনিয়ায় আসিতে পারে না।

ছুরা ইয়াছিন ;—

اولم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون ۝

এইরূপ কোর-আন শরিফের অনেক আয়তে আছে, যেন মনুষ্য মরিয়া গেলে, তাহাদের আত্মা দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিতে পারে না। মির্জ্জা ছাহেব একবার বলেন, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর আত্মা আমার মধ্যে আসিয়াছে একবার বলেন, হজরত ইছা (আঃ) এর আত্মা আমার মধ্যে আসিয়াছে। একবার বলেন কৃষ্ণের আত্মা আমার মধ্যে আসিয়াছে। ইহা হিন্দু মতাবলম্বী কৃষ্ণের মত, ইহা কোর-আন অথবা কোন আছমানি কেতাবের মত নহে।

মির্জ্জা ছাহেবের "ত্রিভূত" অবতার হওয়া কাদেয়ানি দল স্বীকার করেন কি না? এস্থলে আমাদের এই প্রশ্নটীর উত্তর তাঁহারা দিবেন কি? কৃষ্ণের আত্মা মির্জ্জা ছাহেবকে জন্মান্তর বাদ, অবতার বাদ, কেয়ামতের অসারতা শিক্ষা দিবে। হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর আত্মা ইছলামের আ'কিদা শিক্ষা দিবেন, আর হজরত ইছা (আঃ) এর আত্মা খ্রীষ্টানি মত শিক্ষা দিবেন, একণে মির্জ্জা ছাহেব ত্রি-অবতার হইয়া কোন্ মত ধরিবেন? মছজেদ, মন্দির ও গীর্জ্জার মধ্যে কোনটীর দিকে ধাবিত হইবেন? মক্কা কিম্বা বয়তুল-মোকাদ্দছ অথবা সূর্য্য এই তিনের দিকে কোন দিকে মুখ ফিরিবেন?

(৭) কোর-আন শরিফে ফেরওয়ান প্রভৃতির খোদাই দাবির ঘোর নিন্দাবাদ করা হইয়াছে, কিন্তু ফেরওয়ান আছমান, জমিন ও মনুষ্যের সৃষ্টি-কর্ত্তা হওয়ার দাবি করে নাই, পক্ষান্তরে মির্জ্জা ছাহেব খোদা হওয়ার, আছমান,

জমিন ও মানবজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা হওয়ার দাবি করিয়াছেন। একবার তিনি খোদার পিতা হওয়ার, আবার তাঁহার পুত্র হওয়ার, পুনরায় তাঁহার স্ত্রী (?) হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

(৮) কোর-আন শরিফে ফেরেশতাগণের পৃথক অস্তিত্ব, খোদার পূর্ণ তাবেদার হওয়ার ও জমিনে আসার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব ইহা অস্বীকার করিয়াছেন, বরং তিনি তাঁহাদিগকে নক্ষত্রমালার আত্মা বলিয়া ঘোষনা করিয়াছেন।

(৯) কোরআন ও হাদিছে খোদাতায়ালা একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মির্জা ছাহেব নক্ষত্রমালাকে সৃষ্টি কার্য্যে শরিক বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

(১০) কোর-আন শরিফে হজরত মুছা, ইছা, এব্রাহিম, ছোলায়মান (আঃ) প্রভৃতির যে মো'জেজাগুলি বর্ণনা করা হইয়াছে, মির্জা ছাহেব তৎসমস্ত মেছমেরিজম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, উহা এক প্রকার যাদু, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁহাদিগকে জাদুগীর বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

(১১) কোর-আন শরিফে হজরত ইছা (আঃ)কে মহা গৌরবান্বিত মো'জেজা বিশিষ্ট নবী বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু মির্জা ছাহেব তাঁহার নবুয়ত, মো'জেজা, গৌরবজনক বিষয়গুলি অস্বীকার করিয়া তাঁহার মহা নিন্দা-বাদ করিয়াছেন।

(১২) আবুদাউদে আছে ;—

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ⊛

"যে ব্যক্তি বিনা এলমে কোর-আনের ব্যাখ্যা করে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখ স্থির করিয়া লয়।"

অন্য রেওয়াএতে আছে ;—

من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ ⊛

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের জ্ঞান মতে কোর-আনের তফছির করে, সে ব্যক্তি প্রকৃত তফছির করিলেও ভ্রম করিয়াছে।

এই হাদিছটীর মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি ছাহাবা, তাবেয়ি প্রভৃতি তফছিরের এমামগণের বিপরীত নিজ মনোক্তি মতে তফছির করে, সে ব্যক্তি ভ্রান্ত ও জাহান্নামী।

তফছিরে-এৎকান, ২।১৭৮ পৃষ্ঠা ;—

فان الصحابة والتابعين والائمة ان كان لهم فى الآية تفسير وجاء قوم فسروا الاية بقول آخر لاجل مذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين صار مشاركا للمعتزلة وغيرهم من اهل البدع في مثل هذا وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم الي ما يخالف ذلك كان مخطأ في ذلك بل مبتدعا لانهم اعلم بتفسيره ومعانيه كما انهم اعلم بالحق الذى بعث الله به رسوله ●

নিশ্চয় যদি কোন আয়ত সম্বন্ধে ছাহাবা, তাবেয়ি ও এমামগণের কোন তফছির থাকে এবং অন্য দল আসিয়া তাহাদের গৃহীত মতে প্রমাণ করা উদ্দেশ্যে উক্ত আয়তের অন্য প্রকার তফছির করে এবং উক্ত মতটী ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত না হয়, তবে সেইরূপ ব্যক্তি এতৎসম্বন্ধে মো'তাজেলা প্রভৃতি বেদয়াতি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হইবে। মূল কথা, যে ব্যক্তি ছাহাবা ও তাবেয়িগণের মত ও তফছির ত্যাগ করিয়া উহার বিপরীত মত ও তফছির অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি উহাতে ভ্রান্ত, বরং বেদয়াতি হইবে, কেননা নিশ্চয় উক্ত ছাহাবাগণ উক্ত কোরআনের তফছির ও মর্ম্ম সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন, যেরূপ নিশ্চয় তাঁহারা উক্ত সত্য সম্বন্ধে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন—যাহার সহিত আল্লাহ্ নিজের রাছুলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আকায়েদে-নাছাফিতে আছে ;—

النصوص على ظواهرها والعدول عنها الي معان يدعيها اهل الباطن الحاد ●

"আয়ত ও হাদিছগুলির স্পষ্ট মর্ম্মগুলি গ্রহনীয় হইবে, তৎসমুদয় ত্যাগ করতঃ বাতিনিয়া সম্প্রদায় যে মর্ম্মগুলির দাবি করিয়া থাকে, তৎসমস্ত গ্রহণ করা ধর্ম্ম দ্রোহিতা (কাফিরি) হইবে।"

মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব কোর-আন ও হাদিছের এরূপ বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা ছাহাবা তাবিয়ি ও এমামগণ গ্রহণ করেন নাই, উহার স্পষ্ট মর্ম্ম ত্যাগ করতঃ এইরূপ মনোক্তি মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহা কোর

প্রাচীন বিদ্বান্ সমর্থন করেন নাই। এমন কি তিনি হজরত নবি (ছাঃ) কর্ত্তৃক উল্লিখিত মর্ম্ম উপেক্ষা করিয়াছেন।

হজরত নবি (ছাঃ) দাজ্জালের যেরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, মির্জ্জা ছাহেব সম্পূর্ণ ভাবে উহার স্পষ্ট অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া এরূপ মনগড়া অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন ছাহাবা, তাবেয়ি ও এমাম সেইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই। হজরত নবি (ছাঃ) ইয়াজুজ ও মাজুজের যেরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, মির্জ্জা ছাহেব উহার স্পষ্ট অর্থ ত্যাগ করতঃ এরূপ বাতীল অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন যে, সত্য জামানার কিম্বা পরবর্ত্তী জামানার কোন বিদ্বান সেইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন নাই।

হজরত নবি (ছাঃ) দাব্বাতোল-আরজ ও পশ্চিম আকাশ হইতে সূর্য্য উদয় হওয়ার যেরূপ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, মির্জ্জা ছাহেব উহা ত্যাগ করতঃ এরূপ কল্পিত মত গ্রহণ করিয়াছেন যে, দুনইয়ার কোন এমাম, মোজতাহেদ, মোজাদ্দেদ এইরূপ মত প্রকাশ নাই।

তিনি নবুয়তের এরূপ কাল্পনিক বিভাগ করিয়াছেন, হজরত ইছা (আঃ) এর আছমান হইতে নাজেল হওয়ার এরূপ বাতীল ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দুনইয়ার কোন দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন আলেম এইরূপ মত ধারণ করেন নাই। দুনইয়ার সমস্ত ছাহাবা, তাবেয়ি, এমাম, মোজাদ্দেদ ও পীর অহির খাতেমুন হওয়ার মত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব নিজের নফছের প্ররোচনায় অহিকে অকাট্য সত্য বলিয়া কোরান ও হাদিছকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

দুনইয়ার এমাম মোজতাহেদ, মোজাদ্দেদ ও পীরগণের মতে শরিয়তের চারিটী দলীল কোর আন, হাদিছ এজমায়ে, মোজতাহেদীন ও ছহিহ কেয়াছ। আর এলহাম শরিয়তের দলীল নহে, উক্ত দলীল চতুষ্টয়ের বিপরীত এলহামগুলি শয়তানের অছওয়াছা, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব শয়তানি প্ররোচনাগুলির দ্বারা কোর-আন হাদিছ, এজমাকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন।

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইতেছে যে, মির্জ্জা ছাহেব শরিয়তের উচ্ছেদ সাধন করিয়া হিন্দুয়ানি ও খ্রীষ্টানি মতকে প্রবল ধারণা করিয়াছেন, শরিয়তের সংস্কার না করিয়া শরিয়তের মুণ্ডপাত করিয়াছেন, কাজেই তিনি কিছুতেই মোজাদ্দেদ ও সংস্কারক নামের যোগ্য হইতে পারেন না। বরং বাতীল মত-বলম্বীগনের শিরোভূষণ উপাধি পাওয়ার যোগ্য পাত্র।

মির্জা ছাহেব এজালায়-আওহামের ২৭৭ পৃষ্ঠায়, হামামাতোল-বোশরার ৮৭ পৃষ্ঠায় তওজিহে-মারামের ৪৭ পৃষ্ঠায় ও তবলিগের ৩১৬ পৃষ্ঠায় নিজের মোহাদ্দাছ (এলহাম প্রাপ্ত) হওয়ার দাবি করিয়াছেন।

মেশকাত ৫৫৬ পৃষ্ঠা ;—

لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر متفق عليه ◎

হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মতগণের মধ্যে এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ছিলেন, নিশ্চয় যদি আমার উম্মতের মধ্যে কেহ (এলহাম প্রাপ্ত) হয়, তবে তিনিই ওমার হইবেন।

উহার হাশিয়াতে লিখিত আছে ;—

قال التوربشتي وهو في الحقيقة من القي في روعه شئ من قبل الملأ الاعلى ◎

তুরপোশ্তি বলিয়াছেন, মোহাদ্দাছ প্রকৃত পক্ষে উক্ত ব্যক্তি হইবেন—যাহার অন্তরে ফেরেশতাগণের পক্ষ হইতে কোন কথা নিক্ষিপ্ত হয়।

এক্ষণে ইহাই বিচার্য্য বিষয় যে, এলহাম শরিয়তের দলীল হইতে পারে কি না ?

তাবাকাতে-কোবরার ১০৭ পৃষ্ঠায় ও মির্জা ছাহেবের জরুরাতোল-এমামের ২৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

একবার শয়তান হজরত বড় পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি (কোঃ)কে ধোকা দিয়াছিল, শয়তান আলোকময় আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিয়াছিল, তোমার এবাদত কবুল হইয়া গিয়াছে, শরিয়তের আহকাম তোমার উপর রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কতক হারাম বস্তু তোমার জন্য হালাল করা হইয়াছে এবং তোমার নামাজ মাফ করা হইয়াছে। ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন যে, এই লোকটী শয়তান, লাহাওলা-অলা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ পড়িয়া উহাকে বিতাড়িত করেন। আল্লামা ছৈয়দ মোহাম্মদ বেনে এছমাইল বলিয়াছেন, কাশফ ও এলহাম শরিয়তের আহকাম সম্বন্ধে দলীল হওয়ার যোগ্য নহে।

শায়খোল-ইছলাম এবনো-তায়মিয়া 'মেনহাজোল এ'তেদাল' কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

কাশ্‌ফ ও এলহাম দীন ও আহকাম সম্বন্ধে গ্রহণীয় ও কর্ত্তব্য নহে।

মির্জ্জা সাহেব হামামাতোল-বোশরার ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

وما انی لا اصدق الهاما من الهوا تفی الا بعد ان اعرضه على كتاب الله و اعلم انه كلما يخالف القرآن فهو كذب و الحاد و زندقة

"সাবধান! নিশ্চয় আমি আমার এলহামগুলির মধ্যে কোন এলহামকে সত্য বলিয়া স্বীকার করি না, যতক্ষণ না উহা আল্লাহতায়ালার কেতাবের উপর পেশ করি। আর আমি জানি যে, যে কোন এলহাম কোরানের বিপরীত হয়, উহা মিথ্যা, কাফেরি ও বড় কাফেরি।"

মাজালেছোল-আবরারে আছে ;—

"যে ব্যক্তি ইহা ধারণা করে যে, অন্তরে যে এলহামগুলি উদয় হয়, তদ্দ্বারা শরিয়তের কংওয়া দেওয়া যাইবে, সে ব্যক্তি কঠিন কাফেরদিগের অন্তর্গত হইবে।"

মির্জ্জা ছাহেব 'আইনায়-কামালাতে-ইসলামে'র ২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و من تفوه بكلمة ليس له اصل صحيح فی الشرع ملهما كان او مجتهدا فيه الشياطين متلاعبة ◎

"যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে যে, শরিয়তে উহার ছহিহ প্রমাণ নাই, সে ব্যক্তি এলহাম প্রাপ্ত অথবা মোজতাহেদ হইলেও শয়তানেরা তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে।"

তৎপরে তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

علماى اسلام صوفیاي كرام اور اولياي عظام كا اتفاق هے كه جو الهام و كشف رسول الله صلي الله عليه وسلم كے طريق كے برخلاف هو وه شيطاني القا هے ●

"ইসলামের আলেমগণ বড় বড় ছুফি ও মহা মহা অলির একমত হইয়াছে যে, যে এলহাম ও কাশ্‌ফ রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর তরিকের বিপরীত হয়, উহা শয়তানি মন্ত্রনা।"

মির্জা ছাহেব এজালায়-আওহামের ১৩৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اب کوئی ایسی وحی یا ایسا الہام منجانب اللہ نہیں ہو سکتا جو احکام فرقانی کی ترمیم یا تنسیخ یا کسی ایک حکم کی تبدیل یا تغییر کر سکتا ہو اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ ہمارے نزدیک جماعت مومنین سے خارج اور ملحد اور کافر ہے ۞

"এক্ষণে এরূপ কোন অহি কিম্বা এলহাম আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে হইতে পারে না, যাহা কোরানের আহকামকে সংস্কার কিম্বা মনছুখ করিতে অথবা কোন একটী হুকুমকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে, যদি কেহ এইরূপ খেয়াল করে, তবে আমাদের নিকট সে ব্যক্তি ইমানদারদিগের দল হইতে খারিজ, মোলহেদ এবং কাফের।"

পীর মহইউদ্দিন আরবি 'ফতুহাত' কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

তরিকতের পীর এইরূপ ধ্বংসজনক স্থান হইতে মুরিদকে রক্ষা করিতে পারেন। যদি কাহারও মোর্শেদ না থাকে, তবে শয়তানি কুমন্ত্রনা তাহাকে ধ্বংস করিয়া দিয়া থাকে। আমার পীরকে শয়তান কুমন্ত্রনা দিয়াছিল যে, তুমিই ইছা, কিন্তু তাহার পীর তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন।"

আহমদী মৌলবি মোহাম্মদ আলি ছাহেব নবুয়ত-ফিল-ইছলামের ৩৬।৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

غیر نبی کی وحی اگر اپنے نبی متبوع کی وحی متلو یعنی کتاب یا وحی خفی یعنی حدیث اور سنت کے خلاف ہوگی تو غیر نبی کی اس وحی کو ترک کرنا پڑیگا الخ ۞

"নবি ব্যতীত অন্য লোকের অহি (এলহাম) যদি নিজের মান্যিত নবির কোরানের কিম্বা হাদিছ ও ছুন্নতের বিপরীত হয়, তবে তাহার এই এলহামকে ত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে তিনি পীরান পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানি ছাহেবের উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন।

মূল কথা, কোন উম্মত যে কোন দরজায় উপস্থিত হইয়া থাকে, যেরূপ স্পষ্ট অকাট্য এলহাম পাইয়া থাকে, নিজের নবির অহির সহিত মিলাইয়া দেখা জরুরি, যদি কোন বিষয়ে উহা নিজের নবীর অহির বিপরীত দেখিতে পায়, তবে উহা রদ করিয়া দিবে এবং নিজের নবীর অহির পয়রবি করিবে।

মূল কথা, কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ যে কোন এলহাম হইবে, উহা শয়তানি ওছওয়াছা ও অগ্রাহ্য হইবে।

মির্জ্জা ছাহেবের শয়তানি এলহামের নমুনা ;—।

(১) "তিনি 'আল-বোশরা' কেতাবের প্রথম খণ্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় এই এলহামটী লিখিয়াছেন ;—

اسمع ولدی

"তুমি শুন, হে আমার পুত্র।"

এস্থলে নাকি তাহার খোদার পুত্র হওয়ার এলহাম হইয়াছে, কিন্তু কোরান পাক ইহা কোফর মূলক মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে, কাজেই ইহা শয়তানি এলহাম।

(২) তিনি বারাহিনে আহমদীয়ার ১।৫০৬ পৃষ্ঠার ও হকিকাতোল-অহির ৮২ পৃষ্ঠায় এই এলহামটী লিখিয়াছেন ;—

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

"এবং আমি তোমাকে জগদ্বাসীদিগের রহমত স্বরূপ পাঠাইয়াছি।"

কোরান শরিফে ইহা হজরত নবি (ছাঃ)এর সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, কাজেই মির্জ্জা ছাহেবের নিজের জন্য এই গৌরব লাভ করার চেষ্টা করা শয়তানি এলহাম নহে কি?

(৩) তিনি বারাহিনে-আহমদীয়ার ১।৫১৫ পৃষ্ঠায় এই এলহামটী লিখিয়াছেন ;—

انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من

ذنبك وما تاخر ◎

ইহা কোরান শরিফের ছুরা ফাৎহের প্রথম আয়ত, ইহা খাস নবি (ছাঃ)এর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। মির্জ্জা ছাহেব এই এলহামটী নিজের জন্য নাজেল হওয়ার দাবি করিয়াছেন, ইহা শয়তানি এলহাম নহে ত কি?

(৪) তিনি বারাহিনে-আহমদীয়ার ১।২৩৯।৪৯৮ পৃষ্ঠায় ও হকিকাতোল অহির ৭১ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত এলহামটী নিজের জন্য নাজেল হওয়ার দাবি করিয়াছেন ;—

هو الذى ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ۞

"তিনিই নিজের রাছুলকে হেদাএত ও দীনে হক সহ প্রেরণ করিয়াছেন, যেন উহা সমস্ত দীনের উপর প্রবল করেন।"

ইহা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, তাঁহাকে আল্লাহ সত্য দীন ইছলাম প্রদান করিয়াছিলেন। মির্জ্জা ছাহেবের উপর কি কোন দীন শরিয়ত নাজেল হইয়াছে? কাজেই ইহা মির্জ্জা ছাহেবের নির্জ্জলা শয়তানি এলহাম।

(৫) তিনি হকিকাতোল-অহির ৭৯ পৃষ্ঠায় ও বারাহিনে-আহমদীয়ার ১।২৩৯ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত এলহামটী নিজের জন্য নাজেল হওয়ার দাবী করিয়াছেন ;—

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ۞

"তুমি বল, যদি তোমরা আল্লাহতায়ালার সহিত মিত্রতা করিতে চাহ, তবে আমার তাবেদারি কর, আল্লাহ তোমাদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিবেন।"

ইহা কোরান শরিফের একটী আয়ত, ইহাতে হজরত নবি (ছাঃ)এর তাবেদারি করা ফরজ সাব্যস্ত হইয়াছে। মির্জ্জা ছাহেব হজরতের তাবেদারী বাদ দিয়া নিজের তা'বেদারি করা ফরজ হওয়ার দাবি করিলেন, এইহেতু হজরত (ছাঃ) দাজ্জাল, ইয়াজুজ মাজুজ, দাব্বাতোল-আরজ, মাহদী, মছিহ, খাতেমোন্নবিয়িন ইত্যাদির যে যেরূপ মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, মির্জ্জা ছাহেব উহা বাদ দিয়া ও পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের মনগড়া কল্পিত মতের তাবেদারি করা ফরজ বলিয়া দাবি করিতেছেন, কাজেই তাহার উক্ত এলহাম শয়তানি এলহাম।

(৬) তিনি বারাহিনে-আহমদীয়ার ১।২৩৮ পৃষ্ঠার ও হকিকাতোল-অহির ৭০ পৃষ্ঠায় এই এলহামটী লিখিয়াছেন ,—

ما رميت اذ رميت و لكن الله رمى ۞

ইহা নবি (ছাঃ)এর মো'জেজার কথা ও কোরান শরিফে বর্ণিত হইয়াছে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে, নবি (ছাঃ) হোনাএন যুদ্ধে একমুষ্টি কঙ্কর লইয়া শত্রুদের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার আদেশে প্রত্যেক কাফেরের চক্ষের মধ্যে উক্ত কঙ্কর প্রবেশ করিয়াছিল, ইহাতে তাহারা পলায়ন করে এবং পরাজিত হয়।"

উক্ত আয়তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে, আল্লাহ বলেন, যখন তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তুমি উহা নিক্ষেপ কর নাই, প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ উহা নিক্ষেপ করিয়াছেন। মির্জ্জা ছাহেব কোন যুদ্ধে যোগদান করেন নাই, কাহারও চক্ষে কঙ্কর নিক্ষেপ করেন নাই, তাঁহার দ্বারা এইরূপ কারামত প্রকাশিত হয় নাই, কাজেই তিনি যে ইহা এলহাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয় শয়তানি এলহাম।

(৭) তিনি হকিকাতোল-অহির ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قل انی امرت و انا اول المؤمنین ۞

"তুমি বল, নিশ্চয় আমি আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং আমি প্রথম ইমানদার।"

আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে আদেশ প্রাপ্ত হইলে, তিনি শরিয়ত প্রবর্ত্তক নবি হইবেন। আরবাইন ৪ নম্বর ৭ পৃষ্ঠায় তিনি শরিয়তধারি নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন। ইহা একেবারে বাতীল কথা। তিনি এই উম্মতের প্রথম ইমানদার হইলেন কিরূপে? তাঁহার পূর্ব্বে ছাহাবাগণের জামানা হইতে এপর্য্যন্ত কি সকলেই বেইমান ছিলেন? ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা শয়তানি এলহাম।

(৮) তিনি হকিকাতোল-অহির ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

جعلك المسیح بن مریم ۞

"খোদা তোমাকে মছিহ বেনে মরইয়াম স্থির করিয়াছেন।"

উহার হাশিয়াতে আছে, বারাহিনে-আহমদীয়াতে আছে, আল্লাহ আমাকে মরইয়াম বানাইয়াছিলেন, পরে আল্লাহ আমার মধ্যে আত্মা ফুৎকার করিলেন, আমার প্রসব বেদনা হইল, পরে ইছা পয়দা হইল।

পাঠক, একটা মনুষ্য মাতা (স্ত্রীলোক) হইল, আবার পুত্র সন্তান হইল, ইহা কি সত্য কথা হইতে পারে? ইহাকে যে ব্যক্তি সত্য এলহাম বলে,

তাঁহার মস্তিষ্কের বিকৃতি হওয়া অনিবার্য্য, এইরূপ শয়তানি এলহাম কি লেখার যোগ্য ?

(৯) হকিকাতোল-অহি, ৭২ পৃষ্ঠা ;—

انى مهين من اراد اهانتك ۞

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি তোমার অবমাননা করিবে, আমি তাহার অবমাননা করিব।"

মিষ্টার আথাম, মোহম্মদী বেগমের স্বামী, ডাক্তার আবদুল হাকিম, মোহম্মদ বখ্‌শ জা'ফর জটলি, মোহম্মদ হোছেন বাটালাবি, আবুল হোছেন তিব্বতি ও মাওলানা ছানাউল্লাহ পানিপাতি উক্ত মির্জ্জা ছাহেবকে বহু অবমাননা সূচক কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহাদের অবমাননা করেন নাই, তাঁহারা সম্মানের সহিত কালযাপন করিয়া গিয়াছেন বা করিতেছেন, ইহাতে উক্ত এলহামের অসারতা প্রকাশ হইল, কাজেই ইহা শয়তানি এলহাম নহে ত কি ?

(১০) আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

اريك زلزلة الساعة ۞

"আমি তোমাকে কেয়ামতের ভূমিকম্প দেখাইব।"

মির্জ্জা ছহেব মরিয়া গেলেন, কিন্তু কেয়ামতের ভূমিকম্প দেখিতে পাইলেন না, ইহা শয়তানি এলহাম নহে ত কি ?

(১১) উক্ত কেতাব, ৮০ পৃষ্ঠা ;—

قل جاءكم نور من الله ۞

"তুমি বল, তোমাদের নিকট আল্লাহতায়ালা হইতে নুর আসিয়াছে।"

কোরান শরিফে এই মর্ম্মে-হজরত নবি (ছাঃ). সম্বন্ধে এই আয়ত নাজেল হইয়াছে ;—

قد جاءكم من الله نور ۞

মির্জ্জা ছাহেব গড়িয়া পিটিয়া নিজের জন্য উহার নাজিল হওয়ার দাবি করিয়াছেন, ইহা শয়তানি এলহাম নহে কি ?

(১২) উক্ত কেতাবের ৮০ পৃষ্ঠা ;—

ام تسألهم من خرج فهم من مغرم مثقلون ۞

মির্জ্জা ছাহেবের এই এলহামের মর্ম্ম এই যে, তুমি মুরিদগণের নিকট নজরানা স্বরূপ চাঁদা লইওনা, নচেৎ তাঁহারা উহা ভারি বোঝা বিবেচনা করিবে।

ইহা যদি সত্য এলহাম হয়, তবে তিনি মুরিদগণের নিকট হইতে মছজেদ পাইখানা, মাদ্রাছা, বেহেশতী কবর স্থান, মিনারা, মেহমানদারি, কেতাব ছাপান, গৃহ, সভা, সংবাদ পত্রের জন্য এত টাকা চাদা লইয়াছিলেন কেন? যাহারা চাঁদা না দিত, তাহাদের নাম মুরিদী দফতর হইতে কাটিয়া দিতেন কেন?

ইহা কি সত্য এলহাম, না শয়তানি?

(১৩) উক্ত কেতাব ৮২ পৃষ্ঠা,—

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم ۞

"নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট বয়য়ত করিতেছে, সত্যই তাহারা খোদার নিকট বয়য়ত করিতেছে, আল্লাহতায়ালার (কুদরতের) হস্ত তাহাদের হস্তগুলির উপর।"

এই আয়তটী ছুরা ফাৎহের মধ্যে আছে, ইহা হজরতের শানে নাজেল হইয়াছিল, হোদায়বিয়াতে ছাহাবাগণ যখন হজরতের নিকট বয়য়ত করিয়াছিলেন, সেই সময় এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

মির্জ্জা ছাহেবের গড়িয়া পিটিয়া ইহা নিজের জন্য নাজিল হওয়ার দাবি করা শয়তানি এলহাম নহেত কি?

(১৪) উক্ত পৃষ্ঠা;—

و اصنع الفلك باعيننا و وحينا ۞

ইহা কোরআনের আয়ত, হজরত নূহ (আঃ) এর নৌকা প্রস্তুত করার কথা ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। মির্জ্জা ছাহেব কি কোন নৌকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন? গড়িয়া পিটিয়া ইহা নিজের জন্য নাজেল হওয়ার দাবি করা শয়তানি এলহাম নহে কি?

(১৫) হকিকাতোল, অহি, ৮৯ পৃষ্ঠা;—

آسمان سے کئی تخت اترے پر تیرا تخت سب سے اوپر

بچھایا گیا ۞

"আছমান হইতে কয়েকটী সিংহাসন অবতরণ করা হইয়াছে, কিন্তু তোমার সিংহাসন সকলের উপর বিছান হইয়াছে।"

ইহাতে মির্জ্জা ছাহেব সমস্ত নবির চেয়ে উন্নততম দরজার দাবি করিয়াছেন, ইহা যে শয়তানি এলহাম, ইহাতে কি আর সন্দেহ আছে।

(১৬) আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ط و الله متم نوره و لو كره الكافرون ۞

ইহা কোরআন শরিফের ছুরা ছাফ্‌ফের আয়ত, ইহা দীন ইছলাম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, অর্থ—"তাহারা আল্লাহতায়ালার (প্রদত্ত) নূরকে নিজেদের মুখের দ্বারা নির্ব্বাপিত করার ইচ্ছা করে, আর আল্লাহ নিজের (প্রদত্ত) নূরকে পূর্ণ করিবেন—যদিও কাফেরেরা না পছন্দ করে।"

মুজেহোল-কোরআনের ৫৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, এই নূরের অর্থ হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর দীন ও শরিয়ত, মির্জ্জা ছাহেব কি কোন শরিয়ত পাইয়াছিলেন, কখনই না। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহা শয়তানি এলহাম।

(১৭) আরও ২২ পৃষ্ঠা ;—

و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ۞

ইহা ছুরা এনশেরাহের আয়ত, হজরত নবি (ছাঃ)এর শানে নাজেল হইয়াছে। মির্জ্জা ছাহেব উহা নিজের সম্বন্ধে খাপ খাওয়াইতে চান, ইহা শয়তানি এলহাম নহেত কি?

(১৮) আরও ২৪ পৃষ্ঠা ;—

انى احافظ كل من فى الدار ۞

ইহার অনুবাদ এইরূপ করা হইয়াছে,—"আমি যে ব্যক্তি এই গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে থাকিবে, আমি তাহাকে বাঁচাইয়া লইব ও ইহাদের মধ্যে কেহ প্লেগ ও ভূমিকম্পে মরিবে না।"

আরও কিশতিয়ে নুহ, ১৪ পৃষ্ঠা ;—

ایک طاعون بھی نشان ہے پس جو شخص مجھے سے سچی بیعت کرتا ہے اور سچے دل سے میرا پیرو بنتا ہے اور میری اطاعت میں محو ہو کر اپنے تمام ارادوں کو چھوڑتا ہے وہی ہے جو ان آفتوں کے دنوں میں میری روح اسکی شفاعت کریگی ۞

"এই প্লেগ একটী নিদর্শন, যে ব্যক্তি আমার নিকট খাটি বয়য়ত করে, খাটী মনে আমার তাবেদার হইবে এবং আমার তাবেদারিতে বিমুগ্ধ হইয়া নিজের সমস্ত কামনা ত্যাগ করে, বিপদ সমূহের দিবস ঐ ব্যক্তির জন্য আমার আত্মা শাফায়াত করিবে।"

আরও দাফেয়োল-বালা, ১৪ পৃষ্ঠা ;—

"খোদা এই শাফায়াতকারীর সম্মান প্রকাশ করার জন্য এই কাদিয়ান পল্লীকে নিরাপদে রাখিয়াছেন।"

আরও ৫ পৃষ্ঠা ;—

"সর্ব্ব শক্তিমান খোদা কাদিয়ানকে প্লেগের ধ্বংস হইতে নিরাপদে রাখিবেন, যেন তোমরা বুঝিতে পার যে, কাদিয়ান এই জন্য নিরাপদে রাখা হইয়াছে যে, খোদার রাছুল ও প্রেরিত কাদিয়ানে ছিলেন।"

কিশ্‌তিয়ে-নূহ, ৭৬ পৃষ্ঠা ;—

"ঐ নেকবখ্‌ত মুক্তি পাইবে, যে আমার চারি প্রাচীরের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, আমি খোদার কছম করিয়া বলিতেছি যে, ইহা আমার পাক অহি। যেহেতু ভবিষ্যতে এই মহা আশঙ্কা আছে যে, প্লেগ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং আমার গৃহ যাহার কতক অংশে পুরুষ অতিথিরা থাকেন, আর অন্য অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকে, অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, আর আপনারা শুনিয়াছেন যে, যাহারা আমার গৃহের চারি প্রাচীরের মধ্যে থাকিবে— তাহারা নিরাপদে থাকিবে, এই রূপ খাস ওয়াদা হইয়াছে, মৃত গোলাম হায়দারের একটী ঘর আছে, উহাতে আমার কিছু অংশ আছে, এক্ষণে আমার শরিক রাজি হইয়াছেন যে, আমার অংশ ছাড়িয়া দিবেন, আর অবশিষ্টাংশ মূল্য লইয়া দিয়া দিবেন, আমার ধারণায় এই দালানটী আমার দালানের একাংশ হইতে পারে, দুই সহস্র টাকাতে প্রস্তুত হইতে পারে। যেহেতু আশঙ্কা হইয়াছে যে, প্লেগের সময় সন্নিকট, এই গৃহ খোদার অহির সুসংবাদ অনুযায়ী প্লেগের তুফানে নৌকার তুল্য,—এইহেতু প্রশস্ত করার আবশ্যক হইয়াছে।"

ডাক্তার আবদুল হাকিম জ্রেকরোল-হাকিমের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "কাদিয়ানে প্লেগ আরম্ভ হইয়া তাঁহার বড় বড় মুরিদ এন্তেকাল করেন, তন্মধ্যে বোরহানুদ্দিন ঝলমি, বদর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ আফজল তাঁহার পুত্র মৌলবি আবদুল করিম সিয়ালকুটী, মৌলবি মোহাম্মদ ইউছুফ ছওয়ারি, আবদুল্লাহ ছওয়ারির পুত্র, ডাক্তার বুড়িখান, কাজি জিয়াউদ্দিন, মোল্লা জামালদ্দিন ছৈয়দ ওয়ালা, কাজি জিয়াউদ্দিন, হাকিম ফজলে-এলাহি, উকিল মির্জা ফজলে বেগ, জিরা অধিবাসী মৌলবি মোঃ আলি, লুধিলাহ্নল অধিবাসী মৌলবি নুর আহমদ ও ভাঙ্গার হাফেজ ছাহেবান প্রভৃতি।

তিনি তফছিরোল-কোরানের ২১৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

এক কাদিয়ানে ২১৩ জন লোক প্লেগে এন্তেকাল করেন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, উহা শয়তানি এলহাম ছিল।

(১৯) হকিকাতোল-অহি, ১০২ পৃষ্ঠা ;—

انا اعطينك الكوثر ۞

"নিশ্চয় আমি তোমাকে কওছর প্রদান করিয়াছি।"

ইহা কোরানের আয়ত, হজরত নবি (ছাঃ)এর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, মির্জা ছাহেব কওছর লাভের দাবি করিয়াছেন, ইহা শয়তানি এলহাম নহে ত কি ?

(২০) উহার ৯৯ পৃষ্ঠা ;—

لولاك لما خلقت الافلاك ۞

"যদি আমি তোমাকে পয়দা না করিতাম, তবে আছমান সমূহ পয়দা করিতাম না।"

ইহা একটী জাল হাদিছ, কিন্তু এই মর্ম্মের হাদিছ আছে ;—

لولاك لما خلقت الجنة و النار ۞

"যদি আমি তোমাকে পয়দা না করিতাম, তবে বেহেশত ও দোজখ পয়দা করিতাম না।"

তিনি হজরতের বিশিষ্ট বিষয়কে নিজের জন্য দাবি করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা শয়তানি এলহাম নহে ত কি ?

(২১) আরও ১০২ পৃষ্ঠা ;—

اراد الله ان يبعثك مقاما محمودا ۞

আল্লাহতায়ালা ইচ্ছা করিয়াছেন যে, তোমাকে মকামোম-মাহমুদে প্রেরণ করিবেন।"

বোখারি ও মোছলেমের হাদিছে আছে ;—

هذا المقام المحمود الذي وعده لنبيكم *

ইহাতে বুঝা যায় যে, বিশিষ্ট শাফায়াতের স্থানকে মাকাম-মাহমুদ বলা হয়, ইহা খাস হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর বিশিষ্ট স্থান।

মির্জা ছাহেব উহা নিজের জন্য দাবি করিয়াছেন, ইহা শয়তানি এলহাম নহে ত কি ?

(২২) আরও ১০৫ পৃষ্ঠা ;—

انما امرك اذا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون ⊙

"ইহা ব্যতীত তোমার কার্য্য আর কিছুই নহে যে, যখন তুমি কোন বিষয়ের ইচ্ছা কর, তখন তুমি বল, হইয়া যাও, ইহাতে উহা হইয়া যাইবে।"

ইহা খাস খোদার কার্য্য, ছুরা ইয়াছিনে আছে ;—

انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ⊙

"ইহা ব্যতীত তাঁহার কার্য্য নহে যে, যখন তিনি কোন বিষয়ের ইচ্ছা করেন, তখন তিনি বলেন, হইয়া যাও, অমনি সেই বিষয় হইয়া যায়।"

মির্জা ছাহেব এস্থলে খোদাই কোদরতের দাবি করিয়াছেন, ইহা কোফর ও শেরক কিনা ? যদি তাঁহার এই দাবি সত্য হইত, তবে তিনি ডাক্তার আবদুল হাকিম, মাওলানা ছানাউল্লা, মাহাদী বেগমের স্বামী প্রভৃতিকে এক হুকুমে মারিয়া ফেলিলেন না কেন ?

ইহাতে বুঝা যায়, ইহা শয়তানি এলহাম।

(২৩) উক্ত কেতাব, ১০৭ পৃষ্ঠা ;—

و اتانى ما لم يؤت احد من العلمين ⊙

"তিনি আমাকে এরূপ দরজা দিয়াছেন যাহা জগদ্বাসীদিগের মধ্যে কাহাকেও প্রদান করা হয় নাই।"

ইহাতে তিনি সমস্ত নবী অপেক্ষা উন্নততম দরজা পাওয়ার দাবি করিয়াছেন, ইহা শয়তানি এলহাম নহেত কি ?

(২৪) আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

يس انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم ◎

"ইয়াছিন, নিশ্চয় তুমি খোদার রাছুলগণের অন্তর্গত, সত্যপথের উপর আছ, পরাক্রান্ত দয়াশীলের নাজেল করা বিষয়।"

ইহা কোরানে হজরত নবি (ছাঃ)এর সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল। মির্জ্জা ছাহেব উহা নিজের উপর এলহাম হওয়ার দাবি করিয়াছেন, ইহা শয়তানি এলহাম নহে ত কি?

(২৫) বোশরা, ২।৫৬ পৃষ্ঠা ;—

يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا ◎

"হে লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের পক্ষে আল্লাহতায়ালার রাছুল।

ইহা হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর শানে কথিত হইয়াছে, কাজেই ইহা মির্জ্জা ছাহেবের শয়তানি এলহাম।

এইরূপ মির্জ্জা ছাহেবের অনেক এলহাম কোরান ও হাদিছের বিপরীত, কাজেই তৎসমুদয় নিশ্চয়ই শয়তানি এলহাম হইবে।

মির্জ্জা ছাহেবের এলহাম যে শয়তানি এলহাম, ইহা তাহার নিম্নোক্ত এলহাম হইতে প্রমাণিত হইতেছে, 'আলবোশরা' কেতাবের ২।১৯ পৃষ্ঠায় ও 'হকিকাতোল-অহি' কেতাবের ১০৫।১০৬ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত এলহাম হইতে প্রমাণিত হয়, উহা এই—

قل لو كان من عند غير الله لوجدتم فيه اختلافا كثيرا ◎

"তুমি বল, যদি উহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য হইতে হইত, তবে তোমরা উহাতে বহু মতভেদ দেখিতে পাইতে।"

(১) তিনি এজালায়-আওহামের ২৪৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ছওয়াল—আপনি ফৎহে-ইছলামের কেতাবে নবুয়তের দাবি করিয়াছেন?
জওয়াব—নবুয়তের দাবি নহে, বরং মোহাদ্দেছ (এলহাম প্রাপ্ত) হওয়ার দাবি—যাহা খোদা খোদাতায়ালার হুকুমে করা হইয়াছে।

হামামাতোল-বোশরার ৯৬ পৃষ্ঠা ;—

و ما قلت للناس الا ما كتبت في كتبي من انني محدث و يكلمني الله كما يكلم المحدثين و ما كان لي ان ادعي النبوة و اخرج من الاسلام . الحق بقوم كافرين ◎

"আমি আমার কেতাব সমূহে যাহা লিখিয়াছি তাহাই লোকদিগকে বলিয়াছি যে, নিশ্চয় আমি মোহাদ্দেছ, আল্লাহ আমার সহিত কথা বলেন, যেরূপ এলহাম প্রাপ্ত লোকদিগের সহিত কথা বলেন, আমার পক্ষে ইহা উচিত হয় না যে, আমি নবুয়তের দাবি করিয়া ইছলাম হইতে খারিজ হইয়া যাই এবং কাফের সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া যাই।"

ইহার বিপরীতে হকিকতোননবুয়তের ২৬৮ পৃষ্ঠায় মির্জা ছাহেবের একটী এশ্‌তেহার উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

اگر خدا تعالی سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو پھر بتلاؤ کہ کس نام سے اسکو پکارا جاوے - اگر کہو کہ اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی لغت کی کسی کتاب میں اظہار غیب نہیں ◎

"যদি খোদার পক্ষ হইতে গুপ্ত সংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তি নবি নামে অভিহিত না হয়, তবে বল, তাহাকে কোন্ নামে ডাকা যাইবে? যদি তুমি বল যে, তাহার নাম মোহাদ্দাছ রাখা চাই, তবে আমি বলি, 'তাহদিছের' অর্থ কোন অভিধানে গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করা বলিয়া লিখিত নাই।"

মির্জা ছাহেব, একবার বলেন, আমি এলহাম প্রাপ্ত, আমি নবি নহি। আর একবার বলেন, আমি নবি, আমি এলহাম প্রাপ্ত নহি, যদি তাঁহার এলহাম খোদা কর্ত্তৃক হইত, তবে উহা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন হইত না, কাজেই ইহা শয়তানি এলহাম, প্রকৃত পক্ষে তিনি নবি ও এলহাম প্রাপ্ত কিছুই নহেন।

(২) তিনি তিরয়াকোল-কুলুবের ৩২৫।৩২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

শরিয়ত প্রবর্ত্তক নবিকে এনকার করিলে, কাফের হইতে হয়, কিন্তু এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তিকে এনকার করিলে, কাফের হয় না, তিনি আল্লাহ-

তায়ালার দরবারে যত বড় উচ্চ দরজা ও কথোপকথন করার সম্মান লাভ করিয়া থাকুন না কেন।"

তিনি এজালায়-আওহামের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"মছিহ নাজেল হওয়ার আকিদা এমন কোন আকিদা নহে—যাহা আমাদের ইমানের অংশ কিম্বা দীনের কোন রোকন হইতে পারে, বরং শত শত ভবিষ্যবাণীর মধ্যে একটী ভবিষ্যদ্বাণী প্রকৃত ইছলামের সহিত যাহার কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই।"

ইহার বিপরীতে তিনি হকিকাতোল-অহির ১৬৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, যে ব্যক্তির নিকট আমার দাওয়াত উপস্থিত হইয়াছে এবং যে আমাকে কবুল না করে, সে মুছলমান নহে।

যে ব্যক্তি আমাকে না মানে, সে খোদা ও রাছুলকে মানে না।

আরও উহার ১৭৯ পৃষ্ঠা ;—

"যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মছিহকে না মানে এবং দলীল প্রমাণ পূর্ণ করার পরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলে, সে ব্যক্তি খোদা ও রাছুলের মোনকের —কাফের।"

(৩) তিনি এজালায়-আওহামের ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;

সত্য কথা এই যে, মছিহ নিজের মাতৃভূমি গলিলে উপস্থিত হইয়া এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

আরও তিনি সংবচনের ১৬৪ পৃষ্ঠায় ৬ নম্বর হাশিয়াতে লিখিয়াছেন ;—

ھاں بلاد شام میں حضرت عیسی کی قبر کی پرستش ہوتی ہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بسال اس قبر پر جمع ہوتے ہیں ⊙

হাঁ, শামদেশে হজরত ইছা (আঃ)এর গোরের পূজা হইতেছে এবং নির্দ্দিষ্ট তারিখ গুলিতে সন সন সহস্র সহস্র খৃষ্টান সেই গোরের নিকট সমবেত হইয়া থাকেন।"

আরও তিনি রাজে-হকিকতের ৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

হজরত মছিহ (আঃ) ক্রুশের ঘটনা হইতে মুক্তি পাইয়া নিশ্চয় হিন্দুস্তানে যাত্রা করিয়াছিলেন, নেপাল হইয়া শেষে তিব্বত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছিলেন, অবশেষে কাশ্মীরে কিছু কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, শেষে ১২০ বৎসর

বয়সে শ্রীনগরে এন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং খানইয়ার নামক পল্লীতে মদফুন হইয়াছিলেন।

আরও তিনি এতমামোল-হোজ্জাতের ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"হজরত ইছার কবর বয়তোল-মোকাদ্দছে হইয়াছিল, এখনও তথায় উহা বর্ত্তমান আছে। ইহাতে বুঝা গেল হজরত ইছা (আঃ)এর গোর সম্বন্ধে চারি প্রকার মত।

(৪) এইরূপ তিনি গুরু নানক ছাহেবের লম্বা পিরহান সম্বন্ধে তিন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি সৎবচনের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

তিনি উহা গায়েব হইতে পাইয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার কুদরতে উহাতে কোরান শরিফ লিখিত হইয়াছিল।

আবার তিনি নজুল মছিহ কেতাবের ২০৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—বাবা নানকের মুছলমান মুর্শিদ তাঁহাকে এই লম্বা পিরাহান দিয়াছিলেন।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

তিনি নিজে উহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

(৫) আরও তিনি হজরত ইছা (আঃ)এর নাজেল হওয়া সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছেন ;—

তিনি বারাহিনে-আহমদীয়ার ৪৯৮।৪৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"তিনি নিজের রাছুলকে হেদাএত ও সত্য দীনের সহিত এইহেতু প্রেরণ করিয়াছিলেন যে, তিনি উহাকে সমস্ত দীনের উপর পরাক্রান্ত করিয়াছিলেন।"

"এই আয়ত বাহ্যিক ও রাজনৈতিক ভাবে হজরত মছিহ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ। দীন ইছলামের যে পূর্ণ পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, উক্ত পরাক্রম মছিহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে। আর যখন হজরত মছিহ (আঃ) দ্বিতীয়বার এই দুনইয়াতে আগমণ করিবেন, তখন তাঁহার হস্তে সমস্ত অঞ্চলে দীন ইছলাম বিস্তৃত হইয়া পড়িবে।"

আরও উক্ত কেতাব, ৫০৫ পৃষ্ঠা ;—

"হজরত মছিহ (আঃ) অতিশয় পরাক্রমের সহিত দুনইয়াতে নাজিল হইবেন, সমস্ত পথকে কণ্টক ও আবর্জ্জনা হইতে পরিষ্কার করিবেন, অহিত ও অন্যায় কার্য্যের চিহ্ন মাত্র থাকিবে না এবং আল্লাহতায়ালার পরাক্রম-কোপের তাজ্জালী দ্বারা ভ্রান্তির বীজকে ধ্বংস করিয়া দিবেন।"

আরও তিনি এজালায়-আওহামের ১৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আমার পক্ষ হইতে এই দাবী নহে যে, আমার উপর মছিহিএত শেষ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে কোন মছিহ আসিবে না, বরং আমি ইহা মান্য করিয়া থাকি এবং বারাম্বার বলিয়া থাকি যে, এক কেন দশ সহস্রের অধিক মছিহ আসিতে পারে। আর ইহাও সম্ভব যে, তিনি বাহ্য পরাক্রম ও বিক্রমের সহিত আসিতে পারেন এবং ইহাও হইতে পারে যে, তিনি প্রথমে দেমাশকে নাজিল হইবেন।"

আরও উক্ত কেতাব, ১৪৯।১৫০ পৃষ্ঠা ;—

"আমি কেবল মছিহর তুল্য হওয়ার দাবী করিয়াছি, আমার ইহাও দাবী নহে যে, মছিহর তুল্য হওয়া কেবল আমার উপর শেষ হইয়াছে, বরং আমার নিকট ইহাও সম্ভব যে, ভবিষ্যতে আমার তুল্য দশ সহস্র মছিহর তুল্য আগমণ করিবেন। ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব যে, কোন সময় এরূপ কোন মছিহ আগমণ করেন—যাহার উপর হাদিছ সমূহের স্পষ্ট শব্দগুলি খাপ খাইতে পারে। কেননা এই অক্ষম এই দুনিয়ার হুকুমত ও বাদশাহির সহিত আগমণ করেন নাই, ফকিরি ও দরিদ্রতার পরিচ্ছদে আগমণ করিয়াছেন। ইহাও সম্ভব যে, কোন সময় আলেমগণের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায়—অর্থাৎ হাদিছগুলির স্পষ্ট শব্দ সমূহের অনুপাতে বাদশাহ ও শাসন কর্ত্তা মছিহ আগমণ করেন।"

আরও উহার ১৪৬ পৃষ্ঠা ;—

"আমি কখনও এরূপ দাবি করি নাই যে, আমিই মছিহ বেনে মরয়েম, যে ব্যক্তি এই দোষ আমার উপর আরোপ করে, সে স্পষ্ট অপবাদ কারী ও মিথ্যাবাদী, বরং আমার পক্ষ হইতে সাত আট বৎসর হইতে অনবরত ইহা প্রচারিত হইতেছে যে, আমি ইছা (আঃ)এর তুল্য হইতেছি।"

তিনি এজালে-আওহামের ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আল্লাহ তোমাকে মছিহ বেনে মরয়েম করিয়াছেন।"

আরও তিনি হকিকাতোল-অহির ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, আমি প্রতিশ্রুত মছিহ।

মির্জা ছাহেবের এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কথা কি এলহাম হইতে পারে ?

(৬) তিনি ফৎহে ইছলামের ৭ পৃষ্ঠায় প্রত্যেক সত্য গোপনকারী ছুলইয়াদারকে দাজ্জাল বলিয়াছেন।

তিনি এজালায়-আওহামের ১৩৪ পৃষ্ঠায় উন্নত জাতিগুলিকে দাজ্জাল বলিয়াছেন।

তিনি উহার ২৮০ পৃষ্ঠায় পাদরিদিগকে দাজ্জাল বলিয়াছেন।

তিনি উহার ১৬৫ পৃষ্ঠায় এবনো-ছাইয়াদকে দাজ্জাল বলিয়াছেন।

এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত কি খোদায়ি এলহাম হইতে পারে? কখনই না, ইহা তাঁহার নফছের কল্পনা।

(৭) তিনি এজালাতোল-আওহামের ২৮৬ পৃষ্ঠায় ফিলোছফি জ্ঞাতা আধুনিক তত্ত্ববিদ্‌গণকে দাব্বাতোল আরজ বলিয়াছেন।

আরও উহার ২৮৯ পৃষ্ঠায় ওয়াএজ (উপদেষ্টা) আলেমদিগকে দাব্বাতোল-আরজ বলিয়াছেন।

নজুলোল-মছিহের ৩৯ পৃষ্ঠায় প্লেগের কীটকে দাব্বাতোল-আরজ বলিয়াছেন। হামামাতোল-বোশরার ১০৫ পৃষ্ঠায় মন্দ আলেমদিগকে দাব্বাতোল-আরজ বলিয়াছেন।

মির্জা ছাহেবের কোরআন হাদিছের বিরুদ্ধে এই সমস্তই নফছের কল্পনা, বরং শয়তানি এলহাম, ইহা খোদায়ি এলহাম হইতে পারে না।

(৮) তিনি হামামাতোল-বোশরার ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"হজরত নবি (ছাঃ) সশরীরে আছমানে গিয়াছিলেন।"

আবার এজালাতোল-আওহামের ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তিনি কাশ্‌ফের দ্বারা মে'রাজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

(৯) এজালাতোল-আওহামের ২৬৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, মাহদীর আগমণের হাদিছ ছহিহ নহে। এইরূপ হাকিকাতোল-মাহদীর ২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন।

আবার নজুলোল-মছিহ কেতাবের ৭ পৃষ্ঠায় মাহদীর হাদিছ ছহিহ বলিয়া দাবি করিয়াছেন।

(১০) তিনি মাওয়াহেবোর-রহমানের ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত ইছা বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন।

আবার এজালাতোল-আওহামের ১৯৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, হজরত ইছার পিতা ইউছফ।

—৪

(১১) তিনি চশমায়-মছিহির ১২।১৩ পৃষ্ঠায় ও সৎবচনের ৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, খৃষ্টানদিগের ইঞ্জিল বা ইতিহাসগুলি অমূলক কথা। আবার তিনি এজালাতোল-আওহামের ১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, বাইবেলে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই।

এইরূপ তিনি ভিন্ন ভিন্ন অনেক কল্পিত মত প্রকাশ করিয়াছেন, এই সমস্ত কি এলহাম হইতে পারে ?

এক্ষণে মির্জ্জা ছাহেবের কতকগুলি দোওয়া মরদুদ হওয়ার প্রমাণ শুনুন :—

তিনি আলবোশরার ৪৮ পৃষ্ঠায় ও হকিকাতোল-অহির ২৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اجيب كل دعائك الا فى شركائك ◎

"আমি তোমার শরিকগণের সম্বন্ধে ব্যতীত তোমার সমস্ত দোয়া কবুল করিব।"

আরও হকিকাতোল-অহি, ৯৯ পৃষ্ঠা ;—

ادعونى استجب لكم ◎

"তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের জন্য দোয়া কবুল করিব।"

আল-বোশরা ১।৪৯ পৃষ্ঠা ;—

بحسن قبول دعا بنگر که چه زود دعا قبول میکنم ◎

"তুমি ভালরূপে দোয়া কবুল হওয়ার দিকে লক্ষ্য কর যে, কত সত্বর আমি উহা কবুল করিয়া থাকি।"

(১) মির্জ্জা ছাহেব মৌলবি ছানাউল্লাহ ছাহেবের সম্বন্ধে দোয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা কবুল হইয়াছিল না।

(২) মৌলবি আবদুল করিম সিয়ালকুটি মির্জ্জা ছাহেবের পরম ভক্ত ছিলেন, তিনি বিস্ফোটক (কারবাঙ্কল) রোগে আক্রান্ত হইলে, মির্জ্জা ছাহেব তাঁহার সুস্থতার জন্য বিস্তর দোওয়া করেন, কিন্তু উহা কবুল হয় নাই, অবশেষে তিনি উক্ত রোগে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

(৩) মির্জ্জা ছাহেব জমিমায়-আঞ্জামে-আথামের ৪১।৪৪ পৃষ্ঠায় ৩১৩ জন ভক্ত মুরিদের নাম উল্লেখ করিয়া দোয়া করিয়াছিলেন যে, খোদা, তুমি

ইহাদিগকে নিজের সন্তোষের পথে রাখ, কিন্তু তাঁহার এই দোওয়া কবুল হয় নাই, কারণ তাহাদের মধ্য হইতে ডাক্তার আবদুল হাকিম খাঁ ছাহেব খারিজ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদীতে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, আর খাজা কামালদ্দিন, মিষ্টার মোহম্মদ আলি, মৌলবি মোহম্মদ আহছান ও মৌলবি আবদুল্লাহ খাঁ প্রভৃতি লাহোরী পার্টি মির্জা ছাহেবের রেছালাতের মোনকের হইয়া গিয়াছেন।

(৪) মির্জা ছাহেব ছৈয়দ আমির শাহ রেছালাদার মেজার ছাহেবের নিকট হইতে অগ্রিম ৫০০৲ টাকা লইয়া তাহার পুত্র হওয়ার জন্য দোয়া করিয়াছিলেন, কিন্তু মির্জা ছাহেবের নির্দ্ধারিত মিয়াদ ১৮৮৯ সালের ১৫ই আগষ্ট গত হইয়া গেল, তবুও তাহার পুত্র হইল না, আছায়-মুছা, ৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৫) মির্জা ছাহেব ১৮৯৭ সালের ২০শে জুন তারিখে একটী সভায় করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুছলমান হওয়ার দোয়া করিয়াছিলেন, রোএদাদ জশনে-জুবিলি, ৬পৃষ্ঠা ও তোহফায়-কয়ছরিয়া, ৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মির্জা ছাহেবের এই দোয়া কবুল হয় নাই।

(৬) হকিকাতোল-অহি, ৭৭।৭৮ পৃষ্ঠা :—

وہ سلامتی کے شہزادے کہلائے هیں فرشتوں کی کھنچی ہوئی
تلوار تیرے آگے ہے پر تونے وقت کو نہ پہچانا نہ دیکھا نہ جانا -
برہمن اوتار سے مقابلہ کرنا اچھا نہیں رب فرق بین صادق و کاذب -
رب کل شیئ خادمك رب ماحفظنی و انصرنی و ارحمنی - خدا
قائل تو بادو مرا از شر تو محفوظ دارد ©

"তিনি শান্তির বাদশাহজাদা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, ফেরেশতা-দিগের নিষ্কোষিত তরবারী তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু তুমি সময় চিনিলে না, দেখিলে না এবং জানিলে না। ব্রাহ্মণ অবতারের সহিত প্রতি-যোগিতা করা ভাল নহে। হে আমার প্রতিপালক, তুমি সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে প্রভেদ করিয়া দেখাও। হে আমার প্রতিপালক, প্রত্যেক বস্তু তোমার সেবক, হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার রক্ষণাবেক্ষণ কর, আমার সহায়তা কর এবং আমার উপর দয়া কর। খোদা তোমার

হত্যাকারী হউন এবং আমাকে তোমার ক্ষতি হইতে রক্ষা করুন।" ডাক্তার আবদুল হাকিম খাঁ ছাহেবের সম্বন্ধে মির্জ্জা ছাহেবের এই এলহাম একেবারে মিথ্যা হইয়া গেল এবং তাঁহার এত করুণ ক্রন্দনের দোয়া অরণ্যে রোদনের ন্যায় বৃথা হইল।

(৭) মির্জ্জা ছাহেবের পুত্র মোবারক আহমদ কঠিন পীড়িত হইয়াছিলেন, তিনি তাহার আরোগ্যের জন্য বহু দোয়া করেন, অবশেষে তাঁহার উপর এই এলহাম হয় ;—

قبول ہو گئی - نو دن کا بخار ٹوٹ گیا (ٹوٹ) دوبارہ صاجزادہ مبارک احمد جوکہ بخار سے علیل تھا - حسب وعدہ الہی دسویں روز راضی و تندرست ہو گیا - بدر

"দোয়া কবুল হইয়া গেল, নয় দিবসে জ্বর আরোগ্য হইল।" (নোট) ইহা মির্জ্জা ছাহেবের পুত্র মোবারক আহমদ ছাহেবের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, সে জ্বরাক্রান্ত ছিল, খোদার ওয়াদা অনুযায়ী দশম দিবসে আনন্দিত ও সুস্থ হইয়া গেল। (বদর), বোশরা, ২।১৩৩ পৃষ্ঠা। কিন্তু ইংরাজি ১৯০৭ সালের ১ম অক্টোবরের মেগাজিনে প্রকাশিত হইয়াছিল ;—

میاں مبارک احمد کا ۱۶ ستمبر ۱۹۰۷ع کو انتقال ہو گیا

"মিয়া মোবারক আহমদ ইংরাজি ১৯০৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর এন্তেকাল হইয়া গিয়াছে।"

মির্জ্জা ছাহেবের এই দোয়া মরদুদ হইল এবং এলহাম বাতীল সাব্যস্ত হইল।

উপরোক্ত প্রমাণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মির্জ্জা ছাহেবের দোয়া কবুল হওয়ার এলহাম খোদায়ি এলহাম নহে, উহা তাঁহার নফছের প্ররোচনা।

(৮) মির্জ্জা ছাহেব মৌলবি ছানাউল্লাহ ছাহেবকে মারিয়া ফেলিবার জন্য এই দোওয়া করিয়াছিলেন,—"হে খোদা, আমার ও ছানাউল্লাহর মধ্যে সত্য মীমাংসা করিয়া দাও, যে ব্যক্তি তোমার দৃষ্টিতে ফাছাদি ও মিথ্যাবাদী হয়, তাহাকে সত্যবাদীর সাক্ষাতে দুনইয়া হইতে উঠাইয়া লও।"

কিন্তু ফল এই হইল যে, মির্জ্জা ছাহেব উক্ত মৌলবি ছাহেবের সাক্ষাতে মরিয়া গেলেন। যদি তাহার দোয়া কবুল হইত, তবে মৌলবি ছানাউল্লাহ ছাহেব তৎক্ষণাৎ মরিয়া যাইতেন।

(৯) মির্জা ছাহেব ইংরাজি ১৮৯৮ সালের ২১শে নবেম্বর বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন ;—

میں عاجزی سے دعا کرتا ہوں کہ ان ۱۳ مہینوں میں شیخ محمد حسین جعفر زٹلی اور تبتی مذکور کو ذلت کے مارے دنیا میں رسوا کر ◎

"আমি বিনয় সহকারে দোয়া করিতেছি যে, এই ১৩ মাসের মধ্যে শেখ মোহম্মদ হোছাএন, জা'ফর জাটালি ও উক্ত তিব্বতিকে দুনইয়াতে অপমানের আঘাতে লাঞ্ছিত কর।"

কিন্তু তের মাসের মধ্যে তাঁহাদের কিছুই হইয়াছিল না, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এস্থলে তাঁহার দোয়া কবুল হয় নাই।

যদি উহা মকবুল হইত, তবে উক্ত তিন জন লোক লাঞ্ছিত হইয়া যাইতেন।

মির্জা ছাহেবের কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচয় শুনন।

(১) মির্জা ছাহেব ইংরাজি ১৯০৬ সালের ২৪শে মে-তারিখে 'বদর' পত্রিকায় প্রচার করিয়াছিলেন ;—

ترد الیک انوار الشباب - سیاتی علیک زمن الشباب ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بشفاء من مثله - رد الیہا روحہا و ریحانہا ◎

"তোমার দিকে যৌবনের জ্যোতিঃ সমূহ (শক্তি সমূহ) ফেরত দেওয়া হইবে। অচিরে তোমার উপর যৌবন কাল (ফিরিয়া) আসিবে। যদি তোমরা আমি যাহা আমার বান্দার উপর নাজেল করিয়াছি, উহাতে সন্দেহ কর, তবে উহার তুল্য আরোগ্য আনয়ন কর। তোমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য ও রূপ লাবণ্য ফেরত দেওয়া হইবে।"

মির্জা ছাহেব কিম্বা তাঁহার স্ত্রী যৌবন ও স্বাস্থ্য ফেরত পান নাই বরং তাঁহার বিবি দুই বৎসরের পরে এন্তেকাল করেন। কাজেই উহা রহমানি এলহাম না শয়তানি এলহাম ?

(২) হকিকাতোল-অহি, ৯৬ পৃষ্ঠা ;—

اطال اللہ بقائک اسی یا اسپر پانچ چار زیادہ یا پانچ چار کم -

"খোদা তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিবেন, ৮০ কিম্বা তদপেক্ষ চারি পাঁচ বৎসর বেশী কিম্বা কম হইবে।

* নম্বর আরবাইন, ১০ পৃষ্ঠা ;—

خدا نے مجھے وعدہ دیا کہ میں اسی برس یا دو تین برس کم یا زیادہ تیری عمر کرونگا *

"খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, আমি তোমার বয়স ৮০ কিম্বা দুই তিন বৎসর কম কিম্বা বেশী করিব।"

জমিমায়-বারাহিনে-আহমদিয়া, ৫।৯৭ পৃষ্ঠা ;—

خدا تعالی نے مجھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمر اسی برس کی ہوگی اور یا یہ کہ پانچ چھہ سال زیادہ یا پانچ چھہ سال کم *

"খোদাতায়ালা আমাকে স্পষ্ট শব্দগুলিতে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, তোমার বয়স ৮০ বৎসর হইবে, কিম্বা পাঁচ ছয় বৎসর কম কিম্বা বেশী হইবে। তিনি 'তাবছেরা' নামক বিজ্ঞাপনে এলহাম প্রচার করিয়াছিলেন ;—

میں تیری عمر کو بڑھا دونگا اور تیری موت کی پیشگوئی کرنے والوں کو جھوٹا کرونگا

"আমি তোমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিব এবং তোমার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বক্তাগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করিব।"

হাকাম পত্রিকা, ইংরাজি ১৯০৩ সাল, ২৪শে ডিসেম্বর, "আমি এক দিবস কাশফ অবস্থায় এক বোজর্গ ছাহেবের কবরে দোয়া করিতেছিলাম, উক্ত বোজর্গ প্রত্যেক দোয়াতে আমিন বলিতেছিলেন। এমন সময় মনে উদয় হইল যে, নিজের আয়ু বৃদ্ধি করিয়া লই। তখন আমি দোয়া করিলাম যে, আমার আয়ু আরও ১৫ বৎসর বৃদ্ধি হইয়া যাউক। ইহাতে তিনি আমিন বলিলেন না। তখন আমি তাঁহার সহিত বহুক্ষণ হাতাহাতি যুদ্ধ করিলাম। ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি আমিন বলিব। তখন আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দোয়া করিতে লাগিলাম যে, আমার আয়ু আরও ১৫ বৎসর বৃদ্ধি হউক। তখন তিনি আমিন বলিলেন, একণে আমার আয়ু ৯৫ বৎসর হইল।"

এজালাতোল-আওহামে আছে :—

মৌলবি মারদান আলি হয়দরাবাদী মির্জ্জা ছাহেবকে এক পত্রে লিখিয়া জানান যে, আমি আমার আয়ুর ৫ বৎসর কর্ত্তন করিয়া মির্জ্জা ছাহেবকে দিতেছি, মির্জ্জা ছাহেব উহা কবুল করিয়া লউন।

ইহাতে বুঝা যায় যে, মির্জ্জা ছাহেবের আয়ু ১০০ বৎসর হওয়া উচিত, কিন্তু তিনি ৬৫ বৎসর কয়েক মাস বয়সে মরিয়া যান। পাঠক, এক্ষণে প্রমাণিত হইল যে মির্জ্জা ছাহেবের আয়ু সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী (এলহাম) গুলি বাতীল।

যদি উহা প্রকৃত এলহাম হইত, তবে এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইবে কেন? মির্জ্জা ছাহেবের এলহামকারী কি ভবিষ্যৎ ঘটনা অবগত নহেন?

(৩) মির্জ্জা ছাহেব ইংরাজি ১৯০৬ সালের মেগাজিনে প্রচার করিয়াছেন।

ہم مکہ میں مرینگے یا مدینہ میں

"আমি মক্কা শরিফে কিম্বা মদিনা শরিফে মরিব।

মির্জ্জা ছাহেব ফরজ হজ্জ আদায় করেন নাই, মক্কা ও মদিনাতে যান নাই, তিনি লাহোরে মরিয়াছিলেন। তাঁহার এই এলহাম একেবারে মিথ্যা।

(৪) তিনি এ'জাজে আহমদীর ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

وہ (مولوی ثناء الله صاحب امرتسری) ہرگز قادیان میں نہیں آئینگے ٭

"তিনি (মৌলবি ছানা উল্লাহ অমৃতশরী ছাহেব) কিছুতেই কাদিয়ানে আসিবেন না।"

মৌলবি ছানা উল্লাহ ছাহেব ১৯০৩ সালের ১০ই জানুয়ারি তারিখে কাদিয়ানে মির্জ্জা ছাহেবের সহিত মাহাছ করিতে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই, ইহাতে তাঁহার উক্ত এলহাম বাতীল হওয়া সাব্যস্ত হইল।

(৫) তিনি ১৯০৭ সালের ২৮শে মার্চ্চের মেগাজিনে প্রচার করিয়াছিলেন :—

ریاست کابل میں ٨٥ ہزار آدمی مرینگے

"কাবুলে ৮৫ সহস্র লোক মরিবে।"

ইহা একেবারে মিথ্যা এলহাম সাব্যস্ত হইয়াছে।

মির্জা ছাহেবের আবদুল-লতিফ নামক মুরিদ কাবুলে কাদিয়ানি মত প্রচার করিতে গিয়াছিলেন, ইহাতে কাবুলের আমির ছাহেব তাহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিয়া দেন, সেই সময় তিনি মুরিদগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা একেবারে মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

(৬) মির্জা ছাহেব আহমদ বেগের অল্প বয়স্ক কুমারী কন্যার সহিত বিবাহ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ইনি ৫০ বৎসরের অধিক বয়সের হইয়াছিলেন, আরও তাহার অন্য স্ত্রী ছিল, এইহেতু আহমদ বেগ ইহাতে রাজি হন নাই। ইহা আইনায়-কামালাতের ২৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

তখন তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলি এলহাম বলিয়া প্রচার করেন ;—

اس خدای قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس شخص کی دختر
کلاں کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کر اور ان کو کہہ دے کہ تمام
سلوک اور مروت تم سے اسی شرط سے کیا جائیگا اور یہ تمہارے لئے
موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں اور
رحمتوں سے حصہ پاؤگے جو اشتہار ۲۰ فروری ۱۸۸۸ میں درج ہے لیکن
اگر نکاح سے انحراف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور
جس کسی دوسرے شخص سے بیاہی جائیگی وہ روز نکاح سے اڑھائی
سال تک اور ایسا ہی والد اس دختر کا تین سال تک فوت ہو جائیگا
عربی الہام اس بارے میں یہ ہے کذبوا بآیاتنا وکانوا بہا یستہزؤن
فسیکفیکہم اللہ ویردہا الیک لا تبدیل لکلمات اللہ ان ربک فعال
لما یرید انت معی وانا معک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا
یعنی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جھٹلایا اور پہلے سے ہنسی کر رہے
تھے سو خدا تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جو اس کام کو روک رہے
ہیں تمہارا مددگار ہوگا اور انجام کار اسکی اس لڑکی کو تمہاری طرف
واپس لائیگا کوئی نہیں جو خدا کی باتوں کو ٹال سکے تمہارا رب
وہ قادر ہے جو کچھ چاہے وہی ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ اور
میں تیرے ساتھ ہوں اور عنقریب وہ مقام تجھے ملیگا جس میں
تیری تعریف کیجائیگی ۔

"সেই সর্ব্বশক্তিমান হাকিমে-মোতলাক খোদা আমাকে হুকুম করিয়াছেন যে, উক্ত ব্যক্তির বড় কন্যার সহিত নেকাহ করার প্রস্তাব পাঠাও এবং তাহাকে বলিয়া দাও যে, এই শর্ত্তে তোমার সহিত সমস্ত প্রকার সদ্ব্যবহার ও মনুষ্যত্বের কার্য্য করা হইবে এবং এই নেকাহ তোমাদের জন্য বরকতের অবলম্বন ও একটী রহমতের নিদর্শন হইবে এবং এই সমস্ত বরকত ও রহমতের অংশ পাইবে। ইহা ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারীর বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু যদি সে এই নেকাহ হইতে বিমুখ হয়, তবে উক্ত কন্যার পরিণাম অতিশয় মন্দ হইবে। যে কোন ব্যক্তির সহিত তাহার নেকাহ হইবে, সে নেকাহের দিবস হইতে আড়াই বৎসরের মধ্যে এবং উক্ত বালিকার পিতা তিন বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাইবে।

আরবি এলহাম এসম্বন্ধে এই হইয়াছিল ;—

"তাহারা আমার নিদর্শনগুলির প্রতি অসত্যারোপ করিয়াছে এবং তাহারা প্রথমতঃ বিদ্রূপ করিতেছিল, অতএব খোদাতায়ালা প্রতিবন্ধকতাকারিদের প্রতিবন্ধকতা দূর করিতে তোমার সহায়তাকারি হইবেন এবং পরিণামে তাহার এই কন্যাটীকে তোমার দিকে ফিরাইয়া আনিবেন, এমন কেহ নাই যে খোদার কথাকে রদ করিতে পারে, তোমার প্রতিপালক এরূপ সর্ব্বশক্তিমান যে, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করেন। তুমি আমার সঙ্গে এবং আমি তোমার সঙ্গে। অচিরে তিনি তোমাকে এরূপ স্থানে পাঠাইবেন যে, তোমার প্রশংসা হইবে।"

আরবাইন, ২ নম্বর, ৩৬ পৃষ্ঠা ;—

انا زوجنا كها انما امرنا اذا اردنا شيئا ان نقول له كن فيكون
انما نؤخرهم الى اجل مسمى اجل قريب ●

"নিশ্চয় আমি তোমাকে উক্ত বালিকার (মোহম্মদী বেগমের) সহিত নেকাহ পড়াইয়া দিয়াছি, ইহা ব্যতীত আমার কার্য্য নহে যে, যখন আমি কোন বিষয়ের ইচ্ছা করি, তখন আমি উহাকে বলি, হইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ উহা হইয়া যায়। আমি তাহাদিগকে নির্দ্ধারিত সময়ের সন্নিকট সময়ের জন্য বিলম্ব করাইয়া থাকি।

—৩

আঞ্জামে-আথাম, ৩১ পৃষ্ঠার হাশিয়া ;—

میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشگوئی داماد احمد بیگ کی تقدیر مبرم ہے اُسکی انتظار کرو اور اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائیگی ٭

"আমি বারম্বার বলিতেছি যে, আহমদ বেগের জামাতার সংক্রান্ত মুল ভবিষ্যদ্বাণী তকদিরে মোবরাম, উহার অপেক্ষা কর, আর যদি আমি মিথ্যাবাদী হই, তবে এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবেনা এবং আমার মৃত্যু আসিয়া যাইবে।

আইনায়-কামালাতে-ইছলাম, ৫৫৬ পৃষ্ঠা ;—

فاوحی الله الی ان اخطب صبيتـه الكبيرة لنفسك (الی) و ان لم تقبل فاعلم ان الله قد اخبرنی ان انكاحها رجلاً آخر لا يبارك لها و لا لك فان لم تزدجر نصب عليك مصائب و آخر المصائب الموت فتموت بعد النكاح الی ثلاث سنين و كذلك يموت بعلها الذی يصير زوجها الی حولين و ستة اشهر قضاء من الله ٭

"আল্লাহ্ আমার উপর অহি প্রেরণ করিয়াছেন যে, তুমি তাহার বড় কন্যার সহিত তোমার নিজের বিবাহের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন কর, আর তাহাকে বল, যদি তুমি ইহা কবুল না কর, তবে তুমি জানিয়া রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে সংবাদ দিয়াছেন যে, তাহাকে অন্য ব্যক্তির সহিত নেকাহ দিলে, তাহার ও তোমার পক্ষে বরকত হইবেনা, আর যদি নিজের মত ত্যাগ না কর, তবে তোমার উপর বিবিধ বিপদ উপস্থিত হইবে, শেষ বিপদ মৃত্যু, অতএব তুমি নেকাহের পরে তিন বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাইবে।...এইরূপ যে স্বামী তাহার সহিত নেকাহ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিও আড়াই বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাইবে, ইহা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে নির্দ্ধারিত হুকুম।

এজালায়-আওহাম, ১২৩৫ পৃষ্ঠা ;—

خدائے تعالی نے پیشگوئی کے طور پر اس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاماں بیگ ہوشیار پوری کی دختر کلاں انجام کار تمہارے نکاح میں آئیگی - اور وہ لوگ بہت

عداوت کرینگے - اور بہت مانع آئنگے اور کوشش کرینگے کہ ایسا نہ ہو لیکن آخرکار ایسا ہی ہوگا - اور فرمایا کہ خدائے تعالی ہر طرح سے اسکو تمہاری طرف لائیگا - باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کرکے اور ہر ایک روک کو درمیان سے اٹھاویگا اور اس کام کو ضرور پورا کریگا کوئی نہیں جو اسکو روک سکے ٭

"খোদাতায়ালা ভবিষ্যদ্বাণী স্বরূপ এই অধমের উপর প্রকাশ করিয়াছেন যে, মির্জা আহমদ বেগ হুশইয়ার-পুরীর পুত্র মির্জা আহমদ বেগের বড় কন্যা পরিণামে তোমার সহিত বিবাহিতা হইবে, উক্ত লোকেরা অতিশয় শত্রুতা করিবে, অতিশয় প্রতিরোধক হইবে এবং চেষ্টা করিবে যে, যেন উহা না হয়, কিন্তু পরিণামে এইরূপ হইবে। আর এরশাদ করিলেন যে, খোদাতায়ালা প্রত্যেক অবস্থাতে—কুমারী অবস্থায় হউক, আর বিধবা অবস্থায় হউক, তাহাকে তোমার নিকট আনিবে, আর প্রত্যেক প্রতিবন্ধকতা মধ্য হইতে দূর করিবেন এবং এই কার্য্যটী নিশ্চয় পূর্ণ করিবেন, এমন কেহ নাই যে, ইহা বাধা প্রদান করে।

আইনায়-কামালাতে ইছলাম, ২৬২।২৬৩ পৃষ্ঠা ;—

میری اس پیشگوئی میں چھہ دعوے ہیں اول نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا - دوم نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا - سوم پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو تین برس تک نہیں پہنچیگا چہارم اس کے خاوند کا اڑھائی برس کے عرصہ تک مر جانا - پنجم اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں اس لڑکی کا زندہ رہنا - ششم پھر آخر یہ کہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آجانا ٭

"আমার এই ভবিষ্যদ্বাণীতে ছয়টী দাবি আছে। প্রথম নেকাহর সময় পর্য্যন্ত আমার জীবিত থাকা। দ্বিতীয় নেকাহর সময় পর্য্যন্ত এই বালিকার পিতাকে নিশ্চয় জীবিত থাকা। তৃতীয় তৎপরে নেকাহ অন্তে এই বালিকার পিতার সত্বরে মরিয়া যাওয়া—যাহা তিন বৎসর পর্য্যন্ত পৌঁছিবে না।

চতুর্থ তাহার স্বামীর আড়াই বৎসরের মধ্যে মরিয়া যাওয়া। পঞ্চম ঐ সময় পর্য্যন্ত যে আমি তাহার সহিত নেকাহ্ করিব, উক্ত বালিকার জীবিত থাকা। ষষ্ঠ অবশেষে বিধবা হওয়ার সমস্ত রীতি ভঙ্গ করিয়া তাহার আত্মীয়গণের কঠিন বিরুদ্ধাচরণ সত্বেও আমার সহিত বিবাহিতা হইবে।"

উক্ত কেতাব ২৩২ পৃষ্ঠা ও তবলিগে-রেছালাত, ১।৪।১৮ পৃষ্ঠা;—

واضح ہو کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری
پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں ہو سکتا *

"প্রকাশ থাকে, যে আমার সত্য মিথ্যা পরীক্ষা করার জন্য আমার ভবিষ্যদ্বাণী অপেক্ষা অন্য কোন পরীক্ষার মাপ কাটি নাই।

শাহাদাতোল-কোরান, ৮০ পৃষ্ঠা;—

مرزا احمد بیگ ہوشیارپوری کے داماد کی موت کی نسبت
پیشگوئی جس کی میعاد آجکی تاریخ سے جو اکیس ستمبر ۱۸۹۳ ع
ہے قریبا گیارہ مہینے باقی رہگئی ◎

"মির্জা আহমদ বেগ হুশিয়ারপুরীর জামাতার মৃত্যু সংক্রান্ত ভবিষ্যবাণী উহার মিয়াদ অদ্য তারিখ ১৮৯৩ ইংরাজি সনের ২১শে সেপ্টেম্বর হইতে প্রায় ১১ মাস বাকি আছে।"

মির্জা আহমদ বেগ নিজের কন্যা মোহম্মদী বেগমকে সুলতান মোহম্মদের সহিত নেকাহ দিয়াছেন, কিন্তু তিনি সুস্থ শরীরে বহু বৎসর জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার কয়েকটী সন্তান সন্ততি হইয়াছিল, মির্জ্জা ছাহেব মরিয়া গেলেন, তাঁহার সহিত মোহম্মদী বেগমের বিবাহ হইল না।

ইহাতে বুঝা গেল যে, মির্জা ছাহেব নিজের নফছের প্ররোচনাকে এলহাম ও অহি বলিয়া প্রচার করিতেন, তাঁহার অধিকাংশ এলহাম এইরূপ নফছের প্ররোচনা বা শয়তানি এলহাম। ইহাতে তিনি নিজের দাবি অনুসারে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইলেন।

এইরূপ তিনি ডিপুটী আবদুল্লাহ আথাম, ডাক্তার আবদুল হাকিম, মাওলানা ছানাউল্লাহ, মৌলবি আবু ছইদ মোহঃ হোছাএন বাটালবি, মোল্লা মোহম্মদ বখশ জা'ফর জটলি, মৌলবি আবদুল হাছান তিব্বতির জন্য যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সমস্তই বিফল হইয়াছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎপ্রণীত কাদিয়ানি পঞ্চম ভাগের ৮২—১১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

তিনি আয়নার-কামালাতের ৪৬০।৪৬১ পৃষ্ঠায় বশির আনমাওয়াইল নামক এক পুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেই পুত্র অতিশয় মেধাবী, ধৈর্য্যশীল এলমে-জাহেরি ও বাতেনিতে পূর্ণ হইবে—

مظهر الاول و لآخر كان الله منزل من السماء مظهر الحق و العلا -

যেন খোদা আছমান হইতে নাজেল হইয়াছে। বড় সম্পদশালী ও গৌরবান্বিত হইবে, বহু পীড়িতকে সুস্থ করিবে, বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দিবে, দুনইয়ার চারিদিকে তাহার নাম বিঘোষিত হইবে, তাহার দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালার জালাল প্রকাশিত হইবে, জাতি সকল তাহার দ্বারা বরকত প্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তৎপরে মির্জ্জা ছাহেব ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই এপ্রিলে ঘোষণা করেন যে, যদি সেই পুত্র বর্ত্তমান গর্ভে পয়দা না হয়, তবে আগামী গর্ভে নিশ্চয়ই পয়দা হইবে। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্টে ঘোষণা করেন, সেই ভাগ্যবান পুত্র ব্যক্তি দেড় বাছে পয়দা হইয়াছে। তৎপরে তিনি খুব ধুমধামের সহিত তাহার আকিকা করেন। সেই পুত্রটী শৈশবাবস্থায় মারা যায়।

ইহাও তাঁহার শয়তানি এলহাম।

হকিকাতোন্নবুয়ত, ২৭০।২৭১ পৃষ্ঠা :—

میں خدائے تعالی کی ہم کلامی سے مشرف ہوں اور وہ میرے
ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میرے باتوں کا جواب دیتا ہے
اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا اور آئندہ
زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جبتک انسان کو اسکے
ساتھ خصوصیت کا قرب نہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا اور
انہیں امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے
سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں ۔

"আমি খোদাতায়ালার সহিত কথোপকথন করার গৌরবে গৌরবান্বিত, তিনি আমার সহিত অধিক পরিমাণ কথা বলেন, আমার কথাগুলি উত্তর দিয়া থাকেন, বহু গায়েবের কথা আমার উপর প্রকাশ করেন, এবং ভবিষ্যৎ কালে উক্ত গুপ্ত তত্ত্ব আমার উপর খুলিয়া দেন যে, যতক্ষণ মনুষ্যের তাঁহার সহিত বিশিষ্ট নৈকট্য লাভ না হয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষে উক্ত গুপ্ত তত্ত্ব সকল

প্রকাশ করেন না এবং এই বিষয়গুলির আধিক্যহেতু তিনি আমার নাম নবী রাখিয়াছেন, এইহেতু আমি খোদার হুকুম অনুসারে নবি হইতেছি।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন, আমি এই অর্থে নবী নহি যে, আমি ইছলাম হইতে নিজেকে পৃথক করি, কিম্বা ইছলামের কোন হুকুম মনছুখ করি, আমার গ্রীবাদেশ এই যোয়াইলের নীচে আছে যে, যাহা কোরান শরিফ উপস্থিত করিয়াছে, কাহারও শক্তি নাই যে, উহার একটা নোকতা বা আকার একার মনছুখ করে।

আরও উহার ২৭২ পৃষ্ঠা ;—

ہمارا دعوی ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں در اصل یہ نزاع لفظی ہے - خدا تعالی جسکے ساتھہ ایسا مکالمہ مخاطبہ کرے کہ جو بلحاظ کمیت و کیفیت دوسروں سے بہت بڑھہ کر ہو اور اسمیں پیشگوئیاں کثرت سے ہوں اسے نبی کہتے ہیں اور یہ تعریف ہم پر صادق آتی ہے پس ہم نبی ہیں - ہاں نبوت تشریعی نہیں جو کتاب اللہ منسوخ کرے اور نئی کتاب لائے ایسے دعوی کو ہم کفر سمجھتے ہیں - بنی اسرائیل میں کئی ایسے نبی ہوئے ہیں - جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی صرف خدا کیطرف سے پیشگوئیاں کرتے تھے - جن سے موسوی دین کی شوکت و صداقت کا اظہار ہو پس وہ نبی کہلائے یہی حال اس سلسلہ میں ہے ۔

"আমার দাবি এই যে, আমি রাছুল ও নবি, প্রকৃত পক্ষে ইহা শব্দের হিসাবে বিরোধ। খোদাতায়ালা যাহার সহিত এইরূপ কথোপকথন করেন-যাহা পরিমাণে ও ভাবে অন্যান্য অপেক্ষা অনেক অধিক হয় এবং তাহার মধ্যে বহু ভবিষ্যদ্বাণী হয়, তাহাকে বলা হয়। আমিই এই ব্যাখ্যার লক্ষ্যস্থল। এইহেতু আমি নবি হইতেছি, কিন্তু ইহা তশরিয়ি নবুয়ত নহে যাহা কেতাবো-ল্লাহকে মনছুখ করিয়া দেয় এবং নূতন কেতাব আনয়ন করে, এইরূপ দাবিকে আমরা কোফর ধারণা করি। বনি এছরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ কতক নবি হইয়াছেন, যাহাদের উপর কেতাব নাজেল হয় নাই, কেবল খোদার পক্ষ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেন যদ্দারা মূছায়ি দীনের গৌরব ও সত্যতা প্রকাশিত হইত ও তাঁহারাও নবি নামে অভিহিত হইতেন, এই অবস্থা এই ছেলছেলাতে আছে।"

আরও তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ
مردہ ہے - یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے
ہیں تو اسی لئے کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہوتا - اگر اسلام کا
بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم بھی قصہ گو ٹھہرے ٭

ہم پر کئی سالوں سے وحی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالی کے
کئی نشان اس کے صدق کی گواہی دے چکے ہیں اس لئے ہم
نبی ہیں امر حق کے پہنچانے میں کسی قسم کا اخفا نہ رکھنا چاہئے

"আমার মজহাব এই যে, যে দীনে নবুয়তের ক্রমিক ধারা (ছেলছেলা) না থাকে, উহা মৃত য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও হিন্দুদিগের ধর্ম্মকে আমরা এইহেতু মৃত বলিয়া থাকি যে, তাহাদের মধ্যে এখন কোন নবী হয় না। যদি ইছলামেরও এই অবস্থা হইত, তবে আমরাও কাহিনী প্রচারক হইতাম, আমার উপর কয়েক বৎসর হইতে অহি নাজেল হইতেছে এবং আল্লাহতায়ালার কয়েকটী নিদর্শন উহার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, এইহেতু আমি নবি হইতেছি। সত্য ঘটনা পৌঁছাইতে কোন প্রকার গোপন রাখা উচিত নহে।"

উপরোক্ত প্রমাণে বুঝা যায় যে, তিনি হজরত হারুন (আঃ)এর ন্যায় নবী হওয়ার দাবি করিয়াছেন। ইহা হকিকি নবী নহে ত কি ?

উক্ত কেতাব, ২৬৪ পৃষ্ঠা ;—

میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی
بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی کھلی وحی پر ایمان لاتا
ہوں جو مجھے ہوئی جسکی سچائی اسکے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل
گئی ہے اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں
کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے
جس نے موسی عم اور حضرت عیسی اور حضرت محمد مصطفی صلی
اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا تھا ٭

"আমি যেরূপ কোরান শরিফের আয়তগুলির উপর ইমান রাখি, সেইরূপ বিনা একটু প্রভেদে খোদার উক্ত স্পষ্ট স্পষ্ট অহির উপর ইমান আনি যাহা আমার উপর নাজেল হইয়াছে, যাহার সত্যতা তাহার ধারাবাহিক নিদর্শনগুলির

দ্বারা আমার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে। আমি কা'বা গৃহে দণ্ডায়মান হইয়া এইরূপ শপথ করিতে পারি যে, যে যে পাক অহি আমার উপর নাজেল হইয়াছে উহা উক্ত খোদার কালাম—যিনি হজরত মুছা, হজরত ইছা ও হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর উপর নিজের কালাম নাজেল করিয়াছেন।"

৪নং আরবাইন, ২৪ পৃষ্ঠা ;—

مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قرآن کریم پر ●

"আমার নিজের অহির উপর এইরূপ ঈমান আছে—যেরূপ তওরাত, ইঞ্জিল এবং কোরআন করিমের উপর।"

হকিকাতোল-অহি ২১১ পৃষ্ঠা ;—

میں خدا تعالی کی قسم کہا کر کہتا ہوں کہ میں ان الہامات پر اسی طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف اور خدا کی دوسری کتابوں پر اور جسطرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں ●

"আমি খোদাতায়ালার কছম করিয়া বলিতেছি যে, আমি এই এলহামগুলির উপর এইরূপ ঈমান আনিয়া থাকি, যেরূপ কোরআন ও খোদার অন্যান্য কেতাবগুলির উপর ঈমান আনি। আমি যেরূপ কোরআন শরিফকে নিশ্চিত ও অকাট্য ভাবে খোদার কালাম জানি, এইরূপ যে কালাম আমার উপর নাজেল হইয়াছে, উহা খোদার কালাম বলিয়া বিশ্বাস করি।"

পাঠক, মির্জা ছাহেব যখন অকাট্য অহি প্রাপ্তির দাবি করিতেছেন, তখন নিশ্চয় হকিকি নবী হওয়ার দাবি করিতেছেন।

মছনদে আহমদ ;—

عَنْ قَيْسِ بْنِ اَبِيْ حَازِمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ اَلْمُنْ اَخَذْتُمُوْنِيْ بِسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ مَا اُطِيْقُهَا اِنْ كَانَ لَمَعْصُوْمًا مِنَ الشَّيْطَانِ وَ اِنْ كَانَ لَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ ●

"কাছেছ বেনে আবি হাজেম বলিয়াছেন, (হজরত) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন, যদি তোমরা নিজেদের নবীর ছুন্নত দ্বারা আমাকে ধরিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি সম্পূর্ণ রূপে উহা আমল করিতে অক্ষম, নিশ্চয় উক্ত নবী (ছঃ) শয়তান হইতে মা'ছুম (সুরক্ষিত) ছিলেন এবং আছমান হইতে তাঁহার উপর অহি নাজেল হইত।"

এবনো-ছা'দ ;—

انكم ان كلفتموني ان اعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم اقم به كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا اكرمه الله بالوحي وعصمه الله وانما انا بشر ولست بخير من احدكم ٭

"(হজরত আবুবকর) বলিলেন, যদি তোমরা আমাকে তোমাদের মধ্যে রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এর ন্যায় আমল করিতে বাধ্য কর, তবে আমি এইরূপ শর্ত্ত পালন করিতে অক্ষম। রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এরূপ বান্দা ছিলেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে অহি দ্বারা গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন এবং শয়তান হইতে সুরক্ষিত করিয়াছেন, আমি মনুষ্য ব্যতীত নহি, তোমাদের এক জন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর নহি।"

হজরত আবুবকর, ছিদ্দিক ছিলেন, 'মোহাদ্দাছ' (এলহাম প্রাপ্ত) অপেক্ষা ছিদ্দিকের দরজা অধিকতর, কিন্তু ইনি হজরতের পরে অহি নাজিল হওয়া অস্বীকার করিতেছেন।

—৬

শেকায় কাজি এয়াজ, ১৯৪ পৃষ্ঠা ;—

الا اني لست بنبي و لا يوحى الي ، و لكني اعمل بكتاب الله و سنة نبيه ما استطعت *

"হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন, সাবধান! নিশ্চয় আমি নবী নহি, আমার উপর অহি নাজিল হয় না, কিন্তু আমি সাধ্যানুসারে আল্লাহ-তায়ালার কোর-আণ ও রাছুলের হাদিছ অনুসারে আমল করিয়া থাকি। হজরত আলি (আঃ) জাহেরি ও বাতেনি এলেমের ভাণ্ডার হইয়াও অহি প্রাপ্তির দাবী করেন নাই।

মেশকাত, ৫৪৮ পৃষ্ঠা ;—

قال ابو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم انطلق بنا الي ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقالا ما يبكيك ما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلعم فقالت اني لا ابكي اني لا اعلم ان ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلعم و لكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواه مسلم *

"আবুবকর, ওমারকে রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এর ওফাত শরিফের পরে বলিয়াছিলেন, তুমি আমাকে ওম্মো আয়মানের নিকট লইয়া চল, যেরূপ

রাছুলুল্লাহ (ছঃ) তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতেন, সেইরূপ আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিব। যে সময় আমরা (আনাছ ও খলিফাদ্বয়) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, ইহাতে উক্ত খলিফাদ্বয় তাঁহাকে বলিলেন, কিসে তোমাকে কাঁদাইতেছে? তুমি কি জান না যে, আল্লাহতায়ালার নিকট যাহা আছে তাহা রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এর পক্ষে উৎকৃষ্ট। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, আল্লাহতায়ালার নিকট যে দরজা আছে তাহা রাছুলুল্লাহ (ছঃ) এর পক্ষে উৎকৃষ্ট, ইহা না জানিয়া ক্রন্দন করিতেছি না, কিন্তু এই জন্য ক্রন্দন করিতেছি যে, আছমান হইতে অহি আসা নিশ্চয় রহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাদের উভয়কে ক্রন্দন করিতে উত্তেজিত করিলেন, ইহাতে তাঁহারা উভয়ে তাঁহার সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। মোছলেম ইহা রেওয়াএত করিয়াছেন।"

এই হাদিছে বুঝা গেল যে, হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ) অহি রহিত হওয়া সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন।

কোর-আন ;—

نزل به الروح الامين على قلبك ۝

"জিবরাইল তোমার (হজরত মোহাম্মদের) অন্তরে উহা নাজিল করিয়াছেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, হজরত জিবরাইল খোদার হুকুম নবিগণের উপর নাজেল করিতেন, ইহাকে অহি বলা হয়।

হজরত আবুবকর (রঃ) হজরতের জানাজা পড়িতে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনার ওফাতে উক্ত বিষয় রহিত হইয়া গেল যাহা অন্য কোন নবি ও রাছুলের ওফাতে রহিত হয় নাই।

পীর মহিউদ্দিন আরাবি 'ফতুহাতে মক্কিয়া'র ২।৩৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

انما انقطع الوحى الخاص بالرسول والذى هو نزول الملك على اذنه وقلبه وتحجير اسم النبى والرسول النهى ۝

"ফেরেশতার নবি ও রাছুলের কর্ণে ও অন্তরে নাজিল হওয়া অহি বলা হয়, ইহা নবি ও রাছুলের খাস, এই অহি রহিত হইয়াছে এবং নবি ও রাছুল নামে অভিহিত হওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

আরও ফতুহাতে-মক্কিয়া, ৩। ২৩৮ পৃষ্ঠা ;—

و اعلم ان لنا من الله الالهام لا الوحي فان سبيل الوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد كان الوحي قبله و لم يجيء خبر الهي ان بعده (صلى الله عليه و سلم) وحيا كما قال الله تعالى و لقد اوحي اليك و الى الذين من قبلك و لم يذكر وحيا بعده *

"তুমি জানিয়া রাখ, নিশ্চয় আমাদের জন্য আল্লাহতায়া'লার পক্ষ হইতে এলহাম হইয়া থাকে, অহি হয় না, কেন না রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর এন্তেকালের পরে অহির পথ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, অহি তাঁহার পূর্ব্বে ছিল, আল্লাহতায়ালার এইরূপ সংবাদ আসে নাই যে, উক্ত নবি (ছাঃ) এর পরে অহি আসিবে, যেরূপ আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "নিশ্চয়ই তোমার নিকট এবং যাহারা (যে নবিগণ) তোমার পূর্ব্বে ছিলেন তাঁহাদের নিকট অহি নাজিল করা হইয়াছে।"

এস্থলে আল্লাহ তাঁহার পরে অহি নাজিল হওয়ার কথা উল্লেখ করেন নাই।

ছাহাবাগণ হইতে এই জামানা অবধি সমস্ত এমাম, মোজতাহেদ, ও পীর এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর পরে অহির দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

যদি কেহ অহি প্রাপ্তির দাবী করে, তবে তাহার নবুয়তের দাবি করা হয়।

মেশকাতের ৩৯৫ পৃষ্ঠায় আছে ;—

و لم يبق من النبوة الا المبشرات *

"হজরত বলিয়াছেন, সত্য স্বপ্ন সকল ব্যতীত নবুয়তের কিছু বাকি থাকিল না।"

قال السيوطي ان الوحي منقطع بموتي و لا يبقي ما يعلم منه مما سيكون الا الرؤيا .

"ছইউতি (উহার অর্থে) বলিয়াছেন, আমার ওফাতে অহি রহিত হইয়া যাইবে, ভাবি ঘটনা অবগত হওয়ার জন্য সত্য স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কিছুই বাকি থাকিবে না।"

এস্থলে তিনি নবুয়তের অর্থ অহি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

পীর মহইউদ্দিন আরাবি 'ফতুহাতে-মক্কিয়া'র ১।১৫০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان النبي هو الذى يأتيه الملك بالوحي من عند الله يتضمن ذلك الوحي شريعة يتعبد بها في نفسه فان بعث بها الي غيره كان رسولا و يأتيه الملك علي حالتين اما ينزل بها علي قلبه علي اختلاف احوال في ذلك التنزل و اما علي صورة جسدية من خارج يلقي ما جاء به اليه علي اذنه فيسمع او يلقيها علي بصره فيبصره هذا باب قد اغلق برسول الله صلي الله عليه وسلم ٭

"নিশ্চয় নবী ঐ ব্যক্তি হইবেন—যাহার নিকট ফেরেশতা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে অহি আনয়ন করেন—উক্ত অহিতে একটী শরিয়ত সন্নিবেশিত থাকে যদ্দ্বারা নিজে আমলকারী হইয়া থাকেন। যদি উক্ত শরিয়তের দ্বারা অন্যের নিকট প্রেরিত হন, তবে তিনি রাছুল হইবেন। ফেরেশতা তাঁহার নিকট দুই ভাবে আসিয়া থাকেন, প্রথম উক্ত নাজেল সংক্রান্ত বিভিন্ন অবস্থাতে উহা তাঁহার অন্তরে নাজেল করেন, কিম্বা প্রত্যক্ষভাবে বাহিক আকৃতি ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট যে বিষয় আনয়ন করিয়াছেন, উহা তাঁহার কর্ণে নিক্ষেপ করেন, তিনি উহা শ্রবণ, কিম্বা তাঁহার চক্ষের সম্মুখে ধরেন, তিনি উহা দর্শন করেন। এই অহির দ্বার রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর উপর রুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।"

এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, মির্জা ছাহেব অহি বলিয়া যদি নবিগণের অহির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে সত্যই তিনি হকিকি নবি হওয়ার দাবি করিয়াছেন। আর যদি এলহাম হওয়ার দাবি করিয়া থাকেন, তবে উহা কোরআন, তওরাত ও ইঞ্জিলের তুল্য অকাট্য ও বিশ্বাসযোগ্য দলীল হইবে কিরূপে ?

আকায়েদে-নাছাফি, ১৮।১৯ পৃষ্ঠা ;—

و الالهام ليس من اسباب المعرفة بصحة الشيء عند اهل الحق ثم الظاهر انه اراد ان الالهام ليس سببا يحصل به العلم لعامة الخلق ويصلح للالزام على الغير و الا فلا شك انه قد يحصل به العلم ٭

"এলহাম সত্যপরায়ণ সম্প্রদায়ের নিকট কোন বিষয়ের ছহিহ হওয়ার প্রকৃত জ্ঞান প্রতিপাদন করিতে পারেনা, প্রকাশ্য মত এই যে, উহার উদ্দেশ্য এই যে, সর্ব্ব সাধারণ লোকদের পক্ষে তদ্দ্বারা নিশ্চিন্ত জ্ঞান লাভ হইতে পারেনা, এবং অন্যকে বাধা করার উপযুক্ত নহে, নচেৎ ইহাতে সন্দেহ নাই যে, কখন কখন উহাতে এলম লাভ হইয়া থাকে।"

হজরত মোজাদ্দেদ আলফে ছানি (রঃ) মকতুবাত শরিফের ১।৫৫।৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فرق درمیان این دو علم آنست که در وحی قطع است و در
الهام ظن زیراکه وحی بتوسط ملک است و ملائکه معصوم اند
احتمال خطا در این شان نیست و الهام اگر چه محل عالی دارد و
آن قلب است و قلب از عالم امر است اما قلب را باعقل و نفس
نحوی از تعلق متحقق ست و نفس هر چه بتزکیه مطمئنه گشته
است اما بیت —

هر چند که مطمئنه گردد * هرگز ز صفات خود نگردد

"এই দুই এলমের মধ্যে প্রভেদ এতটুকু যে, অহিতে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, আর এলহামে সন্দেহমূলক ধারণা লাভ হইয়া থাকে, কেননা ফেরেশতা কর্ত্তৃক অহি হইয়া থাকে। ফেরেশতাগণ অভ্রান্ত, তাঁহাদের মধ্যে ভ্রমের সম্ভাবনা নাই। এলহাম যদিও উন্নত স্থান রাখে, উহা কলব, আর কলব আলমে আমরের বিষয়, কিন্তু কলবের জ্ঞান ও নফছের সহিত এক প্রকার সম্বন্ধে আছে, নফছ যদিও পাক করাতে মোৎমায়েন্না হইয়াছে, কিন্তু নিজের স্বভাব হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে না।"

আরও উহার ২২৫ পৃষ্ঠা ;—

آنچه قطعی است و شایان اعتماد کتاب و سنت است که بوحی
قطعی ثابت شده است و بنزول ملک مقرر گشته و اجماع علما
و اجتهاد مجتهدین نیز راجع باین دو اصل است و ما ورای این
چهار اصل شرعی هر چه باشد اگر موافق است باین اصول مقبول
و الا فلا اگر چه از علوم و معارف صوفیه باشد و از الهام ایشان بود
الها وجد و حال را تا بمیزان شرع نسنجند به نیم جو نمیخرند و

کشوف و الہام را تا بمحک کتاب و سنت نہ سنجند بہ نیم جو قبول نمی پسندند ॥

"যাহা অকাট্য সত্য ও বিশ্বাসের যোগ্য, উহা কোরআন ও হাদিছ, যেহেতু উহা অকাট্য অহি দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে এবং ফেরেশতা মাছুম হওয়ায় স্থির সাব্যস্ত হইয়াছে। আলেমগণের এজমা ও মোজতাহেদগণের কেয়াছ উপরোক্ত দলীলদ্বয়ের অন্তর্গত। শরিয়তের এই চারি দলীল ব্যতীত যাহা কিছু হয় যদি উক্ত দলীলগুলির মোয়াফেক (অনুকূল) হয়, তবে গ্রহণীয় হইবে, নচেৎ, না—যদিও ছুফিদিগের এলমও মা'রেফাত হয় কিম্বা তাঁহাদের এলহাম হয়, তথায় ওয়াজদ ও হালকে যতক্ষণ শরিয়তের তৌলদাড়িতে পরিমাণ না করা হয়, তাহা অর্দ্ধ জব মূল্যের হইবে না এবং কাশফ ও এলহামকে যতক্ষণ কোরআন ও হাদিছের কষ্টিপ্রস্তরে পরীক্ষা না করা হয়, ততক্ষণ অর্দ্ধ রতিতে ক্রয় করা পছন্দ করেন না।"

কাজি ছানাউল্লাহ পানিপাতি 'এরশাদোত্তালেবিন' কেতাবের ১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

گر کشف و الہام مخالف حدیث آحاد یا مخالف قیاسی باشد کہ جامع باشد شرائط قیاس را آنجا حدیث و قیاس را ترجیح باید داد حکم باید کرد بخطا در کشف و این مسئلہ مجمع علیہ است درمیان سلف و خلف چراکہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم حجتی قطعی است و احتمال کذب و نسیان در روایت ثقات ضعیف است و در کشف اولیا خطا بکثرت واقع میشود ـ و حکم الہام ہم چو حکم کشف است ◎

"যদি কাশফ ও এলহাম হাদিছে আহাদ কিম্বা যে কেয়াছের মধ্যে উহার শর্ত্তগুলি পাওয়া যায় কিম্বা উহার বিপরীত হয়, তথায় হাদিছ ও কেয়াছকে প্রবল স্থির করিতে হইবে এবং কাশফের ভ্রান্তিমূলক হওয়ার হুকুম করিতে হইবে। এই মছলা প্রাচীন ও পরবর্ত্তী বিদ্বানগণের একমতে স্বীকৃত মত, কেননা নবি (ছাঃ) এর কথা অকাট্য দলীল এবং বিশ্বাসভাজন লোকদের রেওয়াএতে মিথ্যা ও ভ্রান্তি থাকার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। আর অলিগণের কাশফে অনেক সময় ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। এলহামের অবস্থা কাশফের তুল্য।"

আল্লামা এবনো হাজার ফৎহোল বারির ৩৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ان المحدث منهم اذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له بل لا بد له من عرضه على القرآن فان وافقه او وافق السنة عمل به و الا تركه ◎

"নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে এলহাম প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি এলহাম প্রাপ্ত হয়, তবে যাহা এলহামে জানিয়াছে, তাহার প্রতি হুকুম করিবেনা, বরং উহাকে কোরআনের উপর পেশ করিবে, যদি উহা কোরআন কিম্বা হাদিছের মোয়াফেক হয়, তবে আমল করিবে, নচেৎ উহা ত্যাগ করিবে।"

মৌলবী মোহাম্মদ আলী ছাহেব নবুয়ত-ফিল-ইছলামের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"বেলাএতের অহি (এলহাম) নবুয়তের অহির সমর্থন লাভ করার মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, উম্মতের পক্ষে ওয়াজেব যে, যতক্ষণ নিজের এলহামকে আপন অনুরক্ত নবীর অহির সহিত মোকাবালা না করে, ততক্ষণ উহা গ্রহণ করিবেনা, ইহার কারণ এই যে, খোদা নবীর অহির জন্য বিশিষ্ট রক্ষণাবেক্ষণের বন্দোবস্ত করেন, যেহেতু আল্লাহ বলিয়াছেন ;—

فانه يسلك من بين يديه و من خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسلت ربهم ◎

"নিশ্চয় আল্লাহ তাহার অগ্রে ও পশ্চাতে রক্ষক (ফেরেশতাগণ) নিয়োজিত করেন, যেন তিনি জানেন যে, নিশ্চয় তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের রেছালাতকে পৌছাইয়া দিয়াছেন।"

এই জিবরাইলের নাজেল হওয়া এইরূপ হইয়া থাকে যে, যে অহি বান্দাদিগের দিকে প্রেরণ করা হয়, উহা বিশিষ্টভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, কেননা এই অহিতে লোকদিগের হেদাএত কার্য্য নির্ভর করে, কাজেই উহা নিশ্চয় প্রত্যেক প্রকার ভ্রান্তি হইতে পাক হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে নবী ব্যতীত অন্য লোকের এলহাম এইরূপ দরজা বিশিষ্ট নহে, উহার জন্য এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণ করার বন্দোবস্ত করা হয় না, কেননা উহার উপর হেদাএত নির্ভর করেনা। ইহার এলহাম নিশ্চিত হইলেও নবীর অহির অর্থাৎ কোরআন ও হাদিছের বিপরীত হইলে, উহা ত্যাগ করিতে হইবে।

আরও ৪৪ পৃষ্ঠা ;—

"কোন উম্মত নিজের অহির (এলহামের) এইরূপ দরজা দিতে পারে না যে, দীনের জটীল মছলাগুলি মীমাংসা করিতে এই অহিকে ভিত্তি স্বরূপ স্থির করিতে পারে। নিজের অহি ও এলহামকে উল্লিখিত মছলাগুলিতে দলীলরূপে উপস্থিত করিতে পারে না এবং ইহাও বলিতে পারে না যে, যেহেতু আমার উপর এলহাম হইয়াছে, এই হেতু এইরূপে জায়েজ হইবে, বরং তাহার এলহাম তাহার পৃষ্ঠপোষক হইতে পারে।"

আরও ৫১ পৃষ্ঠা ;—

کسي امت کي وحي ادنى سے ادنى حکم شريعت کو منسوخ نہيں کر سکتي - کسي چھوٹي سے چھوٹي هدايت کو بدل نہيں سکتي *

"কোন উম্মতের এলহাম ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর শরিয়তের হুকুমকে মনছুখ করিতে পারে না, কোন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হেদাএতকে পরিবর্ত্তন করিতে পারে না।"

উপরোক্ত প্রমাণ সমুহের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, এলহাম অকাট্য দলীল নহে, কোরআন, হাদিছ, এজমায়ে-মোজতাহেদীন ও কেয়াছে মোজতাহেদীনের বিপরীত যে এলহাম হয়, উহা অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত। মোতাওয়াতের, মশহুর, এমন কি আহাদ হাদিছের বিপরীত যে এলহাম হয়, উহা বাতীল বলিয়া গণ্য হইবে। এজমায়ে-মোজতাহেদীন শরিয়তের অকাট্য দলীল, উহা অমান্য করিলে, কোরআন ও হাদিছ অনুসারে জাহান্নামি হইতে হইবে। এই এজমার বিপরীত যে কোন এলহাম হইবে, উহা বাতীল। কোরআন শরিফে এমাম মোজতাহেদগণের কেয়াছি মছলা মান্য করার আদেশ করা হইয়াছে, কিন্তু কোন লোকের এলহাম মান্য করার আদেশ হয় নাই, কাজেই এমামগণের এজতাহাদী মছলার বিপরীত এলহাম বাতীল।

যে কোন এলহাম উক্ত চারি দলীলের বিপরীত না হয়, উহা তাহার পক্ষে নিজে আমল করা জায়েজ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পক্ষে

—৭

উহা অকাট্য দলীল নহে, তাহাদিগকে উহার উপর আমল করিতে বাধ্য করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে দেখা যাউক, মির্জ্জা ছাহেবের এলহামগুলির ব্যবস্থা কি ?

তিনি খোদার পুত্র হওয়ার এলহাম পাইয়াছেন, আনবোশরা, ১।৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইহা কোরআনের বিপরীত এলহাম, ইহা বাতীল।

তিনি খোদার ত্রিত্ববাদের (তছলিছের) এলহাম পাইয়াছেন, তওজিহে-মারাম, ২১।২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ইহা কোরআন শরিফের আয়তের খেলাফ, কাজেই উহা বাতীল এলহাম।

তিনি খোদাতায়ালার অসংখ্য হস্ত, পদ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকার দাবি করিয়াছেন।

হজরত মোজাদ্দেদ-আলফে ছানি ছাহেব মকতুবাতের ১।৩১৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

او تعالی از جمیع صفات نقص و سمات حدوث منزه و مبرا است جسم و جسمانی نیست و مکانی و زمانی نه ●

"সেই খোদাতায়ালা সমস্ত কলঙ্ক মূলক ও নব সৃজিত গুণাবলী ও চিহ্ন হইতে পবিত্র ও নির্ম্মল, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উর্দ্ধ বিশিষ্ট ও আকৃতিধারী বস্তু নহেন, তিনি কোন স্থানে ও কালে আবদ্ধ নহেন।"

এইরূপ তিনি উহার ২।১২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'হোজ্জাতুল্লাহেল বালেগা' কেতাবের ৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اوجب تنزيهه عن مشابهات المخلوقات بقوله ليس كمثله شيء فمن اوجب خلاف ذالك بعد هم خالف سبيلهم ●

"তিনি নিজেকে সৃষ্টির সৌসাদৃশ্য হইতে পবিত্র হওয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—"তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই।" যে ব্যক্তি তাঁহাদের পরে বিপরীত ভাব প্রতিপাদন করে, সে তাঁহাদের পথের বিপরীত পথ অবলম্বন করিয়াছে।"

এমাম গাজ্জালী এহইয়াওল-উলুমের ১।৯৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

و انه ليس بجسم مصور ●

"নিশ্চয় আল্লাহ কোন আকৃতিধারী জেছম নহেন।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ইহা বাতীল এলহাম পাইয়াছেন।

মির্জা ছাহেব খোদার আলোকময় চেহারা দেখার দাবি করিয়াছেন। অকরাতোল এমাম ১৩ পৃষ্ঠা। তিনি খোদার ছবি দেখার দাবি করিয়াছেন। হকিকাতোল-অহি, ২৫ পৃষ্ঠা।

জিবরাইলকে খোদার নিশ্বাস ও চক্ষের জ্যোতিঃ বলিয়াছেন, তাঁহার আন্দোলন করার কথা লিখিয়াছেন, তওজিহোল মারাম, ৭৬।৭৯ পৃষ্ঠা। তিনি একখানা কাগজ খোদাতায়ালাকে দস্তখত করিতে দেন, হকিকাতোল অহি ২৫৫ পৃষ্ঠা। এইগুলি তাঁহার কাশফ ও এলহাম।

হজরত মোজাদ্দেদ ছাহেব মকতুবাতের ১।২৮৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

الله تعالی بیچون و بیچگونه است هرچه در دید و دانش و شهود و مکاشفه در آید غیر اوست سبحانه و تعالی و راء است -

"আল্লাহতায়ালা অনুপম ও অতুলনীয়, যাহা চক্ষে, জ্ঞানে, শহুদ ও কাশফে আসিতে পারে সেই পাক মহিমান্বিত খোদা ব্যতীত ও উহার বাহিরে।"

আরও ১।৩১৩ পৃষ্ঠা ;—

آنچه بکشف و شهود معلوم کنند ازان نیز منزه است چه ممکن را از حقیقت ذات و صفات و افعال او تعالی جز جهل و حیرت نصیب نیست ایمان بغیب باید آورد و هرچه مکشوف و مشهود گردد نعت لا نفی باید ساخت ۰

"যাহা কাশফ ও অন্তর চক্ষে জানিতে পারেন, তিনি উহা হইতে পবিত্র, কেননা মোমকেনের পক্ষ আল্লাহতায়ালার জাত ও ছেফাত আফয়ালির স্বরূপ (হকিকত) সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ও বিব্রতা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইতে পারে না। অদৃশ্য বিষয়ের উপর ইমান আনিতে হইবে। যাহা কিছু চক্ষে পড়ে ও দৃষ্টিগোচর হয়, উহা প্রকৃত মা'বুদ না হওয়ার দাবি করিতে হইবে।"

এমাম গাজ্জালি এহইয়াওল-উলুমের ১।৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

الله تعالی مع کونه منزها عن الصورة و المقدار مقدسا عن الجهات و الاقطار لا یری فی الدنیا تصدیقا لقوله عز و جل لا تدرکه

الابصار و هو يدرك الابصار و لقوله تعالى فى خطاب موسى عليه السلام لن ترانى ٭

"আল্লাহতায়ালা আকৃতি ও পরিমাণ হইতে পাক, যেরূপ দিক্ ও প্রান্ত হইতে পাক। দুন্‌ইয়াতে তাঁহাকে দেখা যাইতে পারে না, ইহার প্রমাণ এই আয়ত:—চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পারে না, তিনিই চক্ষুগুলিকে দেখিয়া থাকেন।"

আরও এই আয়ত যাহা মুছা (আ:)এর সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—"তুমি কখনও আমাকে দেখিতে পারিবে না।" এমাম বয়হকি 'কেতাবোল-আছমা ওছ্ছেফাতে'র ২১৮।২১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

فان الذى يجب علينا و على كل مسلم ان يعلم ان ربنا ليس بذى صورة و لا هيئة ٭

"নিশ্চয় আমাদের উপর ও প্রত্যেক মুছলমানের উপর ইহা অবগত হওয়া ওয়াজেব যে, আমাদের প্রতিপালক আকৃতি ও অবয়বধারি নহেন।"

এমাম নাবাবী 'ছহিহ-মোছলেমে'র টীকার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

و من المستحيل ان تكون ذات الله تعالى نورا اذا النور من جملة الاجسام و الله تعالى سبحانه و تعالى يجل عن ذلك هذا مذهب جميع ائمة المسلمين ◎

"আল্লাহতায়ালার জাতের জ্যোতিঃ হওয়া অসম্ভব, কেননা জ্যোতিঃ জেছমের অন্তর্গত, আল্লাহতায়ালা ইহা হইতে পবিত্র, ইহা সমস্ত মুছলমান এমামের মত।"

আরও উহার ১০০ পৃষ্ঠা;—

ان الله تعالى ليس كمثله شيء و انه منزه عن التجسم و الانتقال و التحيز فى جهة و عن سائر صفات المخلوقات ٭

"নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার তুল্য কোন বস্তু নাই, নিশ্চয় তিনি জেছমিএত স্থানান্তরে গমন, কোন দিকে স্থিতিশীল হওয়া এবং সৃষ্ট বস্তুগুলির সমস্ত গুণাবলী হইতে পবিত্র।"

এমাম গাজ্জালী, এমাম রাব্বানি, এমাম বয়হকি প্রভৃতিকে কাদিয়ানিগণ মোজাদ্দেদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, পঞ্চম বর্ষের ৫।৬।৭ম সংখ্যা আহমদী পত্রিকা দ্রষ্টব্য। তাঁহারা বলিয়াছেন আল্লাহতায়ালা আকৃতি ও অবয়বধারী নহেন, কাজেই মির্জা ছাহেবের উল্লিখিত মত বাতীল।

এমাম আবদুল অহ্হাব শায়ারানি 'এওয়াকিত-অল-জাওয়াহের' কেতাবের ১।১১০।১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

قال محمد بن سيرين من رأى ربه في المنام دخل الجنة
و تكون رؤية الله تعالى بواسطة مثال يليق به منزه عن الشكل
و الصورة فيكون في ذلك المثال - اما اذا رآه في صورة
لا تناسب جلال الصمدية في معنى ما فالرائى ممن عبث به
الشيطان ◎

"মোহাম্মদ-বেনে ছিরিন বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রতিপালককে স্বপ্নে দেখে, সে বেহেশতে দাখিল হইবে। আল্লাহতায়ালার দর্শন লাভ এরূপ ভাবে হইবে যাহা তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত, অবয়ব ও আকৃতি হইতে উহা পাক হইবে। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাকে এরূপ ভাবে দেখে যে, কোন প্রকারে জালালে ছামাদিএতের উপযুক্ত না হয়, তবে শয়তান তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়াছে।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মির্জা ছাহেব শয়তানের আকৃতিকে খোদা ধারণা করিয়াছিলেন।

মির্জা ছাহেব খোদা হওয়ার, আছমান, জমিন ও মনুষ্য সৃষ্টি করার দাবি করিয়াছেন, আইনায়-কামালাত-ইছলাম, ৪৪৯।৪৫০ পৃষ্ঠা। ইহা শয়তানি এলহাম নহে কি ?

মির্জা ছাহেব ফেরেশতাগণকে নক্ষত্রগুলির আত্মা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তওজিহোল-মারাম, ৫৩ পৃষ্ঠা। ইহা শয়তানি এলহাম নহে কি ? তিনি হিন্দুদিগের কৃষ্ণের অবতার হওয়ার দাবি করিয়াছেন, লেকচারে-শিয়ালকোট, ১৩ পৃষ্ঠা ও তত্তেম্মায়ে-হকিকাতোল-অহি, ৮৫ পৃষ্ঠা।

তিনি হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর অবতার হওয়ার দাবি করিয়াছেন।
—হকিকাতোন্নবুয়ত, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

তিনি হজরত ঈছা (আঃ)এর অবতার হওয়ার দাবি করিয়াছেন।
—আইনায়-কামালাতে-ইছলাম, ৩৫৭।৩৫৮ পৃষ্ঠা।

স্বয়ং মির্জা ছাহেব এজালায়-আওহামের ২।৪৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

جو شخص فوت ہو جائے تو پھر دنیا میں کبھی نہیں آسکتا ●

"যে ব্যক্তি মরিয়া যায়, সে পুনরায় কখনও তুনইয়াতে আসিতে পারে না।"

আরও ৪৭৬ পৃষ্ঠার হাশিয়া ;—

جو لوگ مر چکے ہیں ان میں اور دنیا میں ایک پردہ ہے
جن کی وجہ سے وہ قیامت تک دنیا کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ●

"যাহারা মরিয়া গিয়াছেন, তাহাদের ও তুনইয়ার মধ্যে একটা অন্তরাল রহিয়াছে—যাহার জন্য তাহারা কেয়ামত পর্য্যন্ত তুনইয়ার দিকে ফিরিতে পারে না।"

আরও তিনি তথায় উক্ত মর্ম্মের ৯।১০টী কোরআনের আয়ত ও একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা, আহমদী পত্রিকা, ৬০ পৃষ্ঠা ;—

"যদি সেই ইস্রায়ালী ঈছা পুনরায় আসেন, তাহা হইলে পুনর্জন্ম বা আত্ম-বিকাশ ও জন্মগ্রহণ বাদ সত্য বলিয়া মানিতে হয় এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা অন্যদেহে অধিষ্ঠান করিতে পারে কিম্বা এই জড় জগতে ঘুরিয়া আসিতে পারে, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পবিত্র কোরআনের শিক্ষানুযায়ী উভয় মতই অশুদ্ধ। কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তির আত্মা বা আধ্যাত্মিক শক্তি মানবের বা অপর কোন প্রকার আকৃতি ধারণ করিয়া অন্য কাহারও অন্তরের মধ্যে কখনও প্রবেশ করে না। এক ব্যক্তির আত্মা তাহার জীবিতাবস্থায় বা তাহার মৃত্যুর পর যেমন অপর ব্যক্তিতে প্রবেশ করে না, তদ্রূপ এক ব্যক্তির আধ্যাত্মিক শক্তিও তাহার জীবিতাবস্থায় বা তাহার মৃত্যুর পর আর এক ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করে না।"

এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, মির্জা ছাহেব কি কৃষ্ণ, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) ও হজরত ঈছা (আঃ)এর অবতার সাজিলেন? তাঁহাদের আত্মা কি মির্জা ছাহেবের মধ্যে আসিয়াছিল?

ইহ ত মির্জা ছাহেব ও তাঁহার ভক্তদিগের মত, কোরআন ও হাদিছের মতে নিষিদ্ধ।

কাদিয়ানি মৌলবি নুরুদ্দিন ছাহেব 'রদ্দে-তানাছোখ' কেতাবের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

● تناسخ کا مسئلہ جیسے توحید کے خلاف ہے اور شرک کا باعث

"একজনের আত্মা অন্য দেহে প্রবেশ করার মছলা যেরূপ তওহিদের বিপরীত সেইরূপ শেরকের অবলম্বন,.........."

তৎপরে তিনি উহার ২০ পৃষ্ঠায় উহার বাতীল হওয়া সম্বন্ধে কোরআনের তিনটী আয়ত লিখিয়াছেন

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, মির্জা ছাহেবের উহা শয়তানি এলহাম।

আমরা কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে বজ্রনিনাদে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি তাহারা কোরআন, হাদিছ, এজমা, কেয়াছ বা তাহাদের মান্য মোজাদ্দেদগণের কথা হইতে প্রমাণ করাইয়া দিতে পারেন যে, কেহ কৃষ্ণ বা উক্ত নবিদ্বয়ের অবতার সাজিয়া বাহির হইবে, তবে ১০০৲ টাকা পুরস্কার পাইবেন। আর যদি ইহা তাহার নিজের এলহাম হয়, তবে তাহার নূতন শরিয়ত প্রস্তুত করা হইবে—যাহা শরিয়তে মোহাম্মদীকে মনছুখ করিয়া দিবে।

মির্জা ছাহেব হজরত ঈছা (আঃ)এর সশরীরে জীবিতাবস্থায় আছমানে উত্থিত হওয়া ও পুনরায় দুনইয়াতে নাজেল হওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছেন।

তিনি হামামাতোল-বোশরার ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তিনি এলহাম ও মোকাশাফা দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হজরত ইছা মরিয়া গিয়াছেন। তিনি এজালায়-আওহামের ১।১৩৫ পৃষ্ঠায় এমাম আবদুল অহাব শায়ারানি ও পীর মহইউদ্দীন আরাবীর কথা মান্য করিয়াছেন। উহার ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম জালালদ্দিন ছইউতি ও পীর মহইউদ্দীন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহারা নবি (ছাঃ)এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হাদিছ ছহিহ করিয়া লইতেন। আরও উহার ১৩৭ পৃষ্ঠায় শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব এবং উহার ২।৩০৫ পৃষ্ঠায় এমাম আহমদ ছারহান্দিকে মোজাদ্দেদ বলিয়া লিখিয়াছেন।

তিনি উহার ১।১৭৪ পৃষ্ঠায় হজরত বড় পীর ছাহেবের কথা দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন।

তাহাদের দলের 'কওলোল-মবিন' কেতাবের ১৫।১৬।১৭ পৃষ্ঠায় এমাম গাজ্জালী, এমাম ছইউতি, এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দি ও শাহ অলিউল্লা ছাহেবগণকে মোজাদ্দেদ স্থির করা হইয়াছে। পঞ্চম বর্ষের ৫।৬।৭ম সংখ্যা আহমদী পত্রিকা, ৫৮ পৃষ্ঠা ;—

এমাম গাজ্জালী, এমাম ফখরদ্দিন রাজি, এমাম জালালদ্দিন ছাইউতি এমাম বয়হকি, শাহ অলিউল্লাহ, এমাম রাব্বানি আহমদ ছারহান্দি ও ছৈয়দ আহমদ বেরেলিকে মোজাদ্দেদ বলা হইয়াছে।

প্রথম বর্ষের ২য় সংখ্যা আহমদীর ২২।২৩ পৃষ্ঠায় হজরত বড় পীর ছৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী, এমাম ফখরদ্দিন রাজি, হজরত পীর মইনদ্দিন চিশতী, এবনো হাজার আস্কালানি, এমাম ছাইউতি, মোল্লা আলি কারি, এমাম রাব্বানী. শাহ অলিউল্লাহ, শাহ আবদুল আজিজ ও ছৈয়দ আহমদ বেরেলি প্রভৃতিকে মোজাদ্দেদ বলা হইয়াছে। তাহারা এলহাম প্রাপ্ত ও সংস্কারক ছিলেন, তাহাদের দ্বারা কোরআন ও হাদিছের প্রকৃত মর্ম্ম পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

এজালাতোল-আওহামের ১।১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মোজাদ্দেদ খোদার পক্ষ হইতে আসিয়া এল্‌মে-লাহুন্নি ও আছমানি নিদর্শন সকল প্রকাশ করেন।

এক্ষণে আসুন, কাদিয়ানি দলের মান্য মোজাদ্দেদগণ হজরত ঈছা (আঃ) ও এমাম মাহদী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, তাহাই শুনুন ;—

পীর মহইউদ্দিন আরাবি 'ফতুহাতে-মক্কিয়া' কেতাবের ২১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فابقى الله تعالى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسل الاحياء باجسادهم فى هذه الدار الدنيا ثلاثة وهم ادريس عليه السلام بقى حيا بجسده واسكنه الله السماء الرابعة والسموات السبع هن من عالم الدنيا وتبقى ببقائها وتفنى صورتها بفنائها فى جزء من الدار الدنيا وابقى فى الارض ايضاً الياس وعيسى وكلاهما من المرسلين واما الخضر وهو الرابع - فهؤلاء باقون باجسامهم فى الدار الدنيا ٥

"আল্লাহতায়ালা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর পরে এই দুনইয়াতে রাছুলগণের মধ্যে তিনজনকে সশরীরে জীবিত রাখিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে প্রথম ইদরিছ (আঃ), তিনি সশরীরে জীবিত আছেন এবং আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে চতুর্থ আছমানে স্থান দান করিয়াছেন। সপ্ত আছমান আলমে-দুনইয়ার অন্তর্গত, যতদিবস দুনইয়া বাকি থাকিবে, উক্ত সপ্ত আছমান বাকি থাকিবে। দুনইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, সপ্ত আছমানের আকৃতি ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, এই হেতু সপ্ত আছমান দুনইয়ার একাংশ হইয়াছে। আরও আল্লাহ দুনইয়াতেই ইল্‌য়াছ ও ইছা (আঃ)কে জীবিত রাখিয়াছেন। উভয়ে রাছুলগণের অন্তর্গত ছিলেন। চতুর্থ খেজের (আঃ), ইহারা সশরীরে দুনইয়াতে জীবিত আছেন।"

আরও তিনি 'ফতুহাতে-মক্কিয়া'র ৩।৩৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فلما دخل اذا بعيسى عليه السلام بجسده عينه فانه لم يمت الى الآن بل رفعه الله الى هذه السماء و اسكنه بها ◎

"তৎপরে যখন নবি (ছাঃ) (মেরাজের রাত্রে দ্বিতীয় আছমানে) উপস্থিত হইলেন, তখন ইছা (আঃ)এর সাক্ষাৎ করেন, তিনি অবিকল সশরীরে আছেন, কেননা তিনি অদ্যাবধি এন্তেকাল করেন নাই, বরং আল্লাহ তাঁহাকে এই আছমানে উঠাইয়া লইয়াছেন এবং তাহাকে তথায় স্থান দিয়াছেন।"

আরও উহার ২।৪৯ পৃষ্ঠা ;—

فينزل في آخر الزمان وارثا خاتما لا ولي بعده بنبوة مطلقة -

"তৎপরে ইছা (আঃ) শেষ জামানাতে ওয়ারেছ খাতেমে-বেলাএতে মোতালাকা হইয়া নাজেল হইবেন, তাঁহার পরে নবুয়তের মোতালাকার সহিত কোন অলী হইবে না।"

আরও উহার ১।১৫০ পৃষ্ঠা ;—

و ان عيسى عليه السلام اذا نزل ما يحكم الا بشريعة محمد صلى الله عليه و السلام ◎

"নিশ্চয় ইছা (আঃ) যে সময় নাজেল হইবেন, শরিয়তে-মোহাম্মদীর দ্বারা হুকুম করিবেন।"

কোতবে-রব্বানি পীর আবদুল অহ্হাব শায়ারানি 'এওয়াকিত-অল-জাওয়াহের' কেতাবের ২৯১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و الحق انه رفع بجسده الى السماء و الايمان بذالك واجب قال تعالى بل رفعه الله اليه ◎

"সত্য মত এই যে, হজরত ইছা (আঃ) সশরীরে আছমানে সমুত্থিত হইয়াছেন, ইহার উপর ঈমান আনা ওয়াজেব। আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, বরং তিনি (আল্লাহ) তাহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন।"

আরও উক্ত পৃষ্ঠা ;—

و انكرت المعتزلة و الفلاسفة و اليهود و النصارى عروجه بجسده الى السماء و قال تعالى في عيسى عم و انه لعلم للساعة ◎

"মো'তাজেলা, ফিলোছফি, য়িহুদী ও খ্রীষ্টান সম্প্রদায় হজরত ইছা (আঃ)এর সশরীরে আছমানে সমুত্থিত হওয়ার কথা অস্বীকার করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালা ইছা (আঃ)এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন, নিশ্চয় উক্ত ইছা কেয়ামতের আমানত।"

হজরত এমাম রাব্বানি মোজাদ্দেদে আলফে ছানি (রঃ) মকতুবাতের ৩।২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

حضرت عیسی عم که از آسمان نزول خواهد فرمود متابعت شریعت خاتم الرسل خواهد نمود ◎

"হজরত ইছা (আঃ) যখন আছমান হইতে নাজেল হইবেন খাতেমোর-রোছলের শরিয়তের তা'বেদারি করিবেন।"

এমাম জালালদ্দিন ছইউতি 'খাছায়েছে-কোবরা'র ২।১৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و اوتى عيسى الرفع فى السماء ◎

"ইছা (আঃ)কে আছমানে সমুত্থিত হওয়ার মো'জেজা দেওয়া হইয়াছে।"

তিনি এৎকানের ২।১৪১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

رفع و له ثلاث و ثلاثون سنة و في احاديث انه ينزل و يقتل الدجال و يتزوج و يولد له و يحج و يمكث في الارض سبع سنين و يدفن عند النبي صلعم ◎

"হজরত ইছা (আঃ) ৩৩ বৎসর বয়সে (আছমানে) সমুত্থিত হইয়াছিলেন। অনেক হাদিছে আছে, নিশ্চয় তিনি নাজেল হইয়া দাজ্জালকে হত্যা করিবেন, বিবাহ করিবেন, তাঁহার সন্তান হইবে, তিনি হজ্জ করিবেন, জমিতে সাত বৎসর থাকিবেন এবং নবি (ছাঃ)এর নিকট মদফুন হইবেন।"

আল্লামা এবনো-হাজার আস্কালানি 'তলখিছোল-হবির' কেতাবের ২।৩১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و رفع عيسى عليه السلام الى السماء - و اما رفع عيسى (عم) فاتفق اصحاب الاخبار و التفسير على انه رفع ببدنه حيا ◎

"ইছা (আঃ) আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। ইছা (আঃ)এর সমুত্থিত হওয়ার বিবরণ এই যে, ঐতিহাসিক ও তফছির কারকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, নিশ্চয় তিনি সশরীরে জীবিতাবস্থায় সমুত্থিত হইয়াছিলেন।"

এমাম ফখরুদ্দিন রাজি 'তফছিরে-কবিরে'র ৩।৩৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و رفع الى السماء ◎

"হজরত ইছা (আঃ) আছমানে সমুত্থিত হইয়াছিলেন।"

আরও তিনি উহার ৭।৪৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و ان عيسى لعلم للساعة الى شرط من اشراطها تعلم به و في الحديث ان عيسى ينزل على ثنية في الارض المقدسة و بيده حربة و بها يقتل الدجال ◎

"নিশ্চয় ইছা কেয়ামতের শর্তগুলির মধ্যে একটী শর্ত, তদ্দ্বারা উহা জানা যাইবে। হাদিছে আছে, নিশ্চয় হজরত ইছা (আঃ) পবিত্র জমির একটী স্তূপের উপর নাজেল হইবেন, তাঁহার হস্তে একখণ্ড কোড়া থাকিবে, তিনি উহা দ্বারা দাজ্জালকে হত্যা করিবেন।"

এমাম এছফেরাইনি 'লাওয়াএহোল-আনওয়ারেল-বাহিয়া'র ২।৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

من علامات الساعة العظيمة الثلاثة ان ينزل من السماء عيسى بن مريم و نزوله ثابت بالكتاب و السنة و اجماع الامة ۞

"কেয়ামতের তিনটী বড় আলামতের মধ্যে একটী এই যে, ইছা বেনে মরয়েম আছমান হইতে নাজেল হইবেন। ইহা কোরআন, হাদিছ ও এজমায়ে-উম্মত হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে।"

এমাম বয়হকি কেতাবোল-আছমা'র ৩০১ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটী লিখিয়াছেন ;—

قال رسول الله صلعم كيف انتم اذا نزل ابن مريم من السماء و انما اراد نزوله من السماء بعد الرفع اليه ۞

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, কিরূপ তোমাদের অবস্থা হইবে, যে সময় মরয়েমের পুত্র আছমান হইতে নামিয়া আসিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হজরত ইছা (আঃ)এর আছমানে সমুত্থিত হওয়ার পরে তথা হইতে নাজেল হওয়া।"

বাজমায়োল-বেহার, ১।৩০২ পৃঃ ;—

فيبعث الله عيسى اي ينزله من السماء حاكما بشرعنا و انكر بعض المعتزلة نزوله و قتل الدجال ۞

"তৎপরে আল্লাহ ইছা (আঃ)কে আমাদের শরিয়ত অনুসারে হুকুমকারী রূপে আছমান হইতে নাজেল করিবেন। (ভ্রান্ত) মো'তাজেলা সম্প্রদায় তাঁহার নাজেল হওয়া ও দাজ্জাল হত্যা করা অস্বীকার করিয়াছে।" এই গ্রন্থকারের কথা কাদিয়ানি দল খুব মানিয়া লইয়া থাকেন।

মোল্লা আলি কারি মেরকাতের ৫।১৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(فينزل عيسى بن مريم) اي من السماء على منارة بيضاء دمشق ۞

"তৎপরে ইছা বেনে মরয়েম দেমাশকের সাদা মিনারার উপর আছমান হইতে নাজেল হইবেন।"

হজরত বড়পীর ছাহেব গুনইয়াতোত্তালেবিন কেতাবের ২।৫৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

رفع الله عز و جل عيسى عليه السلام الى السماء فيه ۞

"আল্লাহতায়ালা উক্ত আশুরার দিবসে ইছা (আঃ)কে আছমানে উঠাইয়া লইয়া ছিলেন।"

আরও গুনইয়াতোত্তালেবিন, ১১৮ পৃষ্ঠা ;—

فاوحي الله تعالى اليه الخ ◎

"আল্লাহতায়ালা ইছা (আঃ)কে অহি করিলেন, হে কুমারীর পুত্র, তুমি জান, কিরূপ আয়ত তোমার উপর নাজেল করা হইয়াছে-? নিশ্চয় উহা শান্তির আয়ত, উহা তাঁহার কালাম, বিছমিল্লাহের রহমানের রহিম। তুমি দণ্ডায়মান, উপবেশন, শয়ন, গমণাগমন, তোমার আছমানে সমুত্থিত হওয়া ও তোমার তথা হইতে নামিয়া আসা অবস্থায় অধিক পরিমাণ পাঠ করিবে। যখন আল্লাহ তাঁহাকে আছমানে উঠাইয়া লন, তখন তিনি নূতন ধরণে তাঁহার দরজা তাহার শিষ্যগণকে প্রকাশ করেন।"

পীর মইনদ্দিন চিস্তি আনিছোল-আরওয়াহ কেতাবের ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

چون شهرها همه ازين سراسر خراب شود محمد بن عبد الله بيرون
آيد از شرق تا غرب عدل وى بگيرد و عيسى از آسمان فرود آيد ◎

"যখন সমস্ত শহর ইহার জন্য উৎসন্ন হইয়া যাইবে, মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লাহ (এমাম মাহদী) বাহির হইয়া পড়িবেন, পূর্ব্বদেশ হইতে পশ্চিম দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার সুবিচার ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে এবং ইছা (আঃ) আছমান হইতে নামিয়া আসিবেন।"

মাওলানা অলিউল্লাহ ছাহের 'তাবিলো-আহাদিছ'এর ৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و اجمعوا على قتل عيسى و مكروا و مكر الله و الله خير الماكرين
فجعل له فيه مشابهة و رفعه الى السماء *

"আর ইহুদীগণ ইছা (আঃ)এর হত্যা সাধন করিতে সমবেত হইলেন, তাহারা চক্র করিয়াছিলেন, আল্লাহ তাহাদের চক্রকে প্রতিহত করিলেন, আল্লাহ প্রতিহতকারিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। তখন আল্লাহ একজনকে ইছা (আঃ)এর আকৃতি প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে আছমানে উঠাইয়া লইলেন।"

৪৬

আরও তিনি ফওজোল-কবিরের ১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لذز از ضلالت ایشان یکی آنست که جزم میکنند که حضرت عیسی عم مقتول شده است فی الواقع در قصهٔ عیسی عم اشتباهی واقع شده بود رفع بر آسمان را قتل گمان کردند و کابرا عن کابر غلط را روایت نمودند خدائے تعالی در قرآن شریف ازالهٔ شبهه فرمود که ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم ●

"আরও খ্রীষ্টানদিগের গোমরাহির মধ্যে একটী এই যে, তাহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন যে, হজরত ইছা (আঃ) নিহত হইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইছা (আঃ)এর ঘটনাতে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, আছমানে উত্থিত করাকে হত্যা ধারণা করিয়াছিলেন, পুরুষ পরম্পরায় ভ্রান্তিমূলক কথা রেওয়াএত করিয়াছেন। খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছেন, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করেন নাই এবং শূলিকাষ্ঠে আকর্ষণ করেন নাই, কিন্তু তাহাদের জন্য অন্যের রূপ পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল।"

উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যাইতেছে যে, কাদিয়ানি দলের মানিত সমস্ত মোজাদ্দেদ হজরত ইছা (আঃ)এর সশরীরে জীবিতাবস্থায় আছমানে উত্থিত হওয়ার এবং শেষ জামানায় তাঁহার আছমান হইতে দুনইয়ার আসার কথা স্বীকার করিয়াছেন, কাজেই মির্জ্জা ছাহেবের এলহাম ও কাশ্‌ফ বাত্তীল. তিনি এই দাবিতে মিথ্যাবাদী।

মির্জ্জা ছাহেব ছুরা আল-এমরানের الي متوفيك এই শব্দের অর্থ "নিশ্চয় আমি তোমাকে মারিয়া ফেলিব।" প্রকাশ করিয়া হজরত ইছা (আঃ)এর মৃত্যুর দাবি করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মানিত বড় মোজাদ্দেদ মোলহাম্ পীর মহউদ্দিন আরাবি নিজের তফছিরের ১।১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

(انی متوفیك) ای قابضك الی من بینهم ◎

"নিশ্চয় আমি তোমাকে তাহাদের মধ্যে হইতে নিজের দিকে উঠাইয়া লইব।"

তাঁহার মানিত মোজাদ্দেদ হজরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব ফৎহোর-রহমানের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

الی متوفیك و رافعك الی ـ هر آینه من بر گیرنده تو ام
یعنی ازین جہان و بر دارنده تو ام بسوی خود ◎

"নিশ্চয় আমি তোমাকে এই দুনইয়া হইতে উঠাইয়া লইব এবং তোমাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিব।"

তফছিরে-আব্বাছি, ১।১৭৭।১৭৮ পৃষ্ঠা ;—

ثم متوفیك قابضك بعد النزول ●

"তৎপরে আমি তোমাকে নাজেল হওয়ার পরে কবজ করিয়া লইব।"

এমাম জালালদ্দিন ছাইউতি দোরে-মনছুরের ২।৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

عن ابن عباس في قوله الي متوفيك و رافعك يعني رافعك
الي متوفيك في آخر الزمان ●

"এবনো-আব্বাছ উক্ত আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আমি তোমাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইব, তৎপরে শেষ জামানাতে মারিয়া ফেলিব।"

قال الحسن قال رسول الله صلعم لليهود ان عيسى لم يمت و
انه راجع اليكم قبل يوم القيمة ●

"হাছান বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ইহুদীদিগকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় ইছা মরেন নাই, নিশ্চয় তিনি কেয়ামতের পূর্ব্বে তোমাদের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।"

عن الحسن في الآية قال رفعه الله اليه فهو عنده في السماء ●

"হাছান এই আয়তের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, আল্লাহ তাহাকে নিজের দিকে উঠাইয়া লইয়াছেন। এখন তিনি তাঁহার দরবারে আছমানে আছেন।

قال كيف تهلك امة انا في اولها و عيسى في آخرها ●

হজরত বলিয়াছেন, কিরূপে উক্ত উম্মত ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে—যাহার প্রথম ভাগে আমি এবং শেষ ভাগে ইছা (আঃ) হইবেন।"

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ২।৪৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

ان التوفي اخذ الشيء وافيا و لما علم الله ان من الناس من
يخطر بباله ان الذي رفعه هو روحه لا جسده ذكر هذا الكلام ليدل
على انه عليه الصلوة و السلام رفع بتمامه الي السماء بروحه و بجسده

و يدل علي صحة هذا التاويل قوله تعالى و ما يضرونك من شي *

"توفى শব্দের অর্থ কোন বস্তু সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। আল্লাহ জানিতেন যে, কতক লোক ধারণা করিবে যে, আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রাণ উঠাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার শরীর উঠাইয়া লন নাই, এইহেতু উক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন যেন ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার আত্মা ও শরীর উভয় উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা ছহিহ্ হওয়ার প্রমাণ এই আয়ত ;—তাহারা তোমার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না।" কাদিয়ানি দলের মানিত চারিজন মোজাদ্দেদ যখন মির্জা ছাহেবের মতের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন, অথচ তাঁহারা এলহাম প্রাপ্ত মোজাদ্দেদ, কাজেই চারিজনের এলহামের বিরুদ্ধে মির্জা ছাহেবের এলহাম বাতীল।

মির্জা ছাহেব ছুরা মায়েদার فلما توفيتني শব্দের অর্থ হজরত ইছা (আঃ) এর মৃত্যু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাঃ) তফছিরে-আব্বাছিয়ার ১।৩১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فلما توفيتني) رفعتني من بينهم *

"যখন তুমি আমাকে তাহাদের মধ্য হইতে উঠাইয়া লইয়াছিলে।"

মাওলানা অলিউল্লাহ্ ছাহেব ফৎহোর-রহমানের ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فلما توفيتني پس وقتيكه بر گرفتي مرا @

"যে সময় তুমি আমাকে উঠাইয়া লইয়াছিলে।"

উহার হাশিয়াতে আছে ;—

يعني بر آسمان بردی مرا @

"অর্থাৎ তুমি আমাকে আছমানে উঠাইয়া লইয়াছিলে।"

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ৩।৪৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

فلما توفيتني - و المراد منه وفاة الرفع الي السماء @

উহার অর্থ আছমানে উঠাইয়া লওয়া।"

তফছিরে-জালালাএন ;—

فلما توفيتني - قبضتني بالرفع الى السماء @

"যখন তুমি আছমানে উঠাইয়া লইয়াছিলে।"

পীর মহইউদ্দিন আরাবি 'ফতুহাতে-মক্কিয়া'র ১।২২৩।২২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"হজরত ওমার বেনে খাত্তাব (রঃ) ছা'দ বেনে আবি আক্কাছ (রাঃ)কে লিখিয়াছিলেন যে, নাজলা আনছারিকে এরাকের হোলওয়ানের দিকে রওয়ানা কর। ইহাতে তিনি নাজলা আনছারিকে একদল যোদ্ধার সহিত রওয়ানা করিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেন এবং বহু লোককে বন্দী করিলেন এবং তৎসমুদয় লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আছরের ওয়াক্ত অস্ত হইতেছিল, সূর্য্য অস্তমিত প্রায় হইতে ছিল, তখন নাজলা বন্দিদিগকে ও লুণ্ঠিত দ্রব্যসমূহকে পাহাড়ের অধোদেশে স্থাপন করিয়া আজান দিতে আরম্ভ করিলেন। এমতাবস্থায় পাহাড়ের মধ্য হইতে একজন লোক আজানের প্রত্যেক শব্দের জওয়াব দিতেছিলেন, তিনি আজান শেষ করিয়া বলিলেন, আপনি কে ? আল্লাহ আপনার উপর রহমত করুন, আপনি কি ফেরেশতা, না জেন, না আল্লাহতায়ালার বান্দা। আপনি যেরূপ নিজের আওয়াজ শুনাইয়াছেন সেইরূপ নিজের শরীর আমাদের নিকট প্রকাশ করুন। আমরা আল্লাহতায়ালার রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)র ও হজরত ওমার বেনেল-খাত্তাবের দল। তখন পাহাড় ফাটিয়া একজন লোক বাহির হইল। তাহার মস্তক চক্কি প্রস্তরের তুল্য ছিল, মস্তকের কেশ ও দাড়ী সাদা হইয়া গিয়াছিল, তাহার পরিধেয় দুইটী পুরাতন পশমি চাদর ছিল। তিনি ছালাম করিলেন। আমরা ছালামের উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ? খোদা আপনার উপর রহম করুন। তিনি বলিলেন, আমি বার-ছালমার পুত্র জরিব, নেকবান্দা ইছা বেনে মরয়েমের অছি। তিনি আমার স্থান এই পাহাড়ে স্থির করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার আছমান হইতে নাজেল হওয়া পর্য্যন্ত আমার আয়ু লম্বা হওয়ার দোওয়া করিয়াছিলেন। তিনি নাজেল হইয়া শূকর হত্যা করিবেন, ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, খ্রীষ্টানেরা যে অভিনব মত ধারন করিয়াছে, তাহা হইতে নারাজি প্রকাশ করিবেন। তৎপরে বলিলেন, হজরত মোহম্মদ (ছাঃ) কি অবস্থায় আছেন ? আমরা

বলিলাম, তিনি এন্তেকাল করিয়া গিয়াছেন। তৎশ্রবণে তিনি অনেকক্ষণ ক্রন্দন করিলেন, এমনকি তাঁহার দাড়ী ভিজিয়া গেল। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার পরে তোমাদের মধ্যে কে খলিফা হইয়াছেন? আমরা বলিলাম, আবুবকর (রাঃ)। তিনি বলিলেন, তাঁহার অবস্থা কিরূপ? আমরা বলিলাম, তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, তাঁহার পরে তোমাদের মধ্যে কে খলিফা হইয়াছেন? আমরা বলিলাম, হজরত ওমার (রাঃ)। তৎপরে তিনি বলিলেন, যখন হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ)এর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না, তখন হজরত ওমার (রাঃ)কে আমার ছালাম পৌঁছাইবেন এবং বলিয়া দিবেন, তিনি যেন ন্যায় বিচার করেন, কেয়ামত নিকটে আসিয়াছে। তৎপরে তিনি বলিলেন, আমি যে চিহ্নগুলির সংবাদ দিতেছি, তাহা ওমরকে জ্ঞাপন করিবেন। যে সময় এই রীতিগুলি হজরত মোহম্মদ (ছাঃ)এর উম্মতের মধ্যে প্রকাশিত হইবে, তখন পলায়ন ব্যতীত আর কিছু উপায় থাকিবে না। যখন পুরুষে পুরুষে, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে সঙ্গম করিবে, নিজের নছব পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য নছব প্রকাশ করিবে, মুক্ত গোলাম নিজের মালিক ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের নামে প্রসিদ্ধ হইবে। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কনিষ্ঠের উপর দয়া করিবে না, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের সম্মান রাখিবে না, সৎকার্য্যের হুকুম করা হইবে না, অসৎকার্য্য করিতে নিষেধ করা হইবে না, আলেমেরা দুনিয়া লাভের জন্য এলম শিক্ষা করিবে, বর্ষাকালে বারিবর্ষণ হইবে না, বড় বড় মিম্বর বানান হইবে, কোরআন মজিদকে রৌপ্যের পানি দ্বারা নক্শা করা হইবে, মছজেদের নক্শ নেগার বেশী করা হইবে, প্রকাশ্য ভাবে উৎকোচ গ্রহণ করা হইবে, অট্টালিকা খুব মজবুত করা হইবে, নফছের কামনা বাসনা চরিতার্থ করা হইবে, দীনকে দুনিয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করা হইবে, মানুষ হত্যাকে সামান্য বিষয় অনুমান করা হইবে, আত্মীয়তা বিচ্ছেদ করা হইবে, টাকা দিয়া বিচার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা হইবে। সুদ খাওয়া হইবে, হুকুমত গৌরবের বিষয় হইবে, ধনাঢ্যতা সম্মানের বিষয় হইবে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সামান্য ব্যক্তির সম্মান করিবে, স্ত্রীলোকেরা ঘোটকের উপর আরোহণ করিবে। তৎপরে তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

নজলা এই সংবাদ হজরত ছা'দকে জানাইলেন, তিনি হজরত ওমারকে জানাইলেন। হজরত ওমার (রাঃ) ছা'দকে লিখিলেন, তোমরা সঙ্গী

মোহাজের ও আনছারদিগের সহিত সেই পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হও, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তাহাকে আমার ছালাম জানাও।

হজরত ছা'দ চারি সহস্র মোহাজের ও আনছারকে লইয়া চল্লিশ দিবস সেই পাহাড়ের নিকট থাকিয়া প্রত্যেক ওয়াক্তে আজান দিতেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই।

ইহাতে বুঝা যায় যে, মির্জা ছাহেবের এলহাম বহু মোজাদ্দেদের এলহামের বিপরীত, কাজেই উহা বাতীল।

মির্জা ছাহেব و ما قتلوه و ما صلبوه এই আয়তের বিপরীতে বলেন যে, হজরত ঈছাকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল, যেহেতু উহা ইঞ্জিলে আছে।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব ফৎহোর-রহমানের ১১৬ পৃষ্ঠায় উহার অনুবাদের লিখিয়াছেন।

نکشتند اورا و بر دار نکردند اورا ٭

"না তাঁহাকে তাহারা হত্যা করিয়াছিল এবং না তাহারা তাঁহাকে শূলীর উপর উঠাইয়াছিল।" এমাম জালালদ্দিন ছইউতি দোর্রে-মনছুরের ২।২৩৮।২৩৯ পৃষ্ঠায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন। এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ৩।৩৪৯।৩৫০ পৃষ্ঠায় এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

উপরোক্ত তিন জন এলহাম প্রাপ্ত মোজাদ্দেদের মতের বিপরীতে মির্জা ছাহেবের মত বাতীল। মির্জা ছাহেব ছুরা জোখরাফের و انه لعلم الساعة এই আয়তের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, "নিশ্চয় উক্ত কোরআন কেয়ামতের আলামত।"

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব ফৎহোর-রহমানের ৫৬১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و انه لعلم الساعة و هر آئينه عيسى نشانه است قيامت را ٭

"নিশ্চয় ইহা কেয়ামতের নিদর্শন।"

তফছিরে-আব্বাছি, (ফৎহোর-রহমানের হাশিয়াতে মুদ্রিত) ৫৬১ পৃষ্ঠা ;—

(و انه) يعني نزول عيسى بن مريم (لعلم الساعة) لبيان قيام الساعة ٭

"নিশ্চয় ইছা বেনে মরয়েমের নাজেল হওয়া কেয়ামত আসার লক্ষণ।"

এমাম জালালদ্দিন ছইউতি তফছিরে-জালালাএনে লিখিয়াছেন ;—

(و انه) اى عيسى (لعلم الساعة تعلم بنزوله ۞

"নিশ্চয় ইছা কেয়ামতের আলামত, তাঁহার নাজেল হওয়াতে উহা জানা যাইবে।"

হাশিয়ায়-জোমাল, ৪।৯৩ পৃষ্ঠা ;—

و المعنى ان نزوله علامة على قرب الساعة ۞

"অর্থ—ইছার নাজেল হওয়া কেয়ামত সন্নিকট হওয়ার আলামত।"

এমাম রাজি তফছিরে-কবিরের ৭।৪৩৪।৪৩৫ পৃষ্ঠায় উক্ত মর্ম লিখিয়াছেন। উপরোক্ত তিন স্থল এলহাম প্রাপ্ত মোজাদ্দেদের মতের বিপরীতে মির্জ্জা ছাহেবের এলহাম বাতীল।

মির্জ্জা ছাহেব এমাম বোখারির দোহাই দিয়া বলেন যে, তিনি হজরত ইছার মৃত্যুর মত ধারণ করিতেন ইহা বাতীল কথা। এমাম বোখারি ছহিহ বোখারির ১।৪৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام ۞

"হজরত ইছা বেনে মরয়েম (আঃ)এর নাজেল হওয়ার অধ্যায়। তৎপরে তিনি মরয়েমের পুত্র নাজেল হওয়ার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

মির্জা ছাহেব এমাম মালেক বরং চারি এমামের হজরত ইছার মৃত্যুর মত ধারণ করার দাবি করিয়াছেন। ইহার কোন ছহিহ ছনদ নাই, যদি ইহা সত্য মত হইত, তবে তিনি মোয়াত্তা কেতাবে ইহা বর্ণনা করিতেন।

আল্লামা জরকানি মালিকি মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়ার টীকার ৫।২৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و انه خاتم الانبياء و المرسلين) و لا يقدح نزول عيسى بعده لانه يكون على دينه مع ان المراد انه آخر من نبي و كذا الخضر و الياس على بقائهما الى آخر الزمان تابعان لحكم هذه الملة ۞

"হজরত নবি (ছাঃ) নবি ও রাছুলগণের শেষ, তাঁহার পরে ইছা (আঃ)এর নাজেল হওয়াতে কোন ক্ষতি হইবে না, কেননা তিনি দীনে-মোহম্মদীর উপর আমল করিবেন, আরও এক কথা, হজরত মোহম্মদ যাহাদিগকে নবী করা হইয়াছে, তাহাদের শেষ। (আর হজরত ইছা (আঃ)কে তাঁহার পূর্ব্বে নবি বানান হইয়াছিল।) এইরূপ খেজের ও এলইয়াছ, শেষ জামানা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে, এই দীনের আহকামের তাবেদারি করিবেন।"

আরও ২৬৮ পৃষ্ঠা ;—

حتى ينزل عيسى فيحكم به *

যখন হজরত ইছা (আঃ) নাজেল হইবেন, তখন দীন মোহম্মদী অনুসারে হুকুম করিবেন।"

যদি এমাম মালেকের মতে হজরত ইছা (আঃ) এন্তেকাল করিতেন, তবে আল্লামা জরকানি মালিকি এইরূপ বলিবেন কেন?

যদি উহা ছহিহ বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তবে বলি, এমাম মোহম্মদ বেনে মোহম্মদ ছহুছি ছহিহ মোছলেমের টীকা মোকাম্মেলে একমালোল-একমাল এর ১।২৬৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

ابن رشد يعني بموته خروج من عالم الارض الى عالم السماء ◎

"এবনো-রশোদ বলেন, মাওতের অর্থ তাহার ভূমি হইতে আছমানে চলিয়া যাওয়া।

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকায় ২।৪০৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اى ينزل من السماء حاكما بشرعنا قال القاضي رحمه الله نزول عيسى عليه السلام و قتله الدجال حق و صحيح عند اهل السنة للاحاديث الصحيحة في ذلك و انكر ذلك بعض المعتزلة و الجهمية و من وافقهم و زعموا ان هذه الاحاديث مردودة بقوله تعالى و خاتم النبيين و بقوله صلى الله عليه و سلم - لا نبى بعدى و باجماع المسلمين انه لا نبي بعد نبينا صلى الله عليه و سلم و ان شريعته مؤبدة الى يوم القيمة لا تنسخ و هذا استدلال فاسد لانه ليس المراد بنزول عيسى عليه السلام انه ينزل نبيا بشرع ينسخ شرعنا و لا في هذه الاحاديث و لا في غيرها شئ من هذا بل صحت هذه الاحاديث هنا و ما سبق في كتاب الايمان و غيرها انه ينزل حكما مقسطا يحكم بشرعنا و يحيى من امور شرعنا ما هجره الناس ◎

"হজরত ইছা (আঃ) আছমান হইতে নাজেল হইয়া আমাদের শরিয়ত অনুযায়ী হুকুম করিবেন। কাজি (রঃ) বলিয়াছেন, ইছা (আঃ)এর

নাজেল হওয়া এবং তাঁহার দাজ্জালকে হত্যা। এতৎসংক্রান্ত ছহিহ ছহিহ হাদিছগুলির জন্য ছুন্নত-অল্-জামায়াতের নিকট সত্য ও ছহিহ। কতক মো'তাজেলা, জাহমিয়া ও তাহাদের অনুসরণকারিগণ ইহা অস্বীকার করিয়াছেন এবং ধারণা করিয়াছেন যে, এই হাদিছগুলি বাতীল, কেননা আল্লাহ বলিয়াছেন, তিনি নবিগণের শেষ। আরও হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমার পরে কোন নবি হইবে না। আরও মুসলমানগণের এজমা হইয়াছে যে, আমাদের নবি (ছাঃ)এর পরে কোন নবি হইবে না এবং তাঁহার শরিয়ত কেয়ামত পর্য্যন্ত স্থায়ী থাকিবে, মনছুখ হইবে না। ইহা বাতীল দাবি, কেননা ইছা (আঃ)এর নাজেল হওয়ার মর্ম্ম ইহা নহে যে, তিনি এরূপ শরিয়তসহ নবী হইয়া আসিবেন যে, আমাদের শরিয়ত মনছুখ করিয়া দিবেন। এই হাদিছ-গুলিতে বা অন্য কোন হাদিছে এইরূপ কথা নাই, বরং এই স্থানের বা ইমানের অধ্যায়ে হাদিছগুলিতে ছহিহ প্রমাণ হইয়াছে যে, তিনি ন্যায় বিচারক হাকেম হইবেন, আমাদের শরিয়ত অনুসারে হুকুম করিবেন, এবং লোকেরা আমাদের শরিয়তের যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, তাহাই তাজা করিবেন।"

তফছিরে-ফৎহোল-বয়ান, ২।৩৪৪ পৃষ্ঠা ;—

وقد تواتر الاحاديث بنزول عيسى جسما اوضح ذلك الشوكاني في مؤلف مستقل يتضمن ذكر ما ورد في المنتظر و الدجال و المسيح و غيره في غيره ●

ইছা (আঃ)এর নাজেল হওয়া সম্বন্ধে অসংখ্য (মোতাওয়াতের) হাদিছ আসিয়াছে, যেরূপ শওকানি একখানা পৃথক কেতাবে উহা প্রকাশ করিয়াছেন, উহাতে এমাম মাহদী, দাজ্জাল ও মছিহ সংক্রান্ত হাদিছগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর অন্যান্য বিদ্বানগণ অন্যান্য কেতাবে বর্ণনা করিয়াছেন।"

শায়খোল-ইছলাম এবনো-তায়মিয়া হাম্বলি নিজের মাছায়েলে লিখিয়াছেন ;—

و صعود الادمي ببدنه الي السماء ثبت في مريم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام فانه صعد الي السماء و سوف ينزل الى الارض

"সশরীরে মছয়ের আছমানে সমুত্থিত হওয়া মছিহ ইছা বেনে মরয়েমের সম্বন্ধে সপ্রমাণ হইয়াছে, কেননা তিনি আছমানে সমুত্থিত হইয়াছেন এবং অচিরে তিনি জমিতে নাজেল হইবেন।

তফছিরে এবনো-কছির, ৩।২৩৭।২৩৮ পৃষ্ঠা ;—

قال احمد عن رسول الله صلعم قال لقيت ليلة اسري بي الي ابراهيم و موسى و عيسى عليهم السلام فتذاكروا امر الساعة فردوا امرهم الى ابراهيم فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى موسى فقال لا علم لي بها فردوا امرهم الى عيسى فقال اما وجبتها لا يعلم بها احد الا الله و فيما عهد الى ربي عز و جل ان الدجال خارج و معي قضيبان فاذا رآني ذاب كما يذوب الرصاص فيهلكه الله ●

"(হজরত) নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে রাত্রে আমাকে মে'রাজে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, আমি এবরাহিম, মুছা ও ইছা (আঃ)র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তাহারা কেয়ামতের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারা এই ব্যাপারকে এবরাহিম (আঃ)এর নিকট উপস্থিত করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, এতৎসম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। তৎপরে তাহারা ইহা মুছা (আঃ)এর নিকট উপস্থিত করিলেন, তিনিও ঐরূপ বলিলেন, তখন তাঁহারা ইহা ইছা (আঃ)এর নিকট উপস্থিত করিলেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, উহা কোন্ সময় সংঘটিত হইবে, তাহা আল্লাহ ব্যতীত কেহই জানে না। আমার প্রতিপালক আমার নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, নিশ্চয় দাজ্জাল বাহির হইবে, আমার হস্তে দুইখানা কোড়া থাকিবে, যখন সে আমাকে দেখিবে, তখন গলিয়া যাইবে, যেরূপ সীসা গলিয়া যায়। তৎপরে আল্লাহ তাহাকে ধ্বংস করিবেন।

আরও ২৪৩ পৃষ্ঠা ;—

فهذه احاديث متواترة و فيها دلالة على صفة نزوله و مكانه ●

"এই হাদিছগুলি মোতাওয়াতেরের দরজায় পৌঁছিয়াছে, ইহাতে হজরত ইছা (আঃ)এর নাজেল হওয়ার ও উঁহার স্থানের বিবরণে আছে।

শরহে-ফেকহে-আকবর, ১৩৬ পৃষ্ঠা ;—

و نزول عيسى عليه السلام من السماء كما قال الله تعالى و انه لعلم للساعة اي علامة القيامة و روي غيره انه يدفن بين النبي صلعم و الصديق رض ●

"ইছা (আঃ)এর আছমান হইতে নাজেল হওয়া (সত্য), যেরূপ আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, নিশ্চয় উক্ত ইছা কেয়ামতের আলামত। অন্য রেওয়াএত করিয়াছেন, ইছা (আঃ) নবি (ছাঃ) ও আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)র মধ্যে মদফুন হইবেন।

আকায়েদে নাছাফি, ১২৪ পৃষ্ঠা :—

و نزول عيسى عم من السماء (الى) حق ٭

"ইছা (আঃ)এর আছমান হইতে নাজেল হওয়া সত্য।" ইহার বিস্তারিত বিবরণ একখানা পৃথক কেতাবে লেখা হইবে।

মির্জা ছাহেব দাবি করিয়াছেন, মাহদী ও মছিহ একই ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহাদের মানিত মোজাদ্দেদগণ উভয়কে পৃথক পৃথক ব্যক্তি বলেন।

এমাম এবনো-হাজার আস্কালানি ফৎহোল-বারির ৬।৩১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و قال ابو الحسن تواترت الاخبار بان المهدى من هذه الامة و ان عيسى يصلي خلفه ذكر ذالك ردا للحديث الذى اخرجه ابن ماجه عن انس و فيه و لا مهدى الا عيسى ◎

আবুল হাছান বলিয়াছেন, অসংখ্য (মোতাওয়াতের) হাদিছে আসিয়াছে যে, মাহদী এই উম্মত হইতে হইবেন এবং নিশ্চয় ইছা (আঃ) তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন। তিনি ইহা এবনো-মাজা আনাছ হইতে যে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন উহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে মাহদী ও ইছা এক।"

তৎপরে তিনি মছনদে-আহমদের এই রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন ;—

و اذا هم بعيسى فيقال تقدم يا روح الله فيقول ليتقدم امامكم فليصل بكم ●

"হঠাৎ তাঁহারা ইছা (আঃ)কে দেখিতে পাইবেন, তখন বলা হইবে, হে-রুহোল্লাহ, আপনি নামাজের এমাম হন, তিনি বলিবেন, তোমাদের এমাম অগ্রগামি হইয়া তোমাদের নামাজ পড়াইবেন।"

তৎপরে তিনি এবনো-মাজার হাদিছ উল্লেখ করিয়াছেন ;—

و كلهم اى المسلمون ببيت المقدس و امامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم اذ نزل عيسى فرجع الامام ينكص ليتقدم عيسى فيقف عيسى بين كتفيه ثم يقول تقدم فانها لك اقيمت ◎

"তাঁহাদের সমস্ত লোক অর্থাৎ মুছলমানগণ বয়তুল-মোকাদ্দছে থাকিবেন, আর তাহাদের এমাম একজন নেক্‌কার লোক হইবেন, তাহাদের নামাজ পড়াইবার জন্য অগ্রগামি হইবেন, এমতাবস্থায় ইছা (আঃ) নাজেল হইবেন। তখন এমাম পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া আসিবেন যেন ইছা (আঃ) অগ্রগামি হন। ইহাতে ইছা (আঃ) তাঁহার পশ্চতে দাঁড়াইয়া বলিবেন, আপনি অগ্রগামি হউন, আপনাদের (এমামতের) জন্য এই নামাজের একামত দেওয়া হইয়াছে।"

তৎপরে তিনি মোছলেম শরিফের এই হাদিছটী রেওয়াএত করিয়াছেন ;—

فيقال له صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة لهذه الامة ◎

তখন (হজরত) ইছা (আঃ)কে বলা হইবে, আপনি আমাদের জন্য নামাজ পড়ুন, ইহাতে তিনি বলিবেন, না, নিশ্চয় এই উম্মতের সম্মানের জন্য এই উম্মতের কতকলোক অন্যদিগের আমির হইবেন।

ছহিহ বোখারিতে আছে ;—

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم ◎

"কিরূপ তোমাদের অবস্থা হইবে, যখন তোমাদের মধ্যে মরয়েমের পুত্র নাজেল হইবেন, অথচ তোমাদের এমাম তোমাদের (কোরাএশদের) মধ্য হইতে হইবে।"

এইরূপ ছহিহ মোছলেমের ১।৮৭ পৃষ্ঠায় আছে।

ছহিহ মোছলেমে আছে ;—

لا تزال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه و سلم فيقول اميرهم تعال صل فيقول لا ●

"সর্ব্বদা আমার উম্মতের মধ্যে একদল সত্যের উপর প্রবল থাকিয়া কেয়ামত পর্য্যন্ত জেহাদ করিতে থাকিবেন, এমতাবস্থায় ইছা (আঃ) নাজেল হইবেন। তখন তাহাদের আমির বলিবেন, আসুন, নামাজ পড়ুন ইহাতে তিনি বলিবেন, না।"

কাদিয়ানী দলের মানিত মোজাদ্দেদ মোল্লা আলি কারি মেরকাতের ৫।২২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و امامكم منكم اى من اهل دينكم و قيل من قريش وهو المهدى ⊙

"তোমাদের এমাম তোমাদের মধ্য হইতে হইবেন, ইহার অর্থ—তোমাদের ধর্ম্মাবলম্বী হইবেন কিম্বা কোরাএশ সম্প্রদায় ভুক্ত হইবেন, তিনিই মাহদী হইবেন।"

"তাহাদের আমির বলিবেন, فيقول اميرهم اى المهدى আমির (এমাম) মাহদী হইবেন।"

আল্লামা এবনো-হাজার মক্কি 'ফাতাওয়ায় হাদিছিয়া'র ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اخرج ابو نعيم ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقول امير هم المهدى تعال صل بنا فيقول لا ان بعضكم علي بعض امراء لكرامة هذه الامة ⊙

"আবু-নইম রেওয়াএত করিয়াছেন, ইছা বেনে মরয়েম নাজেল হইবেন, তখন তাহাদের আমির মাহদী বলিবেন, আসুন, নামাজ পড়ুন, ইহাতে তিনি বলিবেন, না। এই উম্মতের সম্মানের জন্য তোমাদের কতক তোমাদের অন্যদিগের আমির হইবেন।

আরও লিখিয়াছেন ;—

اخرج ابن خزيمة و ابو عوانة و الحاكم و ابو نعيم و امامهم المهدى رجل صالح فبينما امامهم تقدم يصلي بهم الصبح اذا نزل عيسى بن مريم ⊙

"এবনো-খোজায়মা, আবুও আনা, হাকেম ও আবু-নইম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের এমাম মাহদী নেক ব্যক্তি হইবেন, তাহাদের এমাম তাহাদের

সহিত ফজরের নামাজ পড়িতে অগ্রসর হইবেন, এমতাবস্থায় হঠাৎ মরয়েমের পুত্র ইছা নাজেল হইবেন। ইহাতে সেই এমাম পশ্চাতের দিকে হাটিবেন, যেন ইছা (আঃ) অগ্রসর হন। তখন ইছা (আঃ) নিজের হস্ত তাহার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া বলিবেন, আপনি অগ্রগামি হইয়া নামাজ পড়ুন, কেননা আপনার জন্য এই নামাজের একামত দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদের নামাজ পড়াইবেন।"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে যে এমামের কথা আছে, উহার মর্ম্ম এমাম মাহদী। ইহা হজরতের অন্যান্য হাদিছ হইতে সপ্রমাণ হইতেছে।

মোছলেম শরিফের ১।৮৭ পৃষ্ঠায় যে লিখিত আছে;—

اذا نزل ابن مريم فيكم فامكم ـ قال ابن ابي ذئب تدرى ما امكم منكم قلت تخبرني قال فامكم بكتاب ربكم عز رجل و سنة نبيكم صلي الله عليه و سلم ◎

"এবনো-আবিজে'ব বলিলেন, (হে নাফে,) তুমি জান কি, ما امكم منكم শব্দের অর্থ কি? আমি বলিলাম, আপনি আমাকে জ্ঞাপন করুন। তিনি বলিলেন, (হজরত) ইছা (আঃ) তোমাদের প্রতিপালকের কেতাব ও তোমাদের রাছুলের হাদিছ অনুসারে হুকুম করিবেন।" এমাম মাহদী হজরত নবি (ছাঃ)এর বংশধর হইবেন, তাঁহার নাম মোহম্মদ হইবে, তাহার পিতার নাম আবদুল্লাহ হইবে। তাঁহার জন্মস্থান মদিনা শরিফ হইবে। ছুফয়ানির একদল সৈন্য বয়দা নামক স্থানে ভূগর্ভে ধ্বসিয়া যাইবে। তিনি কনষ্টান্টিনোপল জয় করিবেন। আরবের বাদশাহ হইবেন।

কাদিয়ানি দলের মানিত মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতের ৫।১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম মাহদীর নাম মোহম্মদ ও তাহার পিতার নাম আবদুল্লাহ হইবে, তিনি হজরতের বংশধর হইবেন, পিতার পক্ষ হইতে হাছানি ও মাতার পক্ষ হইতে হোছায়নি হইবেন, আরবের বাদশাহ হইবেন। কোস্তনতুনিয়া ও দয়লম পর্ব্বত অধিকার করিবেন।

আরও উহার ১৮০।১৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

তিনি মদিনাবাসি হইবেন, মক্কা শরিফে হাজার আছওয়াদ ও মকামে-এবরাহিমের মধ্যস্থলে তাঁহার নিকট লোকেরা বয়য়ত করিবেন। শামী

সৈন্যদল মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থলে বয়দা নামক স্থানে জমির মধ্যে ধ্বসিয়া যাইবে।

পীর মহইউদ্দিন আরাবী 'ফতুহাতে-মক্কিয়া'র ৩।৩২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"শেষ জামানাতে যে প্রতিশ্রুত মাহদী আসিবেন—তিনি হজরত ফাতেমার বংশধর হইবেন, তাঁহার নাম মোহাম্মদ হইবে, মক্কা শরিফে হাজারে-আছওয়াদ ও মাকামে-এবরাহিমের মধ্যস্থলে লোকেরা তাঁহার নিকট মুরিদ হইবে। তিনি দুনইয়াকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবেন। তিনি 'ওকা' নামক স্থানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন। ৭০ সহস্র বনু-ইছহাক সম্প্রদায়ের মুছলমান সহ কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিবেন। তাঁহার জামানায় ছুফইয়ানি দেমাশকের গুতা নামক স্থানে নিহত হইবে। তাহার সৈন্যদল মক্কা ও মদিনার মধ্যস্থিত বয়দা নামক স্থানে ধ্বসিয়া যাইবে। সমস্ত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে। জয় তাঁহার সম্মুখে চলিতে থাকিবে। এমতাবস্থায় ইছা-বেনে মরয়েম দেমাশকের পূর্ব্বদিকে নাজেল হইবেন।"

এমাম রাব্বানি হজরত আহমদ ছারহান্দি (রঃ) মকতুবাতের ২।১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

হিন্দুস্তানের যে ব্যক্তি এমাম মাহদী হওয়ার দাবী করিতেছে, ছহিহ হাদিছ যাহা মশহুর কিম্বা মায়ানাবি মোতাওয়াতেরের দরজায় পৌঁছিয়াছে, এই দলকে মিথ্যাবাদী সপ্রমাণ করিতেছে, হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তাঁহার মস্তকের উপর একটী মেঘ থাকিবে, সেই মেঘ হইতে একজন ফেরেশ্তা বলিলেন, ইনিই মাহদী, তোমরা ইহার তাবেদারি কর। তাঁহার নাম মোহাম্মদ ও তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ হইবে, তিনি আমার বংশধর হইবেন। তিনি দুনইয়ার বাদশাহ হইবেন, দুনইয়াকে ন্যায় বিচারে পরিপূর্ণ করিবেন। আছহাবে-কাহাফ তাঁহার সহকারি হইবেন। তাঁহার রাজত্ব কালে রমজানের ১৪ই তারিখে সূর্য্যগ্রহণ হইবে এবং জ্যোতিষিদিগের হিসাবের বিপরীতে প্রথম রমজানে চন্দ্রগ্রহণ হইবে। তাঁহার জামানাতে হজরত ইছা (আঃ) নাজেল হইবেন এবং তিনি তাঁহার সঙ্গে জেহাদে সহকারি হইবেন।"

এমাম কোরতবি 'তাজকেরায়-কোরতবিয়া'র ১৩২-১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "এমাম মাহদী হজরতের বংশধর হইবেন, তাঁহার নাম মোহাম্মদ ও তাহার পিতার নাম আবদুল্লাহ হইবে। তাঁহার সময়ে ওরওয়া বেনে মোহাম্মদ ছুফইয়ানির উপদ্রব অতিরিক্ত হইবে, তাহার একদল সৈন্য বয়দা নামক স্থানে জমির মধ্যে ধ্বসিয়া যাইবে। স্বয়ং এমাম মাহদী শাম দেশে তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে হত্যা করিবেন। তৎপরে হলবের নিকট ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী হইবেন, তৎপরে কনষ্টান্টিনোপল, রয়মন পর্ব্বত, এনতাকিয়া প্রভৃতি অধিকার করিয়া লইবেন। তাঁহার সময়ে ঈছা বেনে-মরয়েম নাজেল হইবেন, ইনি দাজ্জাল হত্যাতে তাঁহার সহকারী হইবেন এবং হজরত ঈছা তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন।"

আল্লামা শেখ হাছান আদাবি 'মাশারেকোল-আনওয়ার' কেতাবের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

'ওরওয়া বেনে মোহম্মদ এয়মনের বাদশাহ হইবে, সে আলেম ও দরবেশ-দিগের অবমাননা করিবে, বাজারি লোকদিগকে হত্যা করিবে, বিরাট একদল সৈন্য শামদেশে প্রেরণ করিবে, তাহার মামু বংশের বনু-কলব সম্প্রদায় বিরাট দল। সে কুফার দিকে পনর সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিবে, তাহারা তথায় পরাক্রান্ত হইয়া পুরুষদিগকে হত্যা করিবে, স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা-দিগকে বন্দি করিয়া লইয়া ও টাকা কড়ি লুণ্ঠন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। তখন পূর্ব্বদিক হইতে একটী শব্দ হইবে, তমিম সম্প্রদায়ের শোয়ায়েব বেনে ছালেহ নামক একজন (এমাম মাহদীর নিয়োজিত) আমির তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের হস্ত হইতে বন্দিদিগকে উদ্ধার করতঃ কুফার দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। দ্বিতীয় দল মদিনা শরিফে উপস্থিত হইয়া তিন দিবস যুদ্ধ করিয়া উহা অধিকার করিয়া লইবে এবং তথাকার অধিবাসি ও সন্তান সন্ততিদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া এমাম মাহদী ও তাঁহার সঙ্গীদের সহিত যুদ্ধ করা উদ্দেশ্যে মক্কা শরিফের দিকে রওয়ানা হইবে। যখন তাহারা বয়দা নামক স্থানে উপস্থিত হইবে, তখন আল্লাহ তাহাদের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবেন এবং জমির নীচে ধসাইয়া দিবেন। কেবল মাত্র একজন সংবাদ বাহক জীবিত থাকিবে, সে ছুফইয়ানির নিকট সংবাদ পৌছাইবে। তখন এমাম মাহদী বলিবেন, হে লোকেরা, তোমরা খোদার শত্রু ও নিজেদের শত্রুর সহিত যুদ্ধ

করিতে বাহির হও, ইহাতে তাহারা তাঁহার কথা মানিয়া লইবেন। এমাম মাহদী সঙ্গিদিগকে লইয়া ওরওয়া বেনে মোহাম্মদ ছুফইয়ানি ও কলব সম্প্রদায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মক্কা হইতে শামের দিকে রওয়ানা হইবেন এবং ছুফইয়ানি সঙ্গিদিগকে লইয়া এমাম মাহদীর সহিত যুদ্ধ করিতে রওয়ানা হইবে। ইহাতে এমাম মাহদী জয়যুক্ত হইবেন এবং তিনি ছুফইয়ানিকে জবহ করিয়া ফেলিবেন। সে খালেদ বেনে এজিদ বেনে আবি ছুফইয়ানের বংশধর, তাহার মস্তকটী বড় হইবে, তাহার চেহারাতে বসন্তের চিহ্ন থাকিবে এবং চক্ষে সাদা দাগ হইবে। তিনি হজরতের বংশধর হইবেন, দুনইয়াকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবেন। তিনি দুনিয়ার বাদশাহ হইবেন, আছহাবে-কাহফ তাঁহার সহকারী হইবেন। তাঁহার জামানায় ইছা (আঃ) নাজেল হইবেন। নাছায়িতে আছে, যে উম্মতের প্রথম ভাগে আমি, মধ্যম ভাগে মাহদী ও শেষ ভাগে ইছা, সেই উম্মত কখনও নষ্ট হইবে না।"

মাওলানা আবদুল হক দেহলবি "আশেয়া-তোল্লামায়াত কেতাবের ৪।৩৩৮। ৩৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—এমাম মাহদীর আলামতগুলির মধ্যে ছুফইয়ানির সৈন্য দলের ফাছাদ ও যুদ্ধ একটী, ইহা অসংখ্য হাদিছে আছে। এমাম মাহদীর ফাতেমা বংশধর হওয়ার হাদিছ মোতাওয়াতেরের দরজায় পৌঁছিয়াছে।

আল্লামা এবনো-হাজার হায়ছমি 'ছাওয়ায়েকে-মোহরাকা'র ৯৮।৯৯।১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, এমাম মাহদী সাত বৎসর বাদশাহি করিবেন এবং দুনইয়াকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবেন, তাঁহার সময়ে হজরত ইছা বেনে মরয়েম নাজেল হইবেন, হজরত ইছা (আঃ) তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন। তিনি মদিনাবাসি হইবেন। অসংখ্য (মোতাওয়াতের) হাদিছে আসিয়াছে যে, এমাম মাহদী হজরত নবি (ছাঃ)এর আওলাদ হইবেন।

শেখ মোহাম্মদ তাহের 'তাকমেমায়-মাজমায়োল-বেহার' কেতাবের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"শেষ জামানার মাহদী হজরত ইছা (আঃ)এর জামানায় হইবেন, হজরত ইছা তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন, তিনি কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিবেন, আরব ও আজমের বাদশাহি করিবেন। দুনইয়াকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবেন। মদিনা শরিফে পয়দা হইবেন, তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও লোকে তাঁহার নিকট হাজারে-আছওয়াদ ও মাকামে-এবরাহিমের মধ্যস্থলে বয়য়ত

করিবেন। তিনি ছুফইয়ানির সহিত যুদ্ধ করিবেন, হিন্দুস্তানের বাদশাহদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় তাঁহার নিকট আনয়ন করা হইবে। তিনি হজরত ঈছা (আঃ)র সঙ্গে দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন।”

আরও উহার ৩।৪৭৯ পৃষ্ঠা ;—

سنة الخلفاء الراشدين المهد يين المهدى من هداه الله الى الحق و قد استعمل فى الاسماء حتى صار كالاسماء الغالبة و يريد به الشيخين و الختنين و ان كان عاما فى كل من سار سيرتهم و به سمى المهدى الذى بشر صلي الله عليه و سلم بمجيئه في آخر الزمان يريد به المهدى الذى يجتمع مع عيسى عليه السلام و يفتح القسطنطينية و يملك العرب و العجم و يقتل الدجال و غير ذلك مما ورد به الاخبار ك *

“খোলাফায়-রাশেদিন-মাহদিনের ছুন্নত, মাহদী শব্দের অর্থ আল্লাহ যাহাদিগকে সত্য পথের দিকে হেদাএত করিয়াছেন। কখনও কখনও উহা বিশিষ্ট নামে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কি এছমে-গালেব হইয়া গিয়াছে। যদি ও যে কেহ খলিফাগণের মতে চলে, তাহাকে মাহদী বলা হয়, তথাচ উক্ত হাদিছে হজরতের চারি খলিফা অর্থ হইবে। আরও নবি (ছাঃ) শেষ জামানাতে যাহার আগমনের সুসংবাদ দিয়াছেন, তিনিও মাহদী নামে অভিহিত হইবেন। ইহা জরকশি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার অর্থ উক্ত মাহদী যিনি হজরত ঈছা (আঃ)এর সহিত সমবেত হইবেন, কোস্তন্তনিয়া অধিকার করিবেন, আরব ও আজমের বাদশাহ হইবেন, দাজ্জাল হত্যা করিবেন, ইত্যাদি কার্য্য করিবেন যাহা হাদিছ সমূহে আসিয়াছে। ইহা কেরমানি বলিয়াছেন।”

মাজমায়োল-বেহার, ৩।১৪৩ পৃষ্ঠা ;—

قال القرطبى قد فتحت فى زمن عثمان و يفتح عند خروج الدجال ط هى مدينة مشهورة من اعظم مدائن الروم فتحت زمن الصحابة و يفتح عند خروج الدجال قاله الترمذى *

“কোরতবি বলিয়াছেন, কোস্তোনতুনিয়া হজরত ওছমান (রাঃ)র জামানাতে মুছলমানদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল এবং দাজ্জালের বাহির

হওয়ার সময় তাঁহাদের অধিকার ভুক্ত হইবে। তিনি ইহা বর্ণনা করিয়াছেন, উহা খ্রীষ্টানদিগের একটী বিখ্যাত শহর, ছাহাবাগণের জামানাতে অধিকৃত হইয়াছিল এবং দাজ্জালের বাহির হওয়ার সময় অধিকৃত হইবে। ইহা তেরমেজি বলিয়াছেন, ইহা নেহায়া-এবনোল আছিরে আছে।

শাহ রফিউদ্দিন ছাহেব কেয়ামত নামায় লিখিয়াছেন ;—

খ্রীষ্টান্ জাতিরা পরাক্রান্ত হইয়া বহুরাজ্যের অধিকারী হইবে। এমতাবস্থায় তুরকের বাদশাহ একজন খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অন্যদলের সহিত সন্ধি করিবেন। শত্রুদল কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া লইবে। তখন বাদশাহ নিজের শহর ত্যাগ করতঃ শামদেশে প্রবেশ করিবে। তৎপরে সহকারী খ্রীষ্টান্ দলের সহযোগিতায় শত্রু খ্রীষ্টান্ দলের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবেন। ইহাতে মুসলমান সৈন্যদল জয়ী হইবেন। শত্রুদল পরাজিত হওয়ার পরে একজন খ্রীষ্টান বলিবে, ক্রুশ পরাক্রান্ত হইয়া জয় লাভ করিয়াছেন। একজন মুছলমান তাহাকে প্রহার করিয়া বলিবে, দীন ইছলাম জয় যুক্ত হইয়াছে। ইহাতে উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। মুছলমান বাদশাহ শহীদ হইয়া যাইবেন। তখন খ্রীষ্টান্দল শাম দেশের অধিপতি হইবে ও বিরুদ্ধ খ্রীষ্টান্ দিগের সহিত সন্ধি করিবে। অবশিষ্ট মুসলমানগণ মদিনা শরিফে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। খ্রীষ্টান্গণ খয়বরের নিকটস্থ স্থান পর্য্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করিবে। এমাম মেহদী সেই সময় মদিনা হইতে মক্কা শরিফে যাইবেন। যখন তিনি হাজারে আছওয়াদ ও মাকামে-এবরাহিমের মধ্যস্থলে তওয়াফ করিতে থাকিবেন। আছমানের দিক হইতে শব্দ হইবে—ইনি খোদার খলিফা মাহদী। তিনি ফাতেমা বংশধর হইবেন, তাঁহার নাম মোহাম্মদ ও তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ হইবে। তিনি তোৎলা হইবেন। কা'বা গৃহের দরওয়াজার সম্মুখে যে ধন ভাণ্ডার প্রোথিত আছে তাহা তিনি বাহির করিয়া মুছলমানদিগের মধ্যে বিতরণ করিবেন। তিনি সৈন্য সামন্ত লইয়া দামেশ্‌কে উপস্থিত হইবেন, তখন খ্রীষ্টানেরা বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইবে; ৮০টী পতাকার নীচে তাহাদের সৈন্য দল ও প্রত্যেক পতাকার নীচে ১২ সহস্র সৈন্য সংগৃহীত হইবে। এমাম মাহদীর সৈন্যদিগের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ পলায়ন করিবে, অবশিষ্ট দল চারি দিবস যুদ্ধ করিবেন, শেষ দিবসে মুছলমানগণ জয়ী হইবেন ও খ্রীষ্টান সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে। তৎপরে তিনি ৭০ সহস্র বনু

ইছহাক সৈন্য সহ কনষ্টান্টিনোপল অধিকার করিবেন। কিছু দিবস পরে দাজ্জাল বাহির হইবে। এমতাবস্থায় হজরত ঈছা (আঃ) আছমান হইতে নাজেল হইবেন। উপরোক্ত বহু মোহাদ্দেছের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, হজরত এমাম মাহদী পৃথক ব্যক্তি, কাজেই মির্জা সাহেবের এলহাম বাতীল।

এবনো মাজার ৩০২ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটী আছে ;—

و لا المهدى الا عيسى

"ঈছা ব্যতীত মাহ্দী কেহ নাই।"

এই হাদিছটীর সম্বন্ধে মোহাদ্দেছগণ কি বলিয়াছেন তাহা শুনুন ;—

আল্লামা শেখ ছাছান আমাবি "মাশারেকোল-আনওয়ার" কেতাবের ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و اما ما ورد من انه لا مهدى الا عيسى بن مريم فهو مع كونه ضعيفا عند الحفاظ مؤول بان المعنى لا مهدى معصوم مطلقا الا عيسى او المعنى لا قول للمهدى الا بمشورة عيسى ـ

"ঈছা ব্যতীত মাহদী নাই, এই হাদিছটা হাফেজে-হাদিছগণ জইফ বলিয়াছেন, ইহা সত্বেও উহার অর্থ এই যে, সর্ব্ব প্রকার বেগোনাহ্ হেদাএত প্রাপ্ত ঈছা ব্যতীত আর কেহ নাই, কিম্বা এইরূপ অর্থ হইতে পারে, ঈছা (আঃ)এর পরামর্শ ব্যতীত মাহদীর কোন কথা হইবে না।

আল্লামা কোরতবি 'তাজকেরা'র ১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لا مهدى الا عيسى بن مريم و هذا لا ينافى ما تقدم فى احاديث المهدى لان معناه شان عيسى بن مريم عليه الصلوة و السلام على المهدى اى انه لا مهدى الا عيسى لعصمته و كماله فلا ينافى وجود المهدى كقولهم ما فتى الا على ◎

"ঈছা ব্যতীত মাহদী নাই" ইহা উল্লিখিত মাহদী সংক্রান্ত হাদিছ গুলির বিপরীত নহে। কেননা ইহার অর্থ-মাহদী (আঃ)এর উপর ঈছা বেনে মরয়েম (আঃ)এর দরজাকে উচ্চ করিয়া দেখান, অর্থাৎ প্রকৃত হেদাএত পাত্রই (হজরত) ঈছা (আঃ), যেহেতু তিনি বেগোনাহ ও কামেল। কাজেই এই হাদিছটী এমাম মাহদী আগমনের বিপরীত হইল না—যেরূপ তাহারা বলিয়া থাকেন, আলি ব্যতীত যুবক কেহ নাই।

তৎপরে লিখিয়াছেন ;—

و يؤيد ذلك حديث المهدي من اهل بيتي يملأ الارض عدلا و انه يخرج مع عيسى عليه الصلاة و السلام يساعده على قتل الدجال بباب لد من ارض فلسطين و انه يؤم هذه الامة و يصلي خلفه عيسى بن مريم ◎

উপরোক্ত মতের সমর্থক এই হাদিছ ;—

"মাহদী আমার বংশধর, জমিকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিবেন এবং তিনি প্যালেষ্টাইনের লোদ নামক দওয়াজাতে দাজ্জালকে হত্যা করিবেন (হজরত) ইছা (আঃ) এর সহযোগিতা করিতে বাহির হইবেন। তিনি এই উম্মতের এমাম হইবেন এবং ইছা বেনে মরয়েম তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন।

আল্লামা এবনো-হাজার মক্কি 'ছাওয়ায়েকে-মোহরাকা'র ৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و لا مهدي الا عيسى اي لا مهدي على الحقيقة سواه لوضعه الجزية و اهلاكه الملل المخالفة لملتنا كما صحت الاحاديث او لا مهدي معصوما الا هو ـ ثم تاويل حديث لا مهدي الا عيسى انما هو على تقدير ثبوته و الا فقد قال الحاكم اوردته تعجبا لا محتجا به و قال البيهقي تفرد به محمد بن خالد و قد قال الحاكم انه مجهول و اختلف عنه في اسناده و صرح النسائي بانه منكر و جزم غيره من الحفاظ بان الاحاديث التي قبله اي الناصة على ان المهدي من ولد فاطمة اصح اسنادا ◎

"উক্ত হাদিছের অর্থ প্রকৃত মাহদী তিনি, যেহেতু তিনি জেজইয়া উঠাইয়া দিবেন এবং আমাদের দীনের বিপরীত দীনগুলি ধ্বংস করিয়া দিবেন। এতৎ-সম্বন্ধে অনেক হাদিছ ছহিহ সপ্রমাণ হইয়াছে। কিম্বা উহার অর্থ এইরূপ হইবে তাঁহা ব্যতীত বেগোনাহ মাহদী কেহ নাই।

যদি এই হাদিছটী ছহিহ প্রমাণিত হয়, তবে উহার উপরোক্ত প্রকার মর্ম্ম লইতে হইবে, নচেৎ এইরূপ তা'বিলের আবশ্যক নাই, হাকেম বলিয়াছেন, আশ্চর্য্য প্রকাশ করার জন্য আমি এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছি, দলীল গ্রহণ করার জন্য উহা বর্ণনা করি নাই। বয়হকি বলিয়াছেন, মোহাম্মদ বেনে

খালেদ একা উহা বর্ণনা করিয়াছেন। হাকেম বলিয়াছেন, উক্ত রাবি অপরিচিত। তৎপরে তিনি কাহার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে। নাছায়ি বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি মোনকার (জইফ), তাঁহা ব্যতীত অন্যান্য হাফেজে হাদিছগণ বলিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে যে হাদিছগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহদী ফাতেমার বংশধর হইবেন, তৎসমস্তের ছনদ সমধিক ছহিহ।

কাদিয়ানি দলের মানিত মোহাদ্দেছ মোল্লা আলি কারি 'মেরকাতের' ৫।১৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

اعلم ان حديث لا مهدى الا عيسى ابن مريم ضعيف باتفاق المحدثين كما صرح به الجزرى على انه من باب لا فتى الا على قال الطيبى رحمه الله الاحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في التنصيص على خروج المهدي من عترته من ولد فاطمة ثابتة اصح من هذا الحديث فالحكم لها دونه قال ويحتمل معناه لا مهدي كاملا معصوما الا عيسى عليه السلام ◎

"তুমি জানিয়া রাখ, "ইছা ব্যতীত মাহদী হইবে না" এই হাদিছটী সমস্ত মোহাদ্দেছের মতে জইফ, যেরূপ জজরি বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সত্বেও ইহার অর্থ এই হাদিছের তুল্য হইবে "আলি ব্যতীত কেহ যুবক নাই।" (অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় যুবক)। তিনি বলিয়াছেন, যে হাদিছ গুলিতে স্পষ্ট ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মাহদী হজরতের বংশধর ও ফাতেমার বংশোদ্ভূত হইবেন, সেই হাদিছগুলি এই হাদিছ অপেক্ষা বহুগুণে ছহিহ, কাজেই এই হাদিছগুলি সত্য বলিয়া গ্রহনীয় হইবে, উক্ত হাদিছটী গ্রহনীয় হইবে না। উক্ত হাদিছের এইরূপ মর্ম্ম হওয়া সম্ভব—ঈছা ব্যতীত কামেল ও বেগোনাহ মাহদী আর কেহ হইবে না।"

কাদিয়ানি দলের মানিত মোহাদ্দেছ আল্লামা এবনো হাজার আস্কালানি "তাহজিবোত্তহজীবের ৯।১০৩।১৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

لا مهدى الا عيسى এই হাদিছের একজন রাবির নাম মোহাম্মদ বেনে খালেদ জান্দি। হাফেজ আবারি বলিয়াছেন, মোহাম্মদ বেনে খালেদ মোহাদ্দেছগণের নিকট অপরিচিত ব্যক্তি। নবি (ছাঃ) হইতে অসংখ্য

(মোতওয়াতের) হাদিছ মাহদী সম্বন্ধে আসিয়াছে যে, তিনি হজরতের বংশধর হইবেন, সাত বৎসর রাজত্ব করিবেন, দুনইয়াকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করিয়া দিবেন। যখন ঈছা (আঃ) বাহির হইবেন তখন উক্ত এমাম মাহদী দাজ্জাল হত্যায় তাঁহার সহায়তা করিবেন তিনিই এই উম্মতের এমাম হইবেন, (হজরত) ঈছা (আঃ) তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন।

এমাম বয়হকি বলিয়াছেন, হাফেজ আবু আবদুল্লাহ (হাকেম) বলিয়াছেন, মোহম্মদ বেনে খালেদ অপরিচিত ব্যক্তি। মোহাদ্দেছগণ তাহার ছনদে মতভেদ করিয়াছেন। এই হাদিছটী ছামেত বেনে মোয়াজ, এহইয়া বেনেছ-ছাকাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি মোহাম্মদ বেনে খালেদ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। ছামেত বেনে মোয়াজ বলেন, আমি 'ছানয়া' হইতে দুই দিবসের পথ জান্দে উপস্থিত হইয়া তথাকার মোহাদ্দেছের নিকট দাখিল হই, এই হাদিছটী তাহার নিকট মোহম্মদ বেনে খালেদ হইতে, তিনি আবাল বেনে আবি আইয়াশ হইতে, তিনি হাছান হইতে মোরছাল ভাবে পাইলাম। এমাম বয়হকি বলিয়াছেন, এই হাদিছের ছনদের রাবি মোহম্মদ বেনে খালেদ জান্দি, ইনি অপরিচিত, উহার উপরের রাবি আবান বেনে আবি-আইয়াশ, ইনি পরিত্যক্ত, তৎপরের রাবি হাছান (বাসারি), (ইনি হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই), কাজেই ইহা মোনকাতা (জইফ)। মাহদীর আগমন সংক্রান্ত স্পষ্ট মর্ম্মবাচক হাদিছগুলি নিশ্চয় সমধিক ছহিহ। এমাম এবনো আবদুলবারী বলিয়াছেন, মোহম্মদ বেনে খালেদ জান্দি, মাছান্না বেনেছ ছাবাহ হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত (ছাঃ) বলিয়াছেন, চারিটী মছজেদের দিকে উটে আরোহন করিয়া ছফর করা যাইবে, মক্কার মছজেদে, আমার ও জান্দের মছজেদ ও বয়তল-মোকাদ্দছের মছজেদ, এই হাদিছটী ছহিহ নহে, আর মোহাম্মদ বেনে খালেদ জান্দি ও মোছান্না বেনেছ-ছা'বাহ উভয়ে পরিত্যক্ত।"

এমাম জাহাবি, মিজানোল-এ'তেদালে'র ৩।৫২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

আজদি মোহম্মদ বেনে-খালেদকে জইফ বলিয়াছেন। হাকেম তাহাকে অপরিচিত বলিয়াছেন। ঈছা বেনে মরয়েম ব্যতীত মাহদী হইবে না। এই হাদিছটী জইফ। এই হাদিছটীর প্রথম রাবি ইউনোছ বেনেল আ'লা, দ্বিতীয় রাবি এমাম শাফেয়ি, ছহিহ মত এই য, ইউনোছ উহা এমাম শাফেয়ি হইতে শ্রবন করেন নাই। চতুর্থ রাবি আবান বেনে ছালেহ সত্যবাদী, কিন্তু তিনি পঞ্চম রাবি হাছান বাছারির নিকট কোন হাদিছ শ্রবণ করেন নাই, ইহা এবনোছ ছালাহ আমালিতে লিখিয়াছেন। তৃতীয় রাবি মোহাম্মদ বেনে খালেদ অপরিচিত ব্যক্তি।

এই হাদিছে অন্য একটী দোষ আছে, এই হাদিছটী হাশেম বেনে মোয়াম বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আসেম মোহাম্মদের নিকট উক্ত হাদিছটী এইরূপ ছনদে পাইয়াছেন। মোহাম্মদ বেনে খালেদ হানিফি, আবান বেনে আবি আইয়াশ হইতে, তিনি হাছান হইতে, তিনি নবি (ছাঃ) হইতে। ইহাতে উহার আসল কথা প্রকাশ হইল এবং হাদিছটী বাতীল সপ্রমাণ হইল।"

মূল কথা, [illegible] আবান বেনে আবি আইয়াশ হইতে [illegible] জাল হাদিছ প্রস্তুতকারি, এই [illegible] তাহার পরিবর্ত্তে আবান বেনে [illegible] রাবীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

আবার হাছান বাছারি নবি (ছাঃ)এর সাক্ষাৎ পান নাই, কাজেই হাদিছ ছহিহ হইতে পারে না, এই হেতু আবান বেনে আবি আইয়াশ তাহার পরে জাল করিয়া আনাছের নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আল্লামা এবনো-হাজার আছকালানী 'তহজিবোত্তহজিব' কেতাবের ১।৯৭— পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এবনো-হাব্বান বলেন, আবান, আনাছ হইতে কতকগুলি হাদিছ শ্রবণ করিয়াছিলেন, আর তিনি হাছান বাছারির নিকট বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন, যখন তিনি হাদিছ বর্ণনা করিতেন, তখন তিনি অজ্ঞাতসারে হাছানের কথাকে আনাছ কর্ত্তৃক হজরতের হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিতেন, তিনি আনাছ হইতে দেড় হাজার হাদিছ রেওয়াএত করিয়াছেন, উহার অধিকাংশের কোন ভিত্তি নাই। ফাল্লাছ, এহইয়া বেনে ছইদ, আবদুর রহমান, আহমদ বেনে হাম্বল, এবনো-মইন ও অন্যি তাহাকে পরিত্যক্ত স্থির করিয়াছেন। নাছায়ি, দারকুৎনি, আবু হাতেম, আবু ওয়ালা, আবু দাউদ তাহাকে ঐরূপ বলিতেন। আবুজোরায়া বলিয়াছেন, তিনি আনাছ, শহর ও হাছান হইতে হাদিছ শুনিতেন, কিন্তু কোন্টী কাহার রেওয়াএত তাহা স্থির করিতে পারিতেন না। শো'বা তাহাকে জাল হাদিছ প্রস্তুত-কারি বলিতেন। এমাম জাহাবী 'মিজানে'র ১৬—৮ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত

কথাগুলি লিখিয়াছেন যে, আলি বেনে মেহ্‌হার বলিয়াছেন, আমিও হামজা জাইয়াত আহমদ বেনে আবি আইয়াশের রেওয়াএতে প্রায় ৫০০ হাদিছ লিখিয়াছিলাম, তৎপরে আমি নবি (ছাঃ)কে স্বপ্নে দেখিয়া উক্ত হাদিছ-গুলি তাঁহার নিকট পেশ করিলাম, ইহাতে হজরত ৫টী কিম্বা ৬টী ব্যতীত সমস্ত হাদিছ জাল বলিয়া প্রকাশ করিলেন।"

পাঠক, মির্জা ছাহেব বহু বহু মোকাশেফা ও মোহাদ্দেছগণের মতের বিপরীত এবনো-মাজার বাতীল হাদিছকে ছহিহ ও বহু ছহিহ, বরং মোতাওয়াতেরের হাদিছগুলিকে বাতীল বলিয়া দাবি করিয়াছেন, ইহা তাঁহার বাতীল এলহাম নহে কি? মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ কাদিয়ানি ছাহেব "জ্ঞানাঞ্জন" পুস্তকের ২২-২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "মাহদী শব্দের অর্থ হেদাএত প্রাপ্ত, এই অর্থে বহু লোককে মাহদী বলা যাইতে পারে, আবার মাহদীর হাদিছ অনেক প্রকারে আসিয়াছে, কোন হাদিছে হজরত ফাতেমার আওলাদ, কোন হাদিছে আব্বাছের আওলাদ, কোন হাদিছে উম্মাইয়া বংশধর বলিয়া লিখিত আছে। কাজেই উহা এক ব্যক্তি হইবে কিরূপে? এইরূপ যাহার পিতার নাম আবদুল্লাহ ও যাহার নাম আবদুল্লাহ এইরূপ কয়েকজন লোক হইয়া গিয়াছেন। যথা নফছে-জকিয়া, ইনি হজরত হাছানের আওলাদ। আর একজন আব্বাছিয়া বংশধর মনছুর। মদিনাতে যে মাহদী পয়দা হওয়ার কথা ছিল, তিনি আবদুল্লাহ বেনে জোবাএর। রোম বিজয়ী মাহদী উক্ত মাহদী হইয়া গিয়াছেন তিনি প্রথমে উহা জয় করিয়া ছিলেন।"

আমাদের উত্তর ;—

আল্লামা মোহাম্মদ তাহের মাজমায়াল-বেহারের তাকমেলায় ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"মাহদীর আভিধানিক অর্থ আল্লাহ্ যাহাকে সত্য পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এই হিসাবে খোলাফায়-রাশেদীনকে মাহদী বলা হইয়াছে। আর কখনও উহা ব্যক্তি-বিশেষের নাম হইয়াছে, যেরূপ শেষ জামানার মাহদী, যিনি ঈছা (আঃ)এর সমসাময়িক হইবেন, হজরত ঈছা (আঃ) তাঁহার সঙ্গে নামাজ পড়িবেন। কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিবেন। আরব ও আযমের বাদশাহি করিবেন, মদিনাতে পয়দা হইবেন, ছুফইয়ানির সহিত যুদ্ধ করিবেন।"

ছাওয়ায়েকা-মোহরাকা, ২৮ পৃষ্ঠা ;—

قال ابراهيم ابن ميسرة لطاوس عمر بن عبد العزيز المهدي قال لا انه لم يستكمل العدل كله اي فهو من جملة المهديين و ليس الموعود به آخر الزمان وقد جزم احمد وغيره بانه من المهديين المذكورين في قوله صلعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ◎

"এবরাহিম বেনে-মায়ছারা, তাউছকে বলিয়াছিলেন, ওমার বেনে আবদুল-আজিজ মাহদী, তিনি বলিলেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে ন্যায় বিচার করিতে পারেন নাই, তিনিও হেদাএত প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত ছিলেন, তিনি শেষ জামানার প্রতিশ্রুত মছিহ নহেন। আহমদ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, ওমার বেনে আবদুল আজিজ খোলাফায়-রাশেদীন-সংক্রান্ত হাদিছ উল্লিখিত হেদাএত প্রাপ্তদিগের অন্তর্গত।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, আভিধানিক অর্থের হিসাবে তাঁহাদিগকে মাহদী বলা সঙ্গত, কিন্তু প্রকাশ্য নাম হিসাবে তাঁহারা মাহদী নহেন।

উক্ত কেতাবের ৯৯ পৃষ্ঠায় আছে ;—

"খোলাফায়-আব্বাছিয়ার তৃতীয় খলিফা মাহদী নামে ছিলেন, তিনি উমাইয়া বংশের ওমার বেনে আবদুল আজিজের তুল্য ন্যায়-বিচারক ছিলেন, তাঁহার নাম মোহাম্মদ ও তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ ছিল, ইহাকে (আভিধানিক অর্থের হিসাবে) মাহদী বলা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ব্ব উল্লিখিত ছহিহ ছহিহ হাদিছগুলিতে ফাতেমা-বংশধর যে মাহদীর কথা আছে, তিনি পৃথক, তিনি শেষ জামানার প্রতিশ্রুত মাহদী, (হজরত) ইছা (আঃ) তাঁহার পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন।"

মূল কথা, আব্বাছিয়া খলিফার মাহদী মদিনাতে পয়দা হন নাই, তিনি ফাতেমা বংশধর নহেন, কনষ্টান্টিনোপল জয় করেন নাই, ছুফ্ইয়ানি দল তাঁহার সময়ে ভূ গর্ভে ধবসিয়া যায় নাই, আরও বহু আলামত তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় নাই।

তৎপরে তিনি যে নফ্ছে-জাকিয়ার কথা বলিয়াছেন, তিনি ত আরব ও আজমের বাদশাহি পান নাই। দুনইয়াকে ন্যায় বিচারে পূর্ণ করেন

নাই ইত্যাদি বহু আলামত তাঁহার মধ্যে নাই। মাহদীর একটী চিহ্নও তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় নাই।

হজরত ওছমান (রাঃ)র জামানে কনষ্টান্টিনোপল জয় হইয়াছিল, ইহা মজমায়োল-বেহারের ৩।১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে উল্লেখ করিয়াছি, কাজেই মোহাম্মদ বেনে আবদুল্লাহ নামক কোন বাদশাহ উহা জয় করেন নাই। এই কনষ্টান্টিনোপল মুছলমানদের অধিকার হইতে বাহির হইয়া খ্রীষ্টান রাজাভুক্ত হইবে, পরে শেষ জামানাতে উহা যে এমাম জয় করিবেন, তাঁহার নাম মাহদী ও মোহাম্মদ হইবে।

মির্জ্জা ছাহেবের অর্থ পরিবর্ত্তন (তহরিফ) করার আলোচনা।

কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট অর্থ (হকিকত অর্থ) বাদ দিয়া অপ্রকৃত ও অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ কোন্ সময় জায়েজ হইতে পারে?

তওজিহ, ৮৭ পৃষ্ঠা ;—

لابد للمجاز من قرينة يمنع ارادة الحقيقة عقلا او حسا او عادة او شرعا ◎

"মাজাজের জন্য এরূপ একটী আলামত হওয়া জরুরি—যাহা বিবেক, বাহ্য ইন্দ্রিয়, স্বভাব ও শরিয়ত অনুসারে হকিকি (স্পষ্ট) অর্থ গ্রহণে বাধা জন্মাইতে পারে।"

হোছামি, ১২ পৃষ্ঠা ;—

فان كانت الحقيقة متعذرة او مهجورة صير الى المجاز ◎

"যদি হকিকি অর্থ অসম্ভব ও পরিত্যক্ত হয়, তবে মাজাজি অর্থ গ্রহণ করা হইবে।"

মানার, ১।১৫৮ পৃষ্ঠা ;—

و متى امكن العمل بها سقط المجاز ◎

উহার টীকা কাশফোল-আছরার, উক্ত পৃষ্ঠা ;—

"যতক্ষণ হকিকি অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয়, মাজাজি অর্থ বাতীল হইবে।"

নুরোল-আনওয়ার, ৯৪ পৃষ্ঠা ;—

ما دام امكن العمل بالمعنى الحقيقي سقط المعنى المجازي ●

"প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হইলে, অপ্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা বাতীল হইবে।"

আকায়েদে-নাছাফি, ২৪৪ পৃষ্ঠা ;—

والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها مالم يصرف عنها دليل قطعي والعدول عنها من الظواهر الى معان يدعيها اهل الباطن وهم الملاحدة وسموا الباطنية لادعائهم ان النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنية لا يعرفها الا المعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية الحاد اى ميل وعدول عن الاسلام واتصال والتصاق بكفر لكونه تكذيبا للنبي عم فيما علم مجيئه بالضرورة ◎

"কোরআন ও হাদিছের নছ (نص) গুলির স্পষ্ট প্রকাশ্য (হকিকি) অর্থ গ্রহণ করা হইবে—যতক্ষণ না অকাট্য দলীল উহা গ্রহণ করিতে প্রতিবন্ধকতা করে। তৎসমস্তের প্রকাশ্য অর্থগুলি ত্যাগ করতঃ এরূপ অর্থ সকল গ্রহণ করা—যাহা বাতেনিদল দাবি করিয়া থাকে, ইছলাম ত্যাগ করতঃ কাফিরিতে পরিণত হওয়া হইবে, কেননা ইহাতে নবি (ছাঃ)এর যে শরিয়ত আনয়ন করা অকাট্যভাবে জানা গিয়াছে, উহার উপর অসত্যারোপ করা হয়। ইহারা মোলহেদ ও বাতেনিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে, যেহেতু তাহারা দাবি করিয়া থাকে, কোরআন ও হাদিছগুলির প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণীয় নহে। বরং তৎসমুদয়ের অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণীয় হইবে, শিক্ষক ব্যতীত কেহ তৎসমস্ত অবগত নহে। ইহারা সম্পূর্ণরূপে শরিয়তকে ধ্বংস করার চেষ্টা করিয়াছে।"

এমাম গাজ্জালী (রঃ) 'এহইয়াউল-উলুম' কেতাবের ১।২৭।২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

صرف الفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة الى امور باطنة لايسبق منها الى الافهام فائدة كداب الباطنية في التأويلات فهذا ايضا حرام وضرره عظيم فان الالفاظ اذا صرفت عن مقتضي ظواهرها بغير اعتصام فيه بنقل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو اليه من دليل العقل اقتضي ذلك بطلان الثقة بالالفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبهذا الطريق توصل الباطنية الى هدم جميع الشريعة ●

"শরিয়তের শব্দগুলিতে যাহা প্রকাশ্য মর্ম বুঝা যায়, তৎসমুদয় ত্যাগ করতঃ এরূপ অস্পষ্ট মর্ম গ্রহণ করা যাহা বুঝাইলে, কোন ফলপ্রসূ হয় না, যেরূপ বাতেনিয়া সম্প্রদায় অর্থ গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। ইহাও হারাম এবং ইহার ক্ষতি অতি বেশী, কেননা যদি শরিয়ত প্রবর্ত্তকের কোরআন ও হাদিছের ছনদ ব্যতীত ও বিবেক বুদ্ধি প্রনোদিত প্রয়োজন ব্যতীত শব্দগুলির স্পষ্ট মর্ম ত্যাগ করা হয়, তবে শব্দগুলির উপর আস্থা স্থাপন করা বাতীল হওয়া প্রতিপন্ন হইবে এবং ইহাতে আল্লাহ্ ও রাছুলের কালামের সার্থকতা নষ্ট হইবে। এই উপায়ে বাতেনিয়া সম্প্রদায় সমস্ত শরিয়তকে ধ্বংস করার পন্থা স্থির করিয়াছে।"

শরহে-মাওয়াকেফ, ১৫৩ পৃষ্ঠা ;—

المنصورية زعموا (الى) و الجنة رجل امرنا بموالاته و النار بالضد اى رجل امرنا ببغضه و هو ضده اى ضد الامام و خصمه كابى بكر و عمر و كذا الفرائض و المحرمات فان الفرائض اسماء رجال امرنا بموالاتهم و المحرمات اسماء رجال امرنا بمعاداتهم - و مقصودهم بذلك ان من ظفر برجل منهم ارتفع عنه التكليف ۞

"(শিয়া) মনছুরিয়া সম্প্রদায় ধারণা করিয়াছে যে, বেহেশত একটী লোকের নাম, আমরা তাহার সহিত প্রীতি স্থাপন করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আর দোজখ এক ব্যক্তির নাম—আমরা তাহার সহিত শত্রুতা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। সে ব্যক্তি এমাম বরহকের বিরুদ্ধাচরণকারী ও প্রতিদ্বন্দী, যেরূপ আবুবকর ওমার। এইরূপ ফরজগুলি কতকগুলি লোকের নাম, আমরা তাহাদের সহিত ভালবাসা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। আর হারামগুলি কয়েকটী লোকের নাম—আমরা তাহাদের সহিত শত্রুতা করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। ইহাতে তাহাদের উদ্দেশ্য এই যে, যে কেহ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করে, তাহা হইতে শরিয়তের হুকুম রহিত হইয়া যাইবে।"

শরহে-মাওয়াকেফ, ১৫৫।১৫৬ পৃষ্ঠা ;—

و تاويل الشرائع كقولهم الوضوء عبارة عن موالاة الامام و التيمم هو الاخذ من المأذون عند غيبة الامام الذي هو الحجة و الصلوة عبارة عن الناطق الذي هو الرسول و الاحتلام عبارة عن افشاء شئ من اسرارهم فى

الصوم عن غير [illegible] و الصلاة [illegible] و الزكوة تزكية النفس
بمعرفة ما هم عليه من الدين و الكعبة النبي و الباب علي و الصفا
هو النبي و المروة هو علي و الطواف بالبيت سبعا موالاة الأئمة
السبعة و الجنة راحة الابدان عن التكاليف و النار مشقتها بمزاولة
التكاليف الى غير ذلك من خرافاتهم ●

"(শিয়া) এছমাইলিয়া সম্প্রদায় আহকামে-শরিয়তের বাতীল অর্থ লইয়া থাকেন, যেরূপ তাহারা বলেন, ওজুর অর্থ এমামে জামানার সহিত মিত্রতা করা। তায়াম্মমের অর্থ—যে এমাম প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার গায়েব হওয়ার সময় অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করা। নামাজের অর্থ রছুলে রাছুল (ছাঃ), এহতেলামের অর্থ নিদ্রাবস্থায় অনিচ্ছায় তাহাদের কোন গুপ্ততত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দেওয়া। গোছলের অর্থ নূতন ধরণে অঙ্গীকার করা। জাকাতের অর্থ—তাহারা যে দীনের উপর আছে, উহা জানিয়া নফ্ছকে পাক করা। কা'বার অর্থ নবী। উহার দরওয়াজার অর্থ আলি। ছাফার অর্থ নবী। মারওয়ার অর্থ আলি। সাতবার কাবার তওয়াফের অর্থ সাতজন এমামের সহিত মিত্রতা করা। বেহেশতের অর্থ—কষ্ট হইতে শরীরগুলির শান্তি লাভ। দোজখের অর্থ শরীরগুলির কষ্ট ভোগ করা।"

মির্জ্জা ছাহেব ঠিক বাতেনিয়া, এছমাইলিয়া ও মনছুরিয়া ফেরকাদের ন্যায় শরিয়তের শব্দগুলির বাতীল অর্থ প্রকাশ করিয়া শরিয়তকে ধ্বংস করিতেছেন, কোরআন শরিফের ছুরা কাহ্‌ফে আছে, হজরত জোলকারনাএন প্রাচীর দ্বারা ইয়াজুজ ও মাজুজের বাহিরে আসার পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

উক্ত স্থলে আছে,—

فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء و كان وعد ربى حقا - و تركنا بعضهم
يومئذ يموج في بعض و نفخ في الصور ●

"যখন আমার প্রতিপালকের ওয়াদা উপস্থিত হইবে, তিনি উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবেন। আমার প্রতিপালকের ওয়াদা সত্য। আর আমি সেই দিবস (কেয়ামতের নিকট) (তাহাদিগকে) ছাড়িয়া দিব, তাহাদের কতকের উপর সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া আসিবে এবং ছুরে ফুৎকার করা হইবে।"

তেরমেজি, ২।১৪৪ পৃষ্ঠা ;—

قال ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم فى السد قال يحفرونه كل يوم حتى اذا كادوا يخرقونه قال الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه غداً قال فيعيده الله كامثل ما كان حتى اذا بلغ مدتهم و اراد الله ان يبعثهم على الناس قال الذى عليهم ارجعوا فستخرقونه غداً انشاء الله و استثنى قال فيرجعون فيجدونه كهيئة حين تركوه فيخرقونه و يخرجون على الناس فيستقون المياه و يفر الناس منهم فيرمون بسهامهم الى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من فى الارض و علونا من فى السماء قسوة و علوا فيبعث الله عليهم نغفا فى اقفائهم فيهلكون ◎

"আবু হোরাএরা (রাঃ) নবি (ছাঃ) হইতে (ইয়াজুজ ও মাজুজের) প্রাচীর সম্বন্ধে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, ইয়াজুজ ও মাজুজ প্রত্যেক দিবস উহা খনন করিতে থাকে, এমন কি তাহারা উহা প্রায় ভাঙ্গিয়া ফেলে। তাহাদের নেতা বলে, তোমরা প্রত্যাবর্ত্তন কর, সত্বরেই কল্য তোমরা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। তৎপরে আল্লাহ উহা পূর্ব্ববৎ করিয়া দেন। এমন কি যখন তাহাদের মিয়াদ শেষ হইবে এবং আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে লোকদিগের নিকট প্রেরণ করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহাদের নেতা বলিবে, কল্য আল্লাহ চাহেত তোমরা উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। আর তাহারা (পর দিবস) প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উক্ত প্রাচীরকে যে অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছিল, ঠিক সেই অবস্থায় পাইবে এবং উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া লোকদিগের নিকট বাহির হইয়া পড়িবে। তৎপরে তাহারা পানি চেষ্টা করিবে। লোক সকল তাহাদের নিকট হইতে পলায়ন করিবে। তখন তাহারা নিজেদের তীরকে আছমানের দিকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে তীরগুলি রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় ফেরত দেওয়া হইবে। সেই সময় তাহারা বলিবে, আমরা ভূমিবাসিদিগের উপর পরাক্রান্ত হইয়াছি এবং দৃঢ়তা ও বিক্রমে আছমানবাসিদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিলাম। তখন আল্লাহ তাহাদের গ্রীবাদেশে (প্লেগের) কীট প্রেরণ করিবেন, ইহাতে তাহারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইবে।"

ছহিহ্ মোছলেম, ২।৪০১।৪০২ পৃষ্ঠা ;—

"তৎপরে আল্লাহতায়ালা ঈছা আঃ (উপর) এলহাম করিবেন যে, নিশ্চয় আমি আমার এরূপ বান্দাগণকে বাহির করিয়াছি যে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কাহারও শক্তি নাই, কাজেই তুমি আমার বান্দাগণকে তুর পর্ব্বতে সুরক্ষিত কর এবং আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করিবেন এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে সবেগে ধাবিত হইবে। তাহাদের প্রথম দল তাবারিয়া হ্রদে উপস্থিত হইয়া উহার সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে। তাহাদের শেষ দল (তথায়) উপস্থিত হইয়া বলিবে যে, নিশ্চয় এই হ্রদে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা (আঃ) ও তাঁহার সহচরগণ অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিবেন, এমনকি একটী বলদের মস্তক তাহাদের একজনের পক্ষে বর্ত্তমানে তোমাদের একজনের শত দীনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তখন তাহারা ধাবিত হইবে, এমন কি তাহারা বয়তুল-মোকাদ্দছের খামার নামক পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, নিশ্চয় আমরা জমিবাসিদিগকে হত্যা করিয়াছি। তোমরা আইস, আমরা আছমানবাসিদিগকে হত্যা করিব। তখন তাহারা নিজেদের তীরকে আছমানের দিকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে আল্লাহতায়ালা তাহাদের তীরগুলি রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় ফেরত দিবেন। তখন আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা ও তাঁহার সহচরগণ দোওয়া করিবেন। ইহাতে আল্লাহতায়ালা তাহাদের গ্রীবা দেশে কীট প্রেরণ করিবেন, পরে তাহারা সমস্তই একটী প্রাণীর ন্যায় মৃত অবস্থায় প্রভাত করিবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা (আঃ) ও তাঁহার সহচরগণ জমীনে অবতরণ করিবেন, ইহাতে তাঁহারা উহাদের চর্ব্বি ও দুর্গন্ধ পূর্ণ ব্যতীত জমিতে এক বিঘত পরিমাণ স্থান পাইবেন না। তখন আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা (আঃ) ও তাঁহার সহচরগণ আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিবেন। সেই সময় আল্লাহ উষ্ট্রীকাগুলির গ্রীবা দেশের ন্যায় গ্রীবাধারী পক্ষী সকল প্রেরণ করিবেন, তাহারা উক্ত লাশগুলিকে উঠাইয়া আল্লাহ যে স্থানে ইচ্ছা করেন, সেই স্থানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে আল্লাহ এরূপ বৃষ্টিপাত করিবেন যে, কোন মৃত্তিকা কিম্বা পশমের গৃহ উক্ত পানি রোধ করিতে পারিবেনা, এমন কি জমিকে দর্পনের ন্যায় করিয়া ফেলিবে। তৎপরে জমিকে বলা হইবে, তুমি তোমার ফল উৎপাদন কর এবং তোমার বরকত ফিরাইয়া আন, সেই সময় একদল

ছহিহ্ মোছলেম, ২।৪০১।৪০২ পৃষ্ঠা ;—

"তৎপরে আল্লাহতায়ালা ঈছা আঃ (উপর) এলহাম করিবেন যে, নিশ্চয় আমি আমার এরূপ বান্দাগণকে বাহির করিয়াছি যে, তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কাহারও শক্তি নাই, কাজেই তুমি আমার বান্দাগণকে তুর পর্ব্বতে সুরক্ষিত কর এবং আল্লাহ ইয়াজুজ ও মাজুজকে প্রেরণ করিবেন এবং তাহারা প্রত্যেক উচ্চস্থান হইতে সবেগে ধাবিত হইবে। তাহাদের প্রথম দল তাবারিয়া হ্রদে উপস্থিত হইয়া উহার সমস্ত পানি পান করিয়া ফেলিবে। তাহাদের শেষ দল (তথায়) উপস্থিত হইয়া বলিবে যে, নিশ্চয় এই হ্রদে এক সময় পানি ছিল। আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা (আঃ) ও তাঁহার সহচরগণ অবরুদ্ধাবস্থায় থাকিবেন, এমনকি একটী বলদের মস্তক তাঁহাদের একজনের পক্ষে বর্ত্তমানে তোমাদের একজনের শত দীনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। তখন তাহারা ধাবিত হইবে, এমন কি তাহারা বয়তুল-মোকাদ্দছের খামার নামক পাহাড়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে, নিশ্চয় আমরা জমিবাসিদিগকে হত্যা করিয়াছি। তোমরা আইস, আমরা আছমানবাসিদিগকে হত্যা করিব। তখন তাহারা নিজেদের তীরকে আছমানের দিকে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে আল্লাহতায়ালা তাহাদের তীরগুলি রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় ফেরত দিবেন। তখন আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা ও তাঁহার সহচরগণ দোওয়া করিবেন। ইহাতে আল্লাহতায়ালা তাহাদের গ্রীবা দেশে কীট প্রেরণ করিবেন, পরে তাহারা সমস্তই একটী প্রাণীর ন্যায় মৃত অবস্থায় প্রভাত করিবে। তৎপরে আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা (আঃ) ও তাঁহার সহচরগণ জমীনে অবতরণ করিবেন, ইহাতে তাঁহারা উহাদের চর্ব্বি ও দুর্গন্ধ পূর্ণ ব্যতীত জমিতে এক বিঘত পরিমান স্থান পাইবেন না। তখন আল্লাহতায়ালার নবী ঈছা (আঃ) ও তাঁহার সহচরগণ আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করিবেন। সেই সময় আল্লাহ উষ্ট্রীগুলির গ্রীবা দেশের ন্যায় গ্রীবাধারী পক্ষী সকল প্রেরণ করিবেন, তাহারা উক্ত লাশগুলিকে উঠাইয়া আল্লাহ যে স্থানে ইচ্ছা করেন, সেই স্থানে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে আল্লাহ এরূপ বৃষ্টিপাত করিবেন যে, কোন মৃত্তিকা কিম্বা পশমের গৃহ উক্ত পানি রোধ করিতে পারিবেনা, এমন কি জমিকে দর্পনের ন্যায় করিয়া ফেলিবে। তৎপরে জমিকে বলা হইবে, তুমি তোমার ফল উৎপাদন কর এবং তোমার বরকত ফিরাইয়া আন, সেই সময় একদল

লোক একটী ডালিম ভক্ষণ করিবে এবং উহার ছালে ছায়া গ্রহণ করিবে। এবং দুগ্ধে বরকত দেওয়া হইবে, এমন কি একটী দুগ্ধবতী উষ্ট্রী একটা বড় দলের জন্য যথেষ্ট হইবে, একটী দুগ্ধবতী গাভী তদপেক্ষা ছোট দলের পক্ষে যথেষ্ট হইবে এবং একটী দুগ্ধবতী ছাগী তদপেক্ষা ছোট দলের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাহারা এই অবস্থায় থাকিবে, এমতাবস্থায় আল্লাহতায়ালা একটী সুগন্ধ বায়ু প্রবাহিত করিবেন, ইহাতে উক্ত বায়ু তাহাদের বোগলের নিম্নদেশ দ্বারা তাহাদের দেহ মধ্যে সংক্রামিত হইবে। তখন প্রত্যেক ঈমানদার ও প্রত্যেক মুছলমানের আত্মা বাহির করিয়া লওয়া হইবে। আর নিকৃষ্টতম লোকগুলি বাকী থাকিবে, তাহারা গর্দ্দভ সমূহের ন্যায় প্রকাশ্য ভাবে স্ত্রী সঙ্গম করিবে তাহাদের উপর কেয়ামত উপস্থিত হইবে।"

তেরমেজি, ২।৪৭ পৃষ্ঠা ;—

"উক্ত পক্ষী সকল লাশগুলিকে নহাবলে নিক্ষেপ করিবে এবং মুছলমানগণ তাহাদের ধনুক, তীর ও তীরদানগুলি দ্বারা সাত বৎসর অগ্নি জ্বালাইবেন।"

এমন এবনো-হজার ফৎহোল-বারী'র ১৩। • পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

قال ابن بطال انذر النبي صلى الله عليه و سلم في حديث زينب بقرب قيام الساعة كي يتوبوا قبل ان تهجم عليهم وقد ثبت ان خروج ياجوج وماجوج قرب قيام الساعة فاذا فتح من ردمهم ذلك القدر في زمنه صلى الله عليه و سلم لم يزل الفتح يتسع على مر الاوقات ٭

"এবনো-বাত্তাল বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) জয়নাবের হাদীছে কেয়ামত নিকটবর্ত্তী হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, যেন উহা হঠাৎ তাহাদের উপর আপতিত হওয়ার পূর্ব্বে তাহারা তওবা করিতে পারে। নিশ্চয় সপ্রমাণ হইয়াছে যে নিশ্চয় ইয়াজুজ ও মাজুজ কেয়ামতের নিকট সময়ে বাহির হইবে। যখন নবি (ছাঃ)এর জামানাতে তাহাদের প্রচার উক্ত পরিমান ছিদ্র হইয়া গিয়াছিল তখন সর্ব্বদাই জামানা অতিবাহিত হওয়াতে উক্ত ছিদ্র সমধিক প্রশস্ত হইতেছে।"

কোরআন ও হাদিছে সপ্রমাণ হয় যে, ইয়াজুজ ও মাজুজ সম্প্রদায় জোল-কারনাএন কর্ত্তৃক প্রস্তুত প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে,

কেয়ামতের নিকট নিকট সময়ে বাহির হইয়া অরক্ষিত মানুষদিগকে হত্যা করিবে, তাহারা তীর ধনুক ব্যবহার করিবে। হজরত ইছা (আঃ) ও মুছলমানগণ তুর পর্ব্বতে অবরুদ্ধ থাকিয়া তাহাদের ধ্বংসের জন্য দোওয়া করিবেন, এক রাত্রে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইবে। তাবিরিয়া হ্রদের সমস্ত পানি তাহারা পান করিয়া ফেলিবে। তাহাদের মৃত্যুর পরেই ফল শস্যের উন্নতি ও দুগ্ধের অত্যাধিক বরকত হইবে। তাহার পরে সমস্ত মুছলমান মরিয়া যাইবেন। ইহা কেয়ামতের খুব নিকট সময়ের কথা। বাইবেলের বিহিস্কেল পুস্তকের ৩৮।৩৯ অধ্যায়ে ইয়াজুজ ও মাজুজের কাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব কোরআন ও হাদিছের সমস্ত কথা প্রত্যাখ্যান করতঃ ইংরেজ জাতিকে ইয়াজুজ ও রুশ জাতিকে মাজুজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—এজালায়ে-আওহাম, ২।২৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিরপেক্ষ পাঠক, বিচার করুন, ইংরেজ ও রুশ জাতি কি কখন প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল? সুশিক্ষিত ইংরেজ কি শেষ যুগে তীর ধনুক দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। তাঁহারা কি তাবারিয়া হ্রদের লবণাক্ত পানি খাইবেন?

মির্জ্জা ছাহেব মছিহ্ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, আর হাদিছে আছে, হজরত ইছা (আঃ) তুর পর্ব্বতে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন, মির্জ্জা ছাহেব কি পশ্চিম দেশে কখন গিয়াছিলেন? তিনি কোথায় অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন? যদি মির্জ্জা ছাহেব মছিহ্ হইতেন এবং ইংরেজ ও রুশ জাতি ইয়াজুজ ও মাজুজ হইত, তবে মির্জ্জা ছাহেবের দোওয়াতে সমস্ত ইংরেজ ও রুশ জাতি এক রাত্রে মরিয়া গেল না কেন? মির্জ্জা ছাহেব কতকাল গোরবাসী হইয়াছেন, কিন্তু ইংরেজ ও রুশ জাতি বিধ্বস্ত হইল না, বরং তাহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে। যদি উভয় সম্প্রদায় ইয়াজুজ ও মাজুজ হইল তবে ইটালি, ফরাসি, জার্ম্মান, অষ্ট্রীয়ান, আমেরিকান, ইত্যাদি খ্রীষ্টান জাতিরা কি হইবে?

ইয়াজুজ ও মাজুজের দল হজরত ইছার দোওয়াতে মরিবার কিছু দিবস পরে সমস্ত মুছলমান মরিয়া যাইবেন, এই চিহ্নগুলি কোথায়?

ইহাতে বুঝা যায়, মির্জ্জা ছাহেবের দাবি অনুসারে ইংরেজ ও রুশ জাতি ইয়াজুজ ও মাজুজ নহে এবং মির্জ্জা ছাহেব প্রতিশ্রুত মছিহ নহেন।

কেয়ামতের নিকট নিকট সময়ে বাহির হইয়া অরক্ষিত মানুষদিগকে হত্যা করিবে, তাহারা তীর ধনুক ব্যবহার করিবে। হজরত ইছা (আঃ) ও মুছলমানগণ তুর পর্ব্বতে অবরুদ্ধ থাকিয়া তাহাদের ধ্বংসের জন্য দোওয়া করিবেন, এক রাত্রে তাহারা সকলেই মরিয়া যাইবে। তাবরিয়া হ্রদের সমস্ত পানি তাহারা পান করিয়া ফেলিবে। তাহাদের মৃত্যুর পরেই ফল শস্যের উন্নতি ও দুগ্ধের অত্যধিক বরকত হইবে। তাহার পরে সমস্ত মুছলমান মরিয়া যাইবেন। ইহা কেয়ামতের খুব নিকট সময়ের কথা। বাইবেলের যিহিস্কেল পুস্তকের ৩৮।৩৯ অধ্যায়ে ইয়াজুজ ও মাজুজের কাহিনীর ভবিষ্যদ্বাণী আছে।

মির্জ্জা গোলাম আহমদ ছাহেব কোরআন ও হাদিছের সমস্ত কথা প্রত্যাখ্যান করতঃ ইংরেজ জাতিকে ইয়াজুজ ও রুশ জাতিকে মাজুজ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।—এজালায়-আওহাম, ২।৫৮৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিরপেক্ষ পাঠক, বিচার করুন, ইংরেজ ও রুশ জাতি কি কখন প্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ ছিল? সুশিক্ষিত ইংরেজ কি শেষ যুগে তীর ধনুক দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। তাঁহারা কি তাবারিয়া হ্রদের লবণাক্ত পানি খাইবেন?

মির্জ্জা ছাহেব মছিহ্ হওয়ার দাবি করিয়াছেন, আর হাদিছে আছে, হজরত ইছা (আঃ) তুর পর্ব্বতে অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবেন, মির্জ্জা ছাহেব কি পশ্চিম দেশে কখন গিয়াছিলেন? তিনি কোথায় অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন? যদি মির্জ্জা ছাহেব মছিহ্ হইতেন এবং ইংরেজ ও রুশ জাতি ইয়াজুজ ও মাজুজ হইত, তবে মির্জ্জা ছাহেবের দোওয়াতে সমস্ত ইংরেজ ও রুশ জাতি এক রাত্রে মরিয়া গেল না কেন? মির্জ্জা ছাহেব কতকাল গোরবাসী হইয়াছেন, কিন্তু ইংরেজ ও রুশ জাতি বিনষ্ট হইল না, বরং তাহাদের ক্রমোন্নতি হইতেছে। যদি উক্ত সম্প্রদায় ইয়াজুজ ও মাজুজ হইল তবে ইটালি, ফরাশি, জার্ম্মান, অষ্ট্রীয়ান, আমেরিকান, ইত্যাদি খ্রীষ্টান জাতিরা কি হইবে?

ইয়াজুজ ও মাজুজের দল হজরত ইছার দোওয়াতে মরিবার কিছু দিবস পরে সমস্ত মুছলমান মরিয়া যাইবেন, এই চিহ্নগুলি কোথায়?

ইহাতে বুঝা যায়, মির্জ্জা ছাহেবের দাবি অনুসারে ইংরেজ ও রুশ জাতি ইয়াজুজ ও মাজুজ নহে এবং মির্জ্জা ছাহেব প্রতিশ্রুত মছিহ নহেন।

(৩) দাব্বাতোল আরজ, কোরান শরিফের ছুরা নমলে আছে ;—

و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باٰيتنا لا يوقنون

মাওলানা অলিউল্লাহ ছাহেব ফৎহোর রহমানের ৫০৯ পৃষ্ঠায় উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন ;—

چون متحقق شود وعده عذاب بر ایشان بیرون آریم برای ایشان جانوری از زمین که سخن گوید با ایشان بسبب آنکه مردمان بآیات ما یقین نمی آوردند ۞

"যখন তাহাদের উপর শাস্তির ওয়াদা সপ্রমাণ হইবে, তখন আমি তাহাদের জন্য ভূমি হইতে একটী জন্তু বাহির করিব, উহা তাহাদের সহিত কথা বলিবে, এই হেতু যে, লোকেরা আমার নিদর্শনাবলীর উপর বিশ্বাস করিতেছে না।"

ছহিহ মোছলেম, ২।৩৯৩ পৃঃ ;—

হজরত বলিয়াছেন, যতক্ষণ তোমরা দশটী নিদর্শন না দেখ, ততক্ষণ কেয়ামত হইবে না—ধুম, দাজ্জাল, দাব্বাতোল-আরজ, পশ্চিম আকাশে সূর্য্য উদয় হওয়া, ঈছা (আঃ) এর নাজেল হওয়া, ইয়াজুজ ও মাজুজ, তিন বার জমি ধসিয়া যাওয়া একবার পূর্ব্ব দেশে, একবার পশ্চিম দেশে, একবার আরব উপদ্বীপে, একটী অগ্নি এমন হইতে বাহির হইয়া লোকদিগকে তাহাদের হাসরের স্থানে তাড়াইয়া লইয়া যাইবে। কোন হাদিছে একটী ঝটিকার কথা আছে যাহা লোকদিগকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবে।

এমাম নাবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার, ২।৩৯৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و اما الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي المذكورة في قوله تعالى و اذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا ۞

"এই হাদিছে উল্লিখিত দাব্বাহ্, কোরানের ছুরা নমলের উল্লিখিত দাব্বাহ একই বিষয়। তফছির কারকগণ বলিয়াছেন, উহা একটী বড় পশু যাহা ছাফা পর্ব্বত বিদীর্ণ হওয়ায় বাহির হইয়া পড়িবে।"

হজরত এবনো আব্বাছ বলিয়াছেন, উহার গলদেশ এত উচ্চ যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ হইতে দেখা যাইতে পারে। উচ্চ আওয়াজে বলিবে, "নিশ্চয় লোকেরা আমার নিদর্শনাবলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে না।"

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন সমস্ত তফছিরে উহাকে একটী অপূর্ব্ব প্রাণি বলিয়া লিখিত আছে, কিন্তু মির্জ্জা ছাহেব কোর-আন হাদিছ ও তফছিরগুলিকে প্রত্যাখ্যান করতঃ নিজের মনোক্তি মতে এজালাতোল-আওহামের ২।২৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"দাব্বাতোল-আরজ আকায়েদ তত্ববিদ্‌গণ - যাহারা ইছলামের সহায়তাকল্পে সমস্ত বাতীল ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করিবেন অর্থাৎ জাহেরি এলমের আলেমগণ যাহাদের আকায়েদ ও ফিলোছোফিতে সমধিক অধিকার থাকে, তাহারা স্থানে স্থানে ইছলামের সহায়তায় দণ্ডায়মান হইবেন। আবার তিনি উহার ২।২৮৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"দাব্বাতোল-আরজ ওয়াজকারি আলেমগণ—যাহারা নিজেদের মধ্যে আছমানি শক্তি রাখেন না।" আরও তিনি নজুলোল-মছিহ কেতাবের ৩৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ; খোদাতায়ালা প্লেগের কীটকে দাব্বাতোল আরজ বলিয়াছেন।" একেত ইহা হাদিছ ও ছাহাবাগণের ও মোজাদ্দেদগণের তফছিরের বিপরীত, দ্বিতীয় আকায়েদ তত্ববিদ্‌গণ, ওয়ায়েজগণ ও প্লেগ ১৩ শত বৎসর হইতে আছেন ও আছে, কাজেই উহা কেয়ামতের চিহ্ন হইবে কিরূপে?

তৃতীয় এক দাব্বাতোল-আরজ সম্বন্ধে তাঁহার তিন প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, কাজেই উহার কোনটী ঠিক নহে।

সমাপ্ত।

২ ২য় তেরমেজি, ২।১৫০ পৃষ্ঠা ;—

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة معها خاتم سليمان وعصا موسى فتجلو وجه المؤمنين وتخطم انف الكافر بالخاتم حتى ان اهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا ياكافر ◎

"আবু হোরায়রার রেওয়াএত—নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, একটী পশু বাহির হইবে, তাহার নিকট (হজরত) ছোলায়মান (আঃ)এর আঙ্গুঠী ও (হজরত) মুছা (আঃ)এর যষ্ঠি হইবে, ইহা দ্বারা ইমানদারগণের চেহারা পরিষ্কার করিয়া দিবে এবং আঙ্গুঠী দ্বারা কাফেরের নাসিকাতে মোহর করিয়া দিবে, এমন কি এক দস্তরখানের লোকেরা সমবেত হইবে, ইহাতে এই ব্যক্তি বলিবে, হে ইমানদার ও অন্যে বলিবে, হে কাফের।"

অবিকল এই মর্ম্মের একটী হাদিছ এবনো-মাজার ৩০৫ পৃষ্ঠায় আছে।

এমাম জালালদ্দিন ছইউতি 'দোররে-মনছুর' এর ৫।১১৬।১১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এবনো-জরির, হাকেম, বয়হকি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, দাব্বাতোল-আরজ তিনবার বাহির হইবে, একবার ইয়মনের শেষ সীমা বাহির হইবে, ইহার সংবাদ ময়দান অঞ্চলের দূর দূর সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিবে, কিন্তু মক্কাশরিফে ইহার সংবাদ পৌঁছিবে না। তৎপরে উহা বহু দিবস পর্য্যন্ত গুপ্ত অবস্থায় থাকিবে। তৎপরে দ্বিতীয় বার বাহির হইবে, ইহাতে ময়দান বাসিদের মধ্যে ইহার অধিক সোহরত হইবে, এবং মক্কাশরিফে ইহার সংবাদ পৌঁছিবে। তৎপরে লোকেরা মক্কার মছজেদে নামাজ পড়িতে থাকিবে, হঠাৎ দাব্বাতোল-আরজ রোকন ও মকামে এবরাহিমের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইয়া আওয়াজ করিতে ও মস্তকের ধূলি ঝাড়িতে থাকিবে, ইহাতে তাহারা ভীত হইয়া বিভিন্ন দিকে পলায়ন করিবে। একদল মুছলমান তথায় থাকিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তাহারা খোদাকে অক্ষম করিতে পারিবে না। দাব্বাতোল-আরজ প্রথমতঃ তাহাদের মধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিবে, তাহাদের চেহারাকে আলোকিত করিয়া দিবে, ইহাতে যেন উহা উজ্জ্বল নক্ষত্রের তুল্য হইবে। পরে জমিতে ধাবিত হইবে, কোন সন্ধানকারী তাহাকে ধরিতে পারিবে না এবং কোন পলাতক তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না।

এবনো-জরির রেওয়াএত করিয়াছেন, হোজায়ফা বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, দাজ্জাতোল-আরজ কোথা হইতে বাহির হইবে? ইহাতে হজরত বলিলেন, মক্কার মছজেদের নিকট হইতে বাহির হইবে। হজরত ঈছা (আঃ) কা'বা গৃহের তাওয়াফ করিতে থাকিবেন, তাঁহার সহিত মুছলমানগণ থাকিবেন, এমতাবস্থায় তাঁহাদের নীচে ভূমি কম্পিত হইবে, ফানুছ কম্পিত হইবে। দৌড়িবার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছাফা পর্ব্বত বিদীর্ণ হইবে। ছাফা হইতে দাব্বাতোল আরজ বাহির হইবে, প্রথমে তাহার মস্তক প্রকাশিত হইবে, নক্শাদার, পশম ও পালকধারি হইবে। কেহ তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া পাইবে না এবং কোন পলাতক তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। লোকদিগকে ঈমানদার কিম্বা কাফের, ইহার চিহ্ন করিয়া দিবে। ঈমানদারের চেহারা উজ্জ্বল নক্ষত্রের তুল্য পরিলক্ষিত হইবে। তাহার দুই চক্ষের মধ্যস্থলে ঈমানদার বলিয়া লিখিয়া দিবে। কাফেরের দুই চক্ষের সম্মুখে কাল তিলক দ্বারা কাফের লিখিয়া দিবে। এবনো-আবি হাতেম রেওয়াএত করিয়াছেন, হজরত আলি বেনে আবি তালেবকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, লোকেরা ধারণা করিতেছে যে, আপনি না কি দাব্বাতোল-আরজ? ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, খোদার কছম, দাব্বাতোল-আরজের পালক ও জবর পশম আছে। আমার পালক ও জবর পশম নাই। নিশ্চয় উহা তেজ ঘোটকের তিন দিবসের দৌড় পরিমাণ স্থানে বাহির হইবে, এখনও উহার দুই তৃতীয়াংশ বাহির হয় নাই বুঝিতে হইবে।

এবনো-আবিহাতেম আবুহোরায়রা হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন যে, দাব্বাতোল-আরজের শরীরে প্রত্যেক প্রকার রং আছে, উহার দুই শৃঙ্গের মধ্যে তিন মাইল ব্যবধান হইবে।

আবিজ্জোবাএর বলিয়াছেন, উহার মস্তক বলদের মস্তকের তুল্য, উহার চক্ষু শূকরের চক্ষুর তুল্য, উহার কর্ণ হস্তীর কর্ণের তুল্য, উহার শৃঙ্গ পার্ব্বত্য গরুর শৃঙ্গের তুল্য, উহার গলা উষ্ট্রপক্ষীর গলার তুল্য, উহার বক্ষঃ ব্যাঘ্রের বক্ষের তুল্য, উহার রং চিতা বাঘের তুল্য, উহার পার্শ্বদেশ বিড়ালের পার্শ্বদেশের তুল্য, উহার লেজ মেষের লেজের তুল্য ও উহার চারি হাত পা উটের তুল্য। উহার প্রত্যেক জোড়ের মধ্যে ১২ গজ ব্যবধান হইবে। আমর বেনেল-আছ বলিয়াছেন, উহার মস্তক মেঘ স্পর্শ করিবে, কিন্তু এখনও উহার পা ভূমি হইতে বাহির হইবে না।